বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে

অগ্রপথিক যারা

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

www.pathagar.com

বাংলাদেশে

ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিক যারা

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৩৫৬

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

১ম প্রকাশ

রমযান	১৪২৬
আশ্বিন	১৪১২
অক্টোবর	২০০৫

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

BANGLADESHE ISLAMI ANDOLONE AGRAPATHIK JARA
by Prof. Mazharul Islam. Published by Adhunik Prokashani,
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 110.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয়া মা ও মরহুম বাবার জন্য
উৎসর্গিত হলো এ গ্রন্থখানি। উপরন্তু তাদের জন্য
যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন।

www.pathagar.com

"দুনিয়ার সর্বোত্তম দল তোমরা যাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০

❐

"হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা কেন সেই কথা বল যা কার্যতঃ কর না ? আল্লাহর নিকট এটা অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা কর না।"–সূরা আস সফ ঃ ২-৩

❐

"তোমাদের সকলকেই নিজ নিজ অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীল, তাকে তার অধীন প্রজা-সাধারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের কর্তা। তাকে তার অধীনদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে এবং নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে, আর খাদেম তার মনিবের মাল-আসবাবের রক্ষক, তাকেও তার অধীনকৃত সবকিছু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ইবনে উমর বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে, আল্লাহর রসূল (স) আরো বলেছেন, পুরুষ তার পিতার মাল-আসবাবের রক্ষক, এবং তার অধীনকৃত জিনিস সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল ও রক্ষক এবং সবাইকে তার অধীন সব ব্যক্তি ও সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।"–আল হাদীস

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৬৬ সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই তখন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতাকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। অনেককে দেখতে না পেলেও নাম শুনেছি। তখন ছিলাম ছাত্র এবং যুবক। আজ ৩৯ বছর পরে যখন নিজের দিকে তাকাই তখন দেখি জীবনের পাতা থেকে অনেকগুলো দিন খসে গেছে। দেশের এবং সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অনেক মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে পরপারে চলে গেছে। এদেশে ইসলামী আন্দোলন যারা শুরু করেছেন তাদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। তারা যে কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে কষ্ট ভোগ করে ক্যারিয়ার কোরবানী করে ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে গেছেন, যার ফলশ্রুতিতে আমরা এ পর্যন্ত এসেছি, তা অনেকেই জানেন না। তাই আমি অনেক জ্ঞানী গুণীজনকে অনুরোধ করেছিলাম ইসলামী আন্দোলনের এই সব অগ্রপথিকদের কোরবানী-ত্যাগসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখে প্রকাশ করার জন্য যাতে ইসলামী আন্দোলনে নবাগত ভাইয়েরা এ থেকে অনুপ্রেরণা পায়। দুঃখের বিষয় কেউ এগিয়ে এলেন না। পরিশেষে তাই এই নগণ্য খাদেম এদেশে ইসলামী আন্দোলনে অগ্রপথিকদের জীবনী লেখার জন্য উদ্যোগ নিলাম। তবে এর জন্যে যে সময় ও শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন ছিল, তা আমার না থাকায় এ বিষয়ে কলম ধরার হক যে আদায় করতে পারিনি তা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

অনেক চেষ্টা করে বিভিন্নভাবে যাদের জীবনের যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং আমার যা জানা আছে তার উপর ভিত্তি করে আমি এই সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলোর ১ম খণ্ড লিখে প্রকাশ করলাম, এই আশা নিয়ে যে ভবিষ্যতে আরো কেউ এ কাজ পরিপূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসবেন। দোষগুণ নিয়েই মানুষ। সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে এ গ্রন্থ লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাই ইতিবাচক দিকগুলো নিয়েই আমি কথা বলার চেষ্টা করেছি এবং বয়সের জ্যেষ্ঠতা অনুযায়ী ইসলামী আন্দোলনের অগ্রপথিকদের তালিকা সাজিয়েছি।

উল্লেখ্য যে, জীবনীগুলো লেখার জন্য শ্রদ্ধেয় একজন প্রবীণ নেতা আমাকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন, এমনকি

www.pathagar.com

সবশেষে পাণ্ডুলিপিটিও দেখে দিয়েছেন। তার কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। বন্ধুবর অধ্যাপক আজিজুল হক ও সহকর্মী খন্দকার মোহাম্মদ নূরুল্লাহ অনুলিখনের কাজে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। প্রিয় ভাই নাজমুল হক ও অনুজ প্রতীম ইকবাল আকন্দ বইটির প্রুফ দেখে দিয়েছেন। সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তাদের জাযায়ে খায়ের দান করুন।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে অনুরোধ কোন ভুল-ভ্রান্তি চোখে ধরা পড়লে দয়া করে জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ। সর্বশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি—হে আল্লাহ! এ দেশে ইসলামী আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য সকল নেতৃবৃন্দকে তাওফিক দান করুন এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক নিজেদেরকে গঠন করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়্যুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফা'ফু আন্নি। ইয়া আল্লাহ আমাকে কবুল করুন।

বিনীত

মাযহারুল ইসলাম

www.pathagar.com

ক্রমিক	নাম	পৃষ্ঠা
১.	মরহুম মাওলানা আবদুল আলী	১৩
২.	মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান	১৭
৩.	মরহুম অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন	২৭
৪.	মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	৩০
৫.	মরহুম জনাব আবদুল খালেক	৩৯
৬.	মরহুম মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ	৪৩
৭.	মরহুম মাওলানা আবদুল গফুর	৪৬
৮.	মরহুম অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী	৪৭
৯.	মরহুম ডাঃ আই. এ. খান	৫০
১০.	মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক	৫৪
১১.	মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম	৫৬
১২.	মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী	৫৮
১৩.	মরহুম মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন	৬৩
১৪.	মরহুম জনাব আবদুল গাফ্ফার	৬৩
১৫.	মরহুম জনাব মুহাম্মদ ইউনুস	৭০
১৬.	মরহুম অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন	৭৩
১৭.	জনাব শামসুর রহমান	৭৬
১৮.	মাওলানা আবদুল জব্বার	৭৯
১৯.	মাওলানা আবদুর রহমান ফকির	৮২
২০.	অধ্যাপক গোলাম আযম	৮৬
২১.	মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ	৯৮
২২.	মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান	১০১
২৩.	জনাব বদরে আলম	১০৬
২৪.	মাওলানা মুহাম্মদ শামস উদ্দিন	১০৯
২৫.	এডভোকেট মুহাম্মদ আবদুল লতিফ	১১২
২৬.	অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম	১১৫
২৭.	মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী	১১৮
২৮.	মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ	১২০

www.pathagar.com

২৯. জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম ১২২
৩০. মাওলানা মুহাম্মদ আবু সাবের ১২৫
৩১. মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ১২৮
৩২. জনাব কাযী শামসুর রহমান ১৩০
৩৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভূইয়া ১৩৪
৩৪. অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মোঃ ছিফাত উল্লাহ ১৩৬
৩৫. অধ্যাপক এ.কে.এম নাজির আহমদ ১৩৯
৩৬. জনাব মকবুল আহমদ ১৪৪
৩৭. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৪৮
৩৮. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৫২
৩৯. অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন ১৬০
৪০. মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদ ১৬২
৪১. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৬৪
৪২. এডভোকেট শেখ আনসার আলী ১৬৭
৪৩. অধ্যাপক মোঃ ফজলুর রহমান ১৬৯
৪৪. জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৭২
৪৫. অধ্যাপক ফকির মোহাম্মদ শাহেদ আলী ১৭৫
৪৬. অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের ১৭৮
৪৭. জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ১৮১
৪৮. ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ১৮৫
৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের ১৮৯
৫০. জনাব এ.টি.এম. আজহারুল ইসলাম ১৯২
৫১. জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৪
৫২. জনাব মীর কাসেম আলী ১৯৮
৫৩. অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ২০২
৫৪. গ্রন্থকারের পরিচয় ২০৫
৫৫. স্মৃতি থেকে স্মরণীয় কিছু ঘটনা ২০৭
৫৬. প্রথম কর্মপরিষদ সদস্য ছিলেন যারা ২১১
৫৭. প্রথম নির্বাচিত শূরা সদস্য ছিলেন যারা ২১১
৫৮. প্রথম যারা ছিলেন জিলা আমীর ২১৩
৫৯. ১৯৬২ সাল থেকে জামায়াতের এম. এন. এ. ছিলেন যারা ২১৪
৬০. কৈফিয়ত ২১৮
৬১. লেখকের অন্যান্য বই ২১৯
৬২. প্রোফর্মা ২২০

www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা আবদুল আলী

—সহজ, সরল ও সততার এক জীবন্ত মডেল

"যিনি কলিকাতা থেকে ফিরে দীর্ঘদিন ভাড়া বাড়ীতে বসবাস করেন, পরবর্তীতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্য-সহযোগিতায় ফরিদপুর শহরে সামান্য এক খণ্ড জমি কিনে বাড়ী করেন এবং আজীবন জৌলুশহীনভাবে কাটিয়ে দেন, ফরিদপুরের জনগণের কাছে আজো যিনি একজন আদর্শ মানুষ বলে পরিচিত, সত্যিকার অর্থে যিনি ছিলেন আদর্শ সমাজ গড়ার একজন মডেল, সততা ও ন্যায় নীতির প্রতীক, সরল সহজ জীবনের এক বিমূর্ত ছবি, তিনি হলেন জামায়াতে ইসলামীর অগ্রপথিকদের মধ্যে অন্যতম একজন মরহুম মাওলানা আবদুল আলী।"

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা আবদুল আলী ১৯০৩ইং সালে মানিকগঞ্জ জিলার হরিরামপুর থানার রহ্‌লাতলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই এবং এক বোন। সকলেই ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন)।

তিনি ছোট বেলায় নিজ বাড়ীতে তাঁর পিতার নিকট আরবী এবং কুরআন শরীফ শিক্ষা করেন। তাঁর পিতা কুরআনে হাফেজ ছিলেন। পারিবারিকভাবে লেখাপড়া শেষ করে পার্শ্ববর্তী গ্রাম পিপলীয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। পিপলীয়া মাদরাসার লেখাপড়া শেষে তিনি কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর তিনি হেকিমী চিকিৎসা অধ্যয়নের জন্য দিল্লী গমন করেন। দিল্লী হেকিমী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে হেকিমী পাস করেন এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন। দিল্লী থেকে হেকিমী পাস করে ফরিদপুর ফিরে আসেন এবং একজন চিকিৎসক হিসাবে প্র্যাকটিস শুরু করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আবদুল আলী কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় যখন পড়াশুনা করেন তখনই পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয়। সে সময় ফরিদপুরের বিশিষ্ট

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ও প্রাক্তন স্পীকার তমিজ উদ্দীন খাঁন প্রমুখের সাথে মাওলানা আবদুল আলীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। উল্লেখ্য তাদের উভয়ের বাড়ী ফরিদপুরে।

মাওলানা আবদুল আলী প্রথম জীবনে মুসলিম লীগ করতেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ফরিদপুর সদর থেকে মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা আবদুল আলী ছিলেন একজন জ্ঞান পিপাসু মানুষ। তিনি সবসময় কুরআন-হাদীস এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত মুফাসসিরদের লেখা তাফসীর পড়তেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর তাফসীর, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর তাফহীমুল কুরআন ও তাফসীরে জালালাইন ইত্যাদি তাফসীর গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। এছাড়া তিনি দীর্ঘদিন থেকেই মাওলানা মওদূদী (র)-এর তরজুমানুল কুরআন পড়তেন। সেখান থেকেই তার ইসলামী আন্দোলনের মানসিকতা তৈরী হতে থাকে। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে যখন জামায়াতে ইসলামীর তৎপরতা শুরু হয়, তখনই তিনি জামায়াতে যোগদান করেন এবং ১৯৬২ সালে ফরিদপুর সদর থেকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে এম.পি.এ নির্বাচিত হন। তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য ১৯৬৪ সালে জেনারেল আইয়ুব খান জামায়াতকে নিষিদ্ধ করে অনেক নেতাকে জেলে নিয়ে যায়। সে সময় মাওলানা আবদুল আলী এম.পি.এ হিসাবে যা বেতন পেতেন তার অর্ধেক সকলের অজান্তে নেতাদের বাসায় দিয়ে আসতেন যা আজও অনেকে জানে না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার, দীনদার এবং মুত্তাকী মানুষ। ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে সকলেই তাঁর ভক্ত এবং অনুরক্ত ছিল। বাংলাদেশে তিনি ছিলেন একজন সুপরিচিত আলেমে দ্বীন এবং দরদী মনের মানুষ। আজও ফরিদপুর তথা দেশের মানুষ তাঁকে ভক্তির সাথে স্মরণ করে। উল্লেখ্য সে সুবাদে তার ছেলেদেরকেও ফরিদপুরের সর্বস্তরের জনগণ ধর্ম ও দলমত নির্বিশেষে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। উল্লেখ্য জাস্টিস নূরুল ইসলাম তাঁর চাচাতো ভাই এবং সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এ.এফ.এম. গোলাম মোস্তফা তার একজন আত্মীয়।

www.pathagar.com

সমাজ সেবা

তিনি বিভিন্ন সামাজিক কাজে জড়িত ছিলেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পূর্ব খাবাসপুরে একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন, বর্তমানে এটি বায়তুল মোকাদ্দেস ইন্সটিটিউট নামে পরিচিত।

সাহিত্যকর্ম

তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। এর মধ্যে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, শিশুদের ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী জিন্দেগী ইসলামী সমাজ, কিভাবে নামায পড়িতে হয়, ইসলামের আইন দর্শন, সুন্নাতে রাসূল (স) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ২৫ বছর বয়সে ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার কাউনিয়া কান্দি গ্রামের এ.কে.এম হেলাল উদ্দীনের বড় মেয়ে নূরজাহান বেগমকে বিয়ে করেন। তাদের ৭ ছেলে ও ২ মেয়ে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারী জেনারেল ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মাদ মুজাহিদ তাঁর ৫ম পুত্র এবং ফরিদপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জনাব মুহাম্মদ খালেছ ৪র্থ পুত্র।

উল্লেখ্য যে, তাঁর সন্তানদের সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

ইন্তেকাল

১৯৭৪ সালে তিনি হজ্জ করতে পবিত্র মক্কা শরীফে যান। মহান আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা তাই হজ্ব শেষে সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নাই। ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। কা'বা শরীফে তার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন কা'বা শরীফের ইমাম।

মরহুম মাওলানা আবদুল আলী ছিলেন স্বল্পভাষী, অল্পে তুষ্ট, পরম সবরকারী ও হক্ক প্রকাশে অত্যন্ত বলিষ্ঠ একজন ব্যক্তি। সারাটা জীবন

www.pathagar.com

দারিদ্র্যতার মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন। কিন্তু বাইরের কেউ তা বুঝতে পারতো না। তিনি ছিলেন একজন নির্লোভ, নিরহংকার, মানবদরদী মানুষ। সর্বোপরি একজন খাঁটি দায়ী' ইলাল্লাহ।

ইয়া আল্লাহ! এ মর্দে মুজাহিদকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

www.pathagar.com

মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান

—এক সুপরিচ্ছন্ন জীবন

"নামাযের জন্য কারো পারমিশনের দরকার নেই মশাই। আমি রোজ ১ টার সময় নামাযের জন্য বেরিয়ে যাবোই। আপনি বরং লিখিত অর্ডার দিয়ে বন্ধ করে দিন। দেখবো আপনার মুরোদ খান।"

১৯৩৫ সাল। দুর্লভ সরকারী চাকুরী। বড় সাবের হুকুম-অফিস থেকে নামাযের জন্য যাওয়া যাবে না। বসের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করেও জামায়াতে নামায পড়তে গিয়েছেন। এক পর্যায়ে বসের কড়াকড়িতে চাকুরী ছেড়ে দেন। কিন্তু নামায ছাড়েননি।

চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের গেষ্ট রুম। গভীর রাত–আনুমানিক ৩টা তখন। হঠাৎ পাশের ঘরে থেকে শুনা গেলো, "রাব্বি জিদ্‌নী ইল্‌মা" "ইয়া আইয়াতুহান্নাফসুল মুত্বমাইন্না ইরজিয়ী ইলা রাব্বিকি রাদিয়াতাম মারদিয়া, ফাদখুলি ফী ইবা-দি ওয়াদ খুলি জান্নাতী।"

পাশে শায়িত ইমাম সাহেব জেগে উঠলেন। তিনি উঁকি মেরে দেখলেন এক মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর গভীর ধ্যানে নিমগ্ন।

দিনের বেলা আনুমানিক বিকাল ৫টা। হঠাৎ রুমে ঢুকলেন একজন। রুমে ঢুকেই দেখলেন—তিনি তাফহীমুল কুরআন পড়ছেন আর তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরছে।

১০ বছর একাধারে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন তদানীন্তন মহকুমা শহরের হাইস্কুলে। ডাক এলো আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য, মানুষকে আহবান জানানোর কাজে বড় দায়িত্ব পালন করতে হবে। হ্যাঁ, যেমনি হুকুম তেমনি কাজ—সাথে সাথেই চাকুরী ছাড়লেন। রাজশাহী বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব নিয়ে চলে গেলেন রাজশাহীতে।

স্ত্রী ১০ বছর যাবত শয্যাশায়ী। প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। কথা বলতেও পারেন না। ঢাকা থেকে মাসে একবার বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে এক নজর দেখে আবার ফিরে আসেন ঢাকায়। কোন টেনশন, কোন অস্থিরতা, কোন দুশ্চিন্তা কিছুই দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের পথে তার গতিরোধ করতে পারেনি। একাকি ১০টি বছর কাটিয়েছেন। কোন কিছু যাকে টলাতে পারেনি—তিনি হলেন মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান। রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক,

www.pathagar.com

গবেষক, সংগঠক, লেখক, সর্বোপরি সকলের এক শিক্ষক জনাব আব্বাস আলী খান। অসংখ্য গুণের সমাহার এক ব্যক্তির মাঝে—এক সঙ্গে কত যে গুণ তার-তা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী।

এক নজরে জন্ম, শিক্ষা, কর্ম ও রাজনীতি

জনাব আব্বাস আলী খান ১৩২১ সালের ফালগুন মাসের শেষ সপ্তাহে সোমবার বেলা ৯টায় জয়পুরহাটে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন পাঠান এবং আফগানিস্তান থেকে আগত। তাঁর দাদা সুবিদ আলী খানের মধ্যে পাঠানদের বৈশিষ্ট্য ছিল।

গরু-খাসি জবাই করে তাঁর আকিকাহ করা হয় এবং নবীজির (স) চাচা হযরত আব্বাস (রা)-এর নামানুসারে নাম রাখা হয় আব্বাস।

তিনি নিজ ঘরেই মৌলভী সাহেবের কাছে কুরআন শরীফের সবক নেন এবং ১৯২১ সালে ৮ বছর বয়সে নিজ গ্রাম থেকে দেড় মাইল উত্তরে এক মাদরাসায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন।

উল্লেখ্য যে, কুরআন শরীফ সবক নেয়ার আগেই তিনি আযান শিখেন। তিনি বাংলা, ইংরেজী, অংক, ইতিহাস, ভূগোল এবং ফার্সী অধ্যয়ন করেন।

৪র্থ শ্রেণীতেই তিনি শেখ সা'দী (র)-এর গুলেস্তা কিতাব রপ্ত করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উঠার পর তিনি বাড়ী থেকে দুইশত মাইল দূরে হুগলী মাদরাসায় পড়তে যান। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে জ্বর নিয়ে সিক বেডে পরীক্ষা দিয়েও তিনি এক বছর স্থায়ী গভর্ণমেন্ট স্কলারশীপ এবং ৪ বছর স্থায়ী মহসিন স্কলারশীপ লাভ করেন।

হুগলী মাদরাসায় পড়াশুনা শেষ করে রাজশাহী সরকারী কলেজ এবং রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পাস করেন। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কোলকাতা যান। কিন্তু অভিভাবকদের ইচ্ছাক্রমে চাকুরী গ্রহণ করেন। অফিসের বড় বাবু জনাব খান সাহেব নামায পড়তে যাওয়ার কারণে সব সময় খিচিমিচি করতেন। তাই শেষাব্দি তিনি চাকুরী ছেড়ে দেন। কিন্তু নামায ছাড়েননি। উল্লেখ্য যে, সে সময় কোলকাতায় জুমার নামাযে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল কালাম আযাদের খুতবাহ

www.pathagar.com

শুনে তার মধ্যে এক উদ্দীপনা ও ভাবধারার সৃষ্টি হয়। এ সময় তিনি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ও হিযবুল্লাহ বই দুটি অধ্যয়ন করেন এবং আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ভাব অবলম্বনে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখেন যা মাসিক মোহাম্মদী ও তৎকালীন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'মুসলিম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

জনাব খান ১৯৩৬ সালের শেষদিকে আবার চাকুরীতে ঢুকেন এবং কোলকাতা ছেড়ে চলে যান। পরবর্তীতে তিনি বেঙ্গল সেক্রেটারীয়েটে যোগদান করেন। এ সুবাদে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের সেক্রেটারী হিসাবে কয়েক বছর নিয়োজিত থাকেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে সার্কেল অফিসার হিসাবে নিয়োগ পান। কিন্তু তিনি সে পদে যোগদান করেননি। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে জয়পুরহাটে স্থানীয় স্কুলের হেড মাস্টার সীমান্ত পার হয়ে চলে যাওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধে হেড মাস্টারের পদ গ্রহণ করেন।

১৯৫৪ সালে স্থানীয় একটি মাদরাসায় ইসলামী জলসা ছিল। তাঁরই ছাত্র উক্ত মাদরাসার সেক্রেটারীর অনুরোধে তিনি ঐ জলসায় যান। উক্ত জলসায় প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ শহীদুল্লাহ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক আমীরে জামায়াত তদানীন্তন কারমাইকেল কলেজের তরুণ অধ্যাপক গোলাম আযম। ডঃ শহীদুল্লাহ অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। শুধু অধ্যাপক গোলাম আযম গিয়েছিলেন।

মরহুম আব্বাস আলী খান সাইকেলে চড়ে সভাস্থলে পৌঁছেন। অধ্যাপক গোলাম আযমের মুখে কালেমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান। সভাশেষে এক সাথে খাওয়া-দাওয়া ও পরিচয় হয়। জনাব খান অধ্যাপক সাহেবের কাছ থেকে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর লেখা কিছু বই পুস্তক কিনেন এবং তার কাছেই শুনতে পান যে বগুড়ার জামায়াতের দায়িত্বশীল হলেন শায়খ আমীন উদ্দিন।

১৯৫৫ সালের জানুয়ারীতে জনাব আব্বাস আলী খান বগুড়ার দায়িত্বশীল শায়খ আমীন উদ্দিনের সাথে দেখা করে মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন এবং নিজ এলাকায় একটি ইউনিট কায়েম করে সেই ইউনিট চালান।

৫৬ সালের মাঝামাঝি জামায়াতের রুকন হন এবং তদানীন্তন রাজশাহী বিভাগের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম জনাব আব্বাস আলী খান-এর রুকনিয়াতের শপথ পাঠ করান।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মওদূদী (র) ১৯৫৬ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। এসময় থেকে খান সাহেব মাওলানা মওদূদীর (র) সান্নিধ্যে আসেন। মরহুম খান সাহেব খুব ভালো উর্দু জানতেন, তাই তিনি মূল উর্দু ভাষায় মাওলানার সবগুলো বই পড়ে ফেলেন এবং মাওলানার সান্নিধ্যে থেকে মাওলানার বক্তৃতা এবং আলোচনা ভালোভাবে হজম করেন। মাওলানা দ্বিতীয় বার পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন ১৯৫৮ সালে। এ সফরে তিনি রংপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও রাজশাহীতে যেসব জনসভা ও সমাবেশে বক্তৃতা করেন, মরহুম খান সাহেব সেসব সভা সমাবেশে মাওলানার দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে জামায়াতের নির্দেশে তিনি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের চাকুরি ত্যাগ করেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এবং ছাত্ররা তাঁকে কিছুতেই স্কুল থেকে ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না। এমনকি স্কুলের শত শত ছাত্র এসে তাঁকে স্কুলে ফিরিয়ে নেবার জন্য তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। তিনি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে জামায়াতের মাছিগোট সম্মেলনে রওনা করে এ ঘেরাও থেকে রক্ষা পান।

১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাছিগোটে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলনে তিনি যোগদান করেন। এ বছরই তাঁর উপর রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খান জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালের রমযান মাসে আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন জেলে নেয়া হয় এবং ১৬ মাস বন্দী করে রাখা হয়, তখনো তিনি ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া আমীরে জামায়াত যখনই দেশের বাইরে গিয়েছেন, তখন তিনিই ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর পার্লামেন্টারি গ্রুপের নেতৃত্ব দেন এবং জাতীয় পরিষদে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

জনাব খান জামায়াতের সংসদীয় গ্রুপের নেতা হিসেবে আইয়ুব খানের কুখ্যাত মুসলিম পারিবারিক আইন বাতিলের জন্য ১৯৬২ সালের ৪ঠা জুলাই জাতীয় পরিষদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করেন। অধিবেশন শুরুর আগের দিন ৩রা জুলাই আইয়ুব খান জনাব আব্বাস আলী খানকে তার বাসভবনে আমন্ত্রণ জানান। জেনারেল আইয়ুব খান তাকে মেহমানদারী করার ফাঁকে প্রস্তাবিত বিলটি জাতীয় পরিষদে পেশ না করার জন্য আকারে ইংগিতে শাসিয়ে দেন। সেই সাথে এর বিরোধিতা করার জন্য মহিলাদেরকে উস্‌কিয়ে দেন। কিন্তু তীব্র বিরোধিতার মুখেও জনাব খান বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। এসময় আইয়ুব খানের লেলিয়ে দেয়া 'আপওয়া' বাহিনীর উগ্র আধুনিক মহিলারা পিন্ডি, লাহোর ও করাচীতে জনাব খানের কুশ পুত্তলিকা দাহ করে। অবশ্য পাশাপাশি সারাদেশ থেকে জনাব আব্বাস আলী খানের নিকট অজস্র অভিনন্দন বার্তাও আসতে থাকে।

স্বৈরাচারী আইয়ুব বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী দলগুলো 'কপ', 'পিডিএম' এবং 'ডাক' নামে যেসব জোট গঠন করেছিল, তিনি ছিলেন এ জোটগুলোর অন্যতম নেতা। ১৯৬৯ সালের আইয়ুব বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জনাব আব্বাস আলী খান ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান মন্ত্রী সভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকার জনাব খানকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এ সময়ে তিনি দু'বছর কারাভোগ করেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পুনরুজ্জীবনে জনাব আব্বাস আলী খান

১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সংবিধানে ধর্ম-ভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষিত করার পর থেকে ১৯৭৯ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রকাশ্যে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মে ঢাকার হোটেল ইডেনে আয়োজিত এক রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকাশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকার রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল ঘোষণা করার ফলেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে এ দেশে নতুনভাবে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করার সুযোগ পায়। রাজনৈতিক দল বিধি বাতিল করার কয়েকমাস পূর্বে জামায়াত উক্ত দল বিধি অনুযায়ী বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে কর্ম তৎপরতা শুরু করার জন্য মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সরকারের নিকট আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু সরকার নানা অজুহাতে সম্মতি দেয়নি। হোটেল ইডেনের সমেলনে জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর ও জনাব শামসুর রহমানকে সেক্রেটারী জেনারেল করে জামায়াতে ইসলামীর কাজ শুরু হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নতুনভাবে বাংলাদেশে কাজ শুরু করার পেছনে মরহুম আব্বাস আলী খান বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

১৯৭২ সাল থেকে '৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর জামায়াতে ইসলামী রাজনৈতিক ময়দানে অনুপস্থিত থাকার কারণে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট ও ধর্মনিরপেক্ষবাদী ভারতপন্থীরা একতরফাভাবে নানা অপপ্রচার চালিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। এমনি একটি বৈরী পরিবেশে কঠিন পরিস্থিতিতে জনাব আব্বাস আলী খানকে জামায়াতের হাল ধরতে হয়েছিল। তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনসহ সভা-সমাবেশে যুক্তিপূর্ণভাবে জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করে আল্লাহর মেহেরবাণীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন।

ইসলামী বিপ্লবের ৭ দফা গণ দাবী ঘোষণা

মরহুম আব্বাস আলী খান ১৯৮০ সালের ৭ই ডিসেম্বর ঢাকা মহানগরীর রমনা গ্রীণে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ইসলামী বিপ্লবের সাতদফা গণদাবী ঘোষণা করেন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ভূমিকা পালন

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে তদানিন্তন বিরোধী দলগুলোর সমন্বয়ে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট) গড়ে উঠে, তিনি তার অন্যতম নেতা ছিলেন। এরও আগে সকল বিরোধী দল

www.pathagar.com

নিয়ে গঠিত 'কপ' (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও তিনি একজন ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিপরীতে 'কপ'-এর প্রার্থী মিস্ ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচারণাকালে রাজশাহী বিভাগে মিস্ জিন্নার একাধিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। পি.ডি.এম-এর আন্দোলনের পর আরো বৃহত্তম রূপ নিয়ে গঠিত 'ডাক' (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি) যে আন্দোলন সৃষ্টি করে তাই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। ডাক এর শরীকদল জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে জনাব খান এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলে তিনি তার একজন সংগ্রামী কর্ণধার ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে ৮২ থেকে ৯০ সাল পর্যন্ত নয় বছরের যুগপৎ আন্দোলনে তিনি নির্ভীক ভূমিকা পালন করেন। তিনিই জামায়াতের গণআন্দোলন কর্মসূচী, কেয়ার-টেকার সরকারের দাবীতে আন্দোলনের ঘোষণা দেন এবং পরবর্তীতে কেয়ারটেকার সরকার গঠনদাবী সকলের গণদাবীতে পরিণত হয় এবং সর্বশেষে ১৯৯৬ সালে পার্লামেন্টে কেয়ারটেকার সরকার গঠন পদ্ধতি আইন হিসাবে পাস হয়।

আন্তর্জাতিক ভূমিকা

জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ জননেতা। দেশে বিদেশে ব্যাপক সফর থেকে তিনি মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। অবিভক্ত ভারতে কোলকাতায় মরহুম শেরে বাংলার অধীনে সরকারী দায়িত্ব পালনকালে তাঁর সাথে এবং পরবর্তীকালে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীত্ব কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরে তিনি ব্যাপক সফর করেন এবং তৎকালীন ভারতের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগের সুযোগ লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে জনাব খান যোগদান করেন এবং সউদী আরবের বিভিন্ন শহর সফর করেন।

জনাব খান ১৯৭৫ সালে হজ্বব্রত পালন করেন এবং ১৯৭৮ সালে ওমরাহ পালন করেন। এ উপলক্ষে পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফ, রিয়াদ, দাহরান, জেদ্দা, তায়েফ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ব্যাপকভাবে সফরের মাধ্যমে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা ও ব্যক্তিত্বের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের সুযোগ লাভ করেন।

www.pathagar.com

তিনি কুয়েত সফর করেন ১৯৭৮ সালে। ১৯৭৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ফেডারেশ নঅব ষ্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন্স (IIFSO)-এর আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি মালয়েশিয়া ও সিংগাপুর গমন করেন। ফেডারেশন অফ ষ্টুডেন্টস ইসলামিক সোসাইটি (FOSIS)-এর আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি ১৯৮৪ সালে বৃটেন সফর করেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন ও ফ্রান্সের বিভিন্ন শহর ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে ভাষণ দান করেন।

সেবামূলক কাজ

মানুষের প্রতি ভালবাসা ও দুঃস্থ মানবতার প্রতি দায়িত্ববোধের কারণে সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের সাথে তিনি আগাগোড়াই জড়িত ছিলেন। শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণের পেছনে তার এ মনোভাবই বেশী সক্রিয় ছিল। শিশুরা যাতে ছোট বেলা থেকেই আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে সুযোগ পায় সেজন্য জয়পুরহাটে তিনি একটি আদর্শ আবাসিক স্কুল স্থাপন করেন।

বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, অগ্নিকান্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনাব খান সর্বদাই দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের কল্যাণে যথাসাধ্য ভূমিকা পালনের চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে বহুক্ষেত্রেই তিনি দুর্গত মানুষের মাঝে স্বহস্তে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছেন। উড়ির চরের জলোচ্ছ্বাসের পরপরই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ত্রাণ সামগ্রীসহ সেখানে পৌছান।

ভাষা ও সাহিত্য চর্চা

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রতি জনাব খানের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। আরবী ভাষা তিনি সুন্দরভাবে লিখতে পারতেন। বাংলা, ইংরেজী ও উর্দু ভাষায়ও তাঁর দখল ছিল এবং এসব ভাষায় বক্তৃতায় তিনি ছিলেন সাবলীল। অতি ব্যস্ততা সত্ত্বেও জনাব খান গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের কাজ করে গিয়েছেন নিরলসভাবে। আত্ম-স্মৃতিচারণ মূলক তাঁর গ্রন্থ 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' শুধু সুখপাঠ্যই নয়, তদানিন্তন সমাজের একটা দর্পনও বটে। বিলেত সফরের উপর তাঁর লেখা 'যুক্তরাজ্যে একুশ দিন' এবং আমেরিকা-কানাডা সফরের উপর লেখা 'বিদেশে পঞ্চাশ দিন' যেমন উপভোগ্য তেমনি তথ্যবহুল ও শিক্ষণীয়। অনুবাদ ও মৌলিক রচনা

www.pathagar.com

মিলিয়ে জনাব আব্বাস আলী খানের প্রায় পঁয়ত্রিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া সমসাময়িক ও নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন। প্রকাশিত এমন নিবন্ধের সংখ্যা তাঁর অনেক। তিনি অনেক ছোট গল্পের লেখক। তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। "বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস" তার এমনি একটি রচনা।

জনাব আব্বাস আলী খানের রচিত গ্রন্থাবলী

১. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস
২. জামায়াতে ইসলামীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস
৪. মাওলানা মওদূদী ঃ একটি জীবন, একটি ইতিহাস, একটি আন্দোলন
৫. আলেমে দ্বীন মাওলানা মওদূদী
৬. মাওলানা মওদূদীর বহুমুখী অবদান
৭. মৃত্যু যবনিকার ওপারে
৮. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাঙ্ক্ষিত মান
৯. ঈমানের দাবী
১০. ইসলাম ও জাহেলিয়াতের চিরন্তন দ্বন্দ্ব
১১. একটি আদর্শবাদী দলের পতনের কারণঃ তার থেকে বাঁচার উপায়
১২. ইসলামী বিপ্লব একটি পরিপূর্ণ নৈতিক বিপ্লব
১৩. সমাজতন্ত্র ও শ্রমিক
১৪. MUSLIM UMMAH
১৫. স্মৃতি সাগরের ঢেউ
১৬. বিদেশে পঞ্চাশ দিন
১৭. যুক্তরাজ্যে একুশ দিন
১৮. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী
১৯. ইসলামী আন্দোলন ও তার দাবী
২০. দেশের বাইরে কিছুদিন

জনাব আব্বাস আলী খানের অনূদিত গ্রন্থাবলী

২১. পর্দা ও ইসলাম
২২. সীরাতে সরওয়ারে আলম (২-৫খণ্ড)
২৩. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং (সহ-অনুবাদ)

www.pathagar.com

২৪. বিকালের আসর
২৫. আদর্শ মানব
২৬. ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
২৭. জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্রের ভিত্তি
২৮. ইসলামী অর্থনীতি (সহ-অনুবাদ)
২৯. ইসরা ও মিরাজের মর্মকথা
৩০. মুসলমানদের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের কর্মসূচী
৩১. একটি ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার
৩২. পর্দার বিধান
৩৩. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ
৩৪. আসান ফিকাহ (১-২ খণ্ড)
৩৫. তাসাউফ ও মাওলানা মওদূদী

আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চা

রাজনীতি, সাহিত্য চর্চা, সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন প্রভৃতি নানা কাজের সাথে জড়িত থাকলেও আধ্যাত্মিক চর্চার মাধ্যমে মানসিক বিকাশের প্রতি তিনি সমান গুরুত্ব দান করতেন। ফুরফুরার পীর হযরত মাওলানা আবদুল হাই সিদ্দিকী মরহুমের অধীনে আট বছর তিনি তাসাউফের চর্চা করেন।

তাছাড়া তিনি কমবেশী সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বও পালন করেন। প্রায় তিন যুগ ধরে তিনি জয়পুরহাট শহরের বৃহত্তম ঈদের জামায়াতের ইমাম ছিলেন। সব মিলিয়ে জনাব আব্বাস আলী খান ছিলেন একজন পূর্ণ মানুষ হবার প্রয়াসী। একাধারে বহু গুণের অপূর্ব সমন্বয় ছিল তাঁর মধ্যে।

ইন্তেকাল

৩রা অক্টোবর ১৯৯৯ সাল, বেলা ১-২৫ মিনিটে এ মহান শিক্ষক একমাত্র কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে গেলেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জয়পুরহাট জেলা শহরের প্রশস্থ রাজপথ ঘেঁষে তার বাড়ির আঙ্গিনায় তাঁকে দাফন করা হয়। কবরের কাছে রয়েছে তাঁর নিজ হাতে গড়া ইসলামী পাঠাগার।

❐

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

—একজন জ্ঞান তাপস ব্যক্তি

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ১৯১২ সালে বরিশাল জিলার মেহেন্দিগঞ্জের অন্তর্গত দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি দাদপুরেই শুরু করেন। শৈশবকাল থেকেই বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণের অদম্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে তিনি নিজ পরিমন্ডল থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন। কিছুদিন তিনি ভোলা ও কুমিল্লা মাদরাসায় পড়েছেন। মনের মত পরিবেশ তিনি শেষ পর্যন্ত সিলেটে পেয়েছেন। সেখান থেকে তিনি মাদরাসার উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষার দিকেও মনোযোগী হয়ে নিজ মেধায় অতি অল্প সময়ে তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং সিলেট এম. সি কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছেন প্রাইভেট ছাত্র হিসেবে। সব পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। অতপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বরিশাল বি.এম. কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আরবীতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন কৃতিতেব্ব সাথে।

কর্মজীবন

মাদরাসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার সাথে সাথে বরিশালের বি.এম. কলেজে চাকুরী লাভ করেন ১৯৪৭ সালে। ছয় বছর তিনি এ কলেজে একজন পরোপকারী এবং সার্থক শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। ছাত্রদের কল্যাণের জন্য তিনি আপোষহীন সংগ্রাম করেছেন। এ সময় সমাজের নানাবিধ কল্যাণকর কর্মকাণ্ডে তিনি জড়িত ছিলেন। কলেজের গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন ও বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আওয়ামী যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে ইসলামের খেদমতের জন্য চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৫২ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে অংশ নেন।

অতপর বরিশালের কর্মময় জীবন শেষ করে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে তিনি তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজে যোগ দেন। এ সময় তিনি জামায়াতে ইসলামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংগঠনে যোগ দেন। জামায়াতে ইসলামী তখন পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র কাজ শুরু করে। তিনি জামায়াতের নিষ্ঠাবান কর্মী ও নেতা হিসাবে এ ভূখণ্ডে ইসলামের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। সারা বাংলাদেশে সফর করে সাংগঠনিক কাজ করেছেন। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালে জামায়াত নিষিদ্ধ করে নেতাদের জেলে পুরলে তখন তিনিও কারাবরণ করেন হাসিমুখে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি জামায়াতের কাজ করে গেছেন- আপোষহীন একজন কর্মী হিসেবে।

সমাজ সেবা ও সাহিত্য কর্ম

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে তিনি দীর্ঘদিন নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রেখেছেন। ঢাকাস্থ কাঁটাবনে বাংলাদেশ মসজিদ মিশন কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি বিরাট অবদান রেখেছেন। বর্তমান কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্সের তিনিই ছিলেন রূপকার এবং এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। উল্লেখ্য তিনি প্রায় একযুগ বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সভাপতি হিসাবে দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

রাবেতা আলমে আল ইসলামের সদস্য হিসাবে প্রতি বছর সৌদী বাদশাহের মেহমান হয়ে মক্কায় কনফারেন্সে যোগ দিতেন। মক্কা ভিত্তিক Supreme Council of World Mosques-এর সদস্য ছিলেন। তিনি সৌদী আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও চীন ভ্রমণ করেছেন এবং হজ্জব্রত পালন করেছেন। বাংলাদেশের বহু মসজিদের উন্নয়নের জন্য তাঁর প্রচুর অবদান রয়েছে। নিজ জেলা বরিশালে তিনি একটি মাদরাসা স্থাপন করেছেন।

তিনি বায়তুল মোকাররম কেন্দ্রীয় মসজিদে দীর্ঘ পনের বছর কুরআনের তাফসীর করেছেন। এ জ্ঞান তাপস চিরজীবন জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত

www.pathagar.com

ছিলেন। নিজের বাসভূমিতে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশাল লাইব্রেরী গড়ে তুলেছেন। তার লেখা দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে—আদর্শ মানুষ ও আধ্যাত্মিক মানস। এখনো তাঁর বহু লেখা রয়েছে অপ্রকাশিত।

বৈবাহিক জীবন

তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, অনাড়ম্বর এবং সুশৃংখল। ১৯৪৭ সালে কর্মজীবন শুরু করার সাথে সাথে এক সম্ভ্রান্ত ঐতিহ্যবাহী পরিবারে বরিশালের প্রথম গ্রাজুয়েট এক মেয়ের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

পার্থিব জীবনের দিকে লক্ষ্য না করে আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি অনাড়ম্বর, সরল ও সাদাসিধে জীবন-যাপন করেছেন এবং কুরআন-হাদীসের চর্চা নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

ইন্তেকাল

জ্ঞান গবেষক ও সাধক, বিশিষ্ট মুফাস্‌সিরে কুরআন ও ইসলামী চিন্তাবিদ, একনিষ্ঠ দায়ী' ইলাল্লাহ মাওলানা অধ্যাপক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন ২০০৩ সালের ৩রা জুলাই মীরপুরস্থ নিজ বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

❐

www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম

—এক চিন্তাশীল লেখক, গবেষক ও সংগঠক

"মুসলিম জাতির দীর্ঘ এক অনুভূত প্রয়োজন পূরণে যার সাধনা ও মনীষা সার্থকভাবে নিয়োজিত হয় তিনি মাওলানা আবদুর রহীম। মাওলানা আবদুর রহীম শুধু যুগ-জিজ্ঞাসার ব্যাপারে অসামান্য সচেতনতার পরিচয়ই দেননি, এসব জিজ্ঞাসার জবাব সন্ধানে আমৃত্যু তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। একদিকে কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য ইসলামী ক্লাসিক্স, অন্যদিকে আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতন্ত্র, ধর্ম ও মতবাদ প্রভৃতি গবেষণায় অক্লান্ত পরিশ্রম মরহুম মাওলানাকে ইসলামী মনীষার ক্ষেত্রে এক যুগনায়কে পরিণত করে তুলে। তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অসামান্য মনীষা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন তা আধুনিক শিক্ষিত সমাজের জন্যও রীতিমত বিস্ময়কর। আমাদের সাম্প্রতিক ইতিহাসে মাওলানা আবদুর রহীমের এ পাণ্ডিত্যের সত্যিই কোন তুলনা হয় না। যে কোন বিষয়ে যে কোন মুহূর্তে অনর্গল সারগর্ভ বক্তৃতা দানের যেমন তার ক্ষমতা ছিল, তেমনি ইসলামের যে কোন বিষয়ে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই একটানা লিখে যেতে পারতেন তিনি।"

–(অধ্যাপক আবদুল গফুর, সোনার বাংলা)

এ ক্ষণজন্মা ব্যক্তি ১৯১৮ সালের ২৫ জানুয়ারী মোতাবেক ১৩২৫ সালের ৬ মাঘ পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানার অন্তর্গত শিয়ালকাঠী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম হাজী খবির উদ্দিন, মাতার নাম আকলিমুন্নিছা।

শিক্ষা জীবন

মাওলানা আবদুর রহীম নিজ বাড়ীর ইবতেদায়ী মাদরাসা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করার পর ছারছীনা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৯৩৮ সালে আলিম পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

অতপর কোলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকে ১৯৪০ সালে ফাযিল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে ১ম শ্রেণীতে কামিল ডিগ্রি লাভ করে মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন উপাধিতে ভূষিত হন এবং কোলকাতা আলিয়া মাদরাসার পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে ১৯৪৩ ও ৪৫ সাল

www.pathagar.com

এ দু' বছরের জন্যে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত হন।

কর্মজীবন

১৯৪৫ সালের শেষ দিকে একটি স্বাধীন পেশা (কাপড়ের ব্যবসা) গ্রহণের মাধ্যমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে ব্যবসা ছেড়ে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। প্রথমে পিরোজপুরের কেউন্দিয়া মাদরাসায় এবং পরে রঘুনাথপুর সিনিয়র মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৪৫ সালে কোলকাতার মুহাম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম নামে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহায়তায় এক বিশাল উলামা সম্মেলনে যোগদানের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। 'ইসলাম যে নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'—এ দেশে আলেম-ওলামাদের মধ্যে যখন এ ধারণা ছিল না, যখন ইসলামী রাজনীতি করা নাজায়েয মনে করা হতো—ঠিক ঐ সময় এ ভূখণ্ডে মাওলানা আবদুর রহীম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সমাজ জীবনে কায়েমের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে শেষভাগে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সালে রুকনিয়াত লাভ করেন। অতপর বাংলা ও আসাম অঞ্চলে জামায়াতে ইসলামীর ভিত্তি স্থাপনে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেন। ১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামী লাহোরস্থ কেন্দ্রীয় অফিস থেকে ঢাকায় জামায়াতের সেক্রেটারী হিসেবে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে এ অঞ্চলের প্রথম নির্বাচিত আমীর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সুদীর্ঘ ১৩ বছর এক টানা পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বরে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তীতে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৬ সালের নবগঠিত ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগের ভাইস চেয়ারম্যান ও ১৯৭৭ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, জামায়াত তখন আইডিএল-এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কাজ করতো। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে এমপি হিসেবে নির্বাচিত এবং

www.pathagar.com

আইডিএল-এর সংসদীয় দলের প্রধান হিসেবে মনোনীত হন। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর আইডিএল-এর নাম পরিবর্তন করে ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নাম ধারণ করা হয় এবং এই দলের তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

১৯৮১ সালে মরহুম হাফেজী হুজুরের নেতৃত্বে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামে যে মোর্চা হয় তার অন্যতম নেতা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (র)।

লেখক হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীম

মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম ছিলেন একজন অসাধারণ লেখক। লেখক হিসেবে ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন তাতে চিরদিন ইতিহাসের পাতায় তিনি অম্লান হয়ে থাকবেন। ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডারে তার চিন্তা, গবেষণা ও রচনার জন্য তিনি থাকবেন অমর হয়ে। তিনি একদিকে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর তাফহীমুল কুরআনসহ ছোট-বড় বহু বই উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। অন্যদিকে ইসলামী মৌল তত্ত্ব থেকে শুরু করে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, মনোবিজ্ঞান, এছাড়াও আধুনিক যুগের বিভিন্ন মতবাদ ও মুসলিম সমাজের সমস্যাবলী নিয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখ্য যে, আল্লামা ইউসুফ কারযাভীর ফিকহুজ্জাকাত নামক দুই খণ্ড বৃহৎ গ্রন্থ ও আবদুল কাদের আওদা ও মুহাম্মদ কুতুবের দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এ সবগুলোই বাংলাভাষী লোকদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। তার মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ১। কালেমা তাইয়্যেবা ২। সুন্নাত ও বিদয়াত ৩। ইসলামী অর্থনীতি ৪। কম্যুনিজম ও ইসলাম ৫। আজকের চিন্তাধারা ৬। বিবর্তন ও সৃষ্টি তত্ত্ব ৭। মহাসত্যের সন্ধানে ৮। পরিবার ও পারিবারিক জীবন ৯। হাদীস সংকলনের ইতিহাস ১০। আল কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ ইত্যাদি। তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার ছিল নিজস্ব একটি বিশাল লাইব্রেরী। তিনি লাইব্রেরীতে বসে চিন্তা, লেখা ও গবেষণায় কেমন গভীরভাবে নিমগ্ন থাকতেন, তা চোখে না দেখে থাকলে কেউ চিন্তা করতে পারবে না। চরম কোলাহলও তার ধ্যান ভাঙ্গাতে পারতো না। লেখা থেকে পারতো না নিবৃত্ত করতে।

www.pathagar.com

নিম্নে তার প্রকাশিত বইয়ের তালিকা থেকেই তার পাণ্ডিত্য সহজে অনুমান করা যেতে পারে।

১. কালেমায়ে তাইয়্যেবা (১৯৫০)
২. ইসলামী রাজনীতির ভূমিকা (১৯৫২)
৩. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (১৯৫৩)
৪. কমিউনিজম ও ইসলাম (১৯৫৪)
৫. ইসলামী সমাজে মজুরের অধিকার (১৯৫৪)
৬. ইসলামের অর্থনীতি (১৯৫৬)
৭. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা (১৯৬০)
৮. সমাজতন্ত্র ও ইসলাম (১৯৬২)
৯. সূরাহ ফাতিহার তাফসীর (১৯৬৩)
১০. হাদীস শরীফ ঃ প্রথম খণ্ড (১৯৬৪)
১১. পাক-চীন বন্ধুত্বের স্বরূপ (১৯৬৬)
১২. অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ইসলাম (১৯৬৬)
১৩. তওহীদের তত্ত্বকথা (১৯৬৭)
১৪. সুন্নাত ও বিদআত (১৯৬৭)
১৫. হাদীস শরীফ ঃ ২য় খণ্ড (১৯৬৭)
১৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস (১৯৬৯)
১৭. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ইসলামী সমাজ (১৯৬৯)
১৮. অর্থনৈতিক সুবিচার ও হযরত মুহাম্মদ (স.) (১৯৭০)
১৯. খিলাফতে রাশেদা (১৯৭৪)
২০. হাদীস শরীফ ঃ ৩য় খণ্ড (১৯৭৫)
২১. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম (১৯৭৬)
২২. আসহাবে কাহাফের কিস্‌সা (১৯৭৬)
২৩. মহাসত্যের সন্ধানে (১৯৭৭)
২৪. চরিত্র গঠনে ইসলাম (১৯৭৭)
২৫. বিবর্তনবাদ ও সৃষ্টিতত্ত্ব (১৯৭৭)
২৬. উমর ইবনে আবদুল আজিজ (১৯৭৭)
২৭. নারী (১৯৭৮)
২৮. জিহাদের তাৎপর্য (১৯৭৮)
২৯. ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন (১৯৭৯)
৩০. ইসলামের দৃষ্টিতে বিজ্ঞান (১৯৭৯)
৩১. খোদাকে অস্বীকার করা হচ্ছে কেন ? (১৯৮০)

www.pathagar.com

৩২. আজকের চিন্তাধারা (১৯৮০)
৩৩. আল-কুরআনের আলোকে উন্নত জীবনের আদর্শ (১৯৮০)
৩৪. ইসলাম ঐক্যের দিকদর্শন (১৯৮১)
৩৫. পরিবার ও পারিবারিক জীবন (১৯৮৩)
৩৬. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি (১৯৮৫)
৩৭. ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা (১৯৮৫)
৩৮. সুদমুক্ত অর্থনীতি (১৯৮৬)
৩৯. ইসলামে জিহাদ (১৯৮৬)
৪০. আল্লাহ্‌র হক বান্দাহ্‌র হক (১৯৮৮)
৪১. আল-কুরআনের আলোকে শির্‌ক ও তাওহীদ (১৯৮৮)
৪২. আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার (১৯৮৮)
৪৩. রসূলুল্লাহর বিপ্লবী দাওয়াত (১৯৮৮)
৪৪. বিজ্ঞান ও জীবন বিধান (১৯৮৮)
৪৫. ইসলামী সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা (১৯৮৯)
৪৬. অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম (১৯৯১)
৪৭. আল-কুরআনের আলোকে নবুয়্যাত ও রিসালাত (১৯৯২)
৪৮. ইসলামী শরীয়াতের উৎস (১৯৯৪)
৪৯. শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি (১৯৯৮)
৫০. গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব (২০০০)
৫১. প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য
৫২. ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা
৫৩. হজ্বের দর্শন ও ইতিহাস
৫৪. শাহ্ ওলিউল্লাহ্ দেহ্‌লভীর সমাজ দর্শন
৫৫. ইসলামের দৃষ্টিতে জাতি ও জাতীয়তাবাদ (২০০৫)
৫৬. দাসপ্রথা ও ইসলাম
৫৭. যুগজিজ্ঞাসার জবাব (২০০৪)
৫৮. যাকাত (২০০২)
৫৯. ইতিহাস বিজ্ঞান
৬০. স্রষ্টা ও সৃষ্টিতত্ত্ব
৬১. ইসলামের নীতিদর্শন (২০০১)
৬২. শিল্প ও শান্তি (২০০৪)
৬৩. বাংলাদেশের মুসলমানরা মজলুম এবং মাহরূম
৬৪. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য
৬৫. নারী ও আধুনিক চিন্তাধারা

www.pathagar.com

৬৬. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও শূরাই নিজাম
৬৭. এ দেশের মুসলমানরা ধ্বংসের মুখোমুখি কেন ?

উর্দূ থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলী

১. তাফহীমূল কুরআন (১৯ খণ্ডে সমাপ্ত) ১ম খণ্ড (১৯৫৮)
২. ইসলামের জীবন পদ্ধতি (১৯৪৯)
৩. ঈমানের হাকীকত (১৯৫০)
৪. ইসলামের হাকীকত (১৯৫০)
৫. নামায-রোজার হাকীকত (১৯৫০)
৬. যাকাতের হাকীকত (১৯৫১)
৭. অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান (১৯৫২)
৮. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি (১৯৫৩)
৯. একমাত্র ধর্ম (১৯৫৩)
১০. হজ্বের হাকীকত (১৯৫৪)
১১. ইসলামী দাওয়াত ও কর্মনীতি (১৯৫৪)
১২. আমাদের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যা (১৯৫৪)
১৩. মুসলমানদের অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যত কর্মসূচী (১৯৫৪)
১৪. ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন (১৯৫৪)
১৫. কাদিয়ানী সমস্যা (১৯৫৪)
১৬. আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ (১৯৫৫)
১৭. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ (১৯৫৫)
১৮. ইসলাম ও জাহেলিয়াত (১৯৫৫)
১৯. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি (১৯৫৫)
২০. ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ (১৯৫৭)
২১. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাষ্টব্যবস্থা (১৯৫৭)
২২. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ (১৯৬০)
২৩. মুসলিম সমাজ গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা (১৯৭৭)
২৪. জিহাদের হাকীকত
২৫. ইসলামী রাষ্ট্র
২৬. ইসলামী বিপ্লবের পথ।

আরবী থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলী

১. ইসলামের যাকাত বিধান ১ম খণ্ড (১৯৮২)
২. ইসলামের যাকাত বিধান ২য় খণ্ড (১৯৮৩)

www.pathagar.com

৩. ইসলামে হালাল-হারামের বিধান (১৯৮৪)
৪. আহ্‌কামুল কুরআন (জাস্‌সাস্‌) (১৯৮৮)
৫. দ্বীন ইসলামের বৈশিষ্ট্য
৬. ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা
৭. মুসলিম জাতির উত্থান-পতন ও পুনরুত্থান
৮. কিতাবুত্‌ তাওহীদ
৯. বিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়াত
১০. আল জিহাদুল আকবর (ইমাম খোমেনী রচিত)
১১. আল হুকুমাতুল ইসলামিয়াহ্‌ (ইমাম খোমেনী রচিত)

সমাজসেবা

মাওলানা আবদুর রহীম (র) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের সময় কাউখালী ও ভাণ্ডারিয়া এলাকার দুঃস্থ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এছাড়া দেশের প্রতিটি দুর্যোগপূর্ণ সময়ে রিলিফ বিতরণের মাধ্যমে দুঃস্থ মানুষের সেবা প্রদান ও ভান্ডারিয়া থানায় রাবেতা আলম আল-ইসলামের সহায়তায় একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করেন।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কর্মতৎপরতা

মাওলানা আবদুর রহীম (র) ১৯৫৬ সালে সাপ্তাহিক 'জাহানে নও' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৬৭ সালের পর থেকে ১৯৮১ সাল অবধি আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ও বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যুরো প্রতিষ্ঠা এবং এ সংস্থাগুলোর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ থেকে মক্কা ভিত্তিক রাবেতা আলমে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা পরিষদের একমাত্র সদস্য ছিলেন এবং রাবেতার শরীয়া বিভাগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৭ সালে প্রথম বিশ্ব ইসলামী শিক্ষা-সম্মেলনে, ১৯৭৮ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ইসলামী দাওয়াত সম্মেলনে, ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত রাবেতার প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিজরী সম্মেলনে এবং ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের করাচীতে অনুষ্ঠিত স্কলার্স সম্মেলনে যোগদান করেন।

www.pathagar.com

বৈবাহিক জীবন

১৯৪১ সালে ছারছীনার পীর হযরত নেসার উদ্দীন আহমদের প্রথম খলীফা দক্ষিণ বঙ্গের বিশিষ্ট পীর ভাণ্ডারিয়া থানার তেলিখালী নিবাসী মরহুম হযরত মুজাফফর উদ্দীন তালুকদারের কনিষ্ঠ কন্যা মুসাম্মাত খায়রুন নিসার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। তাদের ৮ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান।

ইন্তেকাল

ইসলামী আন্দোলনের এ বিশাল ও মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৮৭ সালের ১ অক্টোবর ঢাকার রাশমনো ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

শেষ কথা

মাওলানার রচনাবলী নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই এবং এ পথে কিভাবে চলতে পারা যায় এবং এ আদর্শের আলোকে কিভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন করা যায় সেই বিষয়ে তার চিন্তাধারা ছিল সক্রিয়। আর এ নিয়েই তিনি জামায়াতে ইসলামীতে জীবনের শুরুতেই যোগদান করে ইসলামী সাহিত্য অনুবাদ, রচনা ও গবেষণা সেই সাথে সংগঠন পরিচালনায় ওতপ্রোতভাবে নিজকে জড়িত করেছিলেন। ১৯৭৯ সালের মে মাসে ইডেন হোটেলে এক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-জামায়াতের স্থায়ী ৪-দফা কর্মসূচী অনুযায়ী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি আই.ডি.এল-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

মাস দু'এক পর আই.ডি.এল-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে জামায়াতের ৪র্থ দফা (রাজনৈতিক দফা) আই.ডি.এল.-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হোক এবং জামায়াতের কর্মসূচী তিন দফায় সীমাবদ্ধ থাকুক।

এ ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। কেন্দ্রীয় শূরা ঐ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। মাওলানা শূরার ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে সংবিধান মোতাবেক তার রুকনিয়াত বাতিল হয়ে যায়।

www.pathagar.com

অবশ্য মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম কখনো ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাননি। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন নামে তিনি তাঁর কর্মসূচী আমৃত্যু চালিয়ে যান।

www.pathagar.com

মরহুম জনাব আবদুল খালেক

—একজন দক্ষ সংগঠক

প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করা তেমন একটা সম্ভব হয়নি অথচ তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী সাহিত্যে যার ছিল গভীর পাণ্ডিত্য, যিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ সংগঠক এবং যিনি নিজে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা পালনে ছিলেন অভ্যস্ত, অপরকে পালন করানোর জন্য ছিলেন কঠোর হস্ত, একজন দক্ষ প্রশাসক, লেখক এবং যুক্তি নির্ভর বাগ্মী, যার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছিলেন তিনি হলেন জনাব আবদুল খালেক।

জনাব আবদুল খালেক সাহেব তাঁর চাকুরী জীবনে বসকে কিভাবে নামাজে অভ্যস্ত করে তুলেছেন তা লিখেছেনঃ "ইন্সপেক্টর মহসীন আলী সাহেব কখনও ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন না, বেলা প্রায় ৮-০০ টার সময় জেগে উঠাই ছিল তার অভ্যাস। তিনি ফজর বাদে অন্যান্য ওয়াক্তের নামায পড়তে রাযী হলেন। তিনি আরও জানালেন যে ফজরে তার ঘুম ভাঙ্গতে পারে যদি চা-পান করানোর ব্যবস্থা করা যায়। আমি তাই করলাম, শেষ রাত্রিতে উঠে চা তৈরী করে তাঁকে ডাকলাম, স্যার চা তৈরী হয়েছে, উঠে চা পান করুন। তিনি উঠলেন, চা পান করলেন এবং ফজরের জামায়াতে শামিল হলেন, এভাবেই তাকে নামাযে অভ্যস্ত করা গেল।"

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব আবদুল খালেক ১৯২১ সালে কুমিল্লা জিলার কসবা থানার অন্তর্গত আখাউড়া রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খুব ধর্মভীরু মানুষ। নিজ বাড়ীতে মুন্সীজির কাছে তিনি আরবী পড়া শুরু করেন। অতপর তিনি কিছুদিন হাফেযী পড়েন। এ অবস্থায় তিনি নিজ গ্রামের এক স্কুলে ভর্তি হন এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে জিনিস পত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য চাউলের মণ যেখানে স্বাভাবিক ছিল ৪/৫ টাকা সেখানে বেড়ে

www.pathagar.com

গিয়েছিল ১০/১৫ টাকা। এছাড়া তার ছোট ভাই পড়াশুনা করতো তাই বাধ্য হয়ে এ দুর্মূল্যের বাজারে ১০ টাকা মাসিক বেতনে গ্রামের স্কুলে তাকে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালের ২৮ মে ৬০/- টাকা মাসিক বেতনে সামরিক বাহিনীতে চাকুরী নেন। অতপর ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি খাদ্য বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে ঢাকা বিভাগের কমিশনার অফিসে চাকুরী নেন। এ সময় ঢাকায় অবস্থানকালে মাওলানা মওদূদী (র)-এর রচনাবলীর সাথে পরিচিত হন এবং মনোযোগ সহকারে তা অধ্যয়ন করেন। একই বছরের শেষ দিকে জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক হিসাবে কাজ শুরু করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও তাঁর রাজনৈতিক জীবন

১৯৫২ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর কাজ মাত্র শুরু হয়। তখন নবাবপুর রোডের ২০৫ নং বিল্ডিং-এ জামায়াতের দপ্তর ছিল এবং কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল ছিলেন চৌধুরী আলী আহামদ খান। উল্লেখ্য সে সময় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের একজন ছিলেন। তখন ইসলামী সাহিত্য প্রায় সবগুলি ছিল উর্দূতে। জনাব আবদুল খালেক ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য উর্দূ ভাষা শিখেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ইসলামী আন্দোলনের সুস্পট ধারণা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হন। মরহুম জনাব আবদুল খালেক মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের কাছে অনুমতি নিয়ে ছিদ্দিক বাজারে সর্বপ্রথম বাঙালীদের নিয়ে একটি ইউনিট কায়েম করেন। তারই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এ এলাকায় ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটে। মাত্র এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে জামায়াতের রুকন হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে জামায়াতের প্রতিনিধি হিসাবে উত্তরবঙ্গে তিনি রিলিফ ওয়ার্কে যান। রিলিফ ওয়ার্কের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে খুব সুনাম অর্জন করেন। উল্লেখ্য এ বছরই তিনি গাইবান্ধায় জামায়াতের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হন এবং জনগণের খুব কাছাকাছি গিয়ে দায়ী' ইলাল্লাহ হিসাবে তার ভূমিকা পালনের সুযোগ পান।

জনাব আবদুল খালেক সাহেব কোন মাদরাসাতে না পড়েও কুরআন এবং হাদীস বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। মূলত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর তাফসীর তাফহীমুল কুরআন এবং ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তিনি এক বিরাট ইসলামী চিন্তাবিদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। তিনি অত্যন্ত যৌক্তিক ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায়

www.pathagar.com

দারসুল কুরআন পেশ করতেন যা মানুষকে অনুপ্রাণিত করতো। চিন্তার ক্ষেত্রে নাড়া দিতো। ইসলামের বিভিন্ন দিক চমৎকারভাবে বক্তব্য পেশ করতেন, যা শ্রোতাদের অন্তর জয় করতো।

অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব লিখেছেন, "রংপুর কারমাইকেল কলেজের টিসার্স কমনরুমে একবার জনাব আবদুল খালেককে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। কলেজের অধ্যাপকগণই শ্রোতা ছিলেন। বক্তব্য রাখার পর প্রায় আধাঘন্টা পর্যন্ত অধ্যাপকগণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। পরে অধ্যাপকগণ আমার কাছে জানতে চাইলেন, কোন্ বিষয়ে তিনি ডিগ্রি নিয়েছেন। আমি যখন বললাম যে তার কোন ডিগ্রি নাই, তখন প্রশ্নকর্তারা হতবাক হয়ে মন্তব্য করলেন। অধ্যাপকদের উপর অধ্যাপনা করে গেলেন অথচ তাঁর কোন ডিগ্রি নাই। এটা অসম্ভব কথা।" উল্লেখ্য যে, ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়ার কারণে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)-এর তাফহীমুল কুরআন এবং ইসলামী সাহিত্য অনেক ডিগ্রিহীন ব্যক্তিকেও ইসলামী জ্ঞান অর্জনে সক্ষম করে তুলেছে এবং ইসলামী চিন্তাবিদে উন্নীত করেছে। উল্লেখ্য যে, জনাব আবদুল খালেক ১৯৫৭ সালে চট্টগ্রাম বিভাগের আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও যোগ্য সংগঠক ও প্রশাসক। কঠোর শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ছিল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যুক্তিনির্ভর একজন বাগ্মী ছিলেন তিনি। তিনি এত সুন্দরভাবে দারসুল কুরআন পেশ করতে পারতেন যে, অনেক উচ্চ শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও সম্মোহিত হয়ে যেতো। হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারতেন—তার আবেদন। যে কোন বিষয়ে তার জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যও শ্রোতাদের আকর্ষণ করতো। উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী করে তাকে ঢাকায় আনা হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন, "ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক শিক্ষা আমি তার কাছে পাই এবং তার দারসে কুরআন আমাকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে।"

বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি একবার জামায়াতের আমীর হিসেবে নির্বাচিত হন। এছাড়াও পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং জামায়াতের কাজকে সুসংগঠিত করেন।

www.pathagar.com

লেখক হিসেবে

জনাব আবদুল খালেক সাহিত্যিক হিসেবেও উচ্চমানের অধিকারী ছিলেন। তিনি কয়েকটি বইও অনুবাদ করেছেন।

'আজব দেশ' শিরোনামে তার একটি রম্য রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ইহুদী চক্রান্ত তার আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

তিনি দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদকের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে পালন করেছেন। তিনি দৈনিক সংগ্রামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন এবং সম্পাদকীয়ও লিখতেন। উল্লেখ্য, তিনি বেশ দ্রুত লিখতে পারতেন।

তিনি ছিলেন বহুবিধ জ্ঞানের অধিকারী। একাধারে একজন দক্ষ সংগঠক ও ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর মনটা ছিল খুবই কোমল।

ইন্তেকাল

ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ এ অগ্রপথিক ১৯৭৯ সালে মাত্র কয়েক দিনের অসুস্থতায় ৫৯ বছর বয়সে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বছর দুই আগে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেছেন। তাদের ৫ ছেলে।

❐

www.pathagar.com

মরহুম মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ

—একজন সাহসী দায়ী' ইলাল্লাহ

এ ভূখণ্ডে ইসলামী আন্দোলনের যারা স্থপতি তাদের মধ্যে আলহাজ্জ মরহুম মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ অন্যতম। পাকিস্তান আমল থেকেই তিনি প্রথম সারির একজন নেতা হিসাবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর কঠিন পরিবেশে তিনি জামায়াতের কাজ সংগঠিত করেছেন। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে যখন জাহাজের সারেং হওয়ার জন্য কাউকে পাওয়া দুষ্কর ছিল—তখন যে কয়জন এগিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তিনি অন্যতম একজন।

জন্ম ও শিক্ষা

মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ ১৯২৮ সালে লক্ষ্মীপুর জিলার লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাঞ্ছানগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্জ মরহুম মুহাম্মদ রৌশন আলী পণ্ডিত। তাঁর পিতা একজন সুপরিচিত ব্যক্তি এবং লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি লক্ষ্মীপুর হাই মাদরাসা, দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসা, বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঈদগাহ, বহু মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং জেলা জজকোর্টে জুরার ছিলেন। লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন ইসলামী কাজে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা ছিল এবং পাকিস্তান স্বাধীনতা-আন্দোলনে মুসলিম লীগার হিসাবে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন।

আলহাজ্জ মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ প্রাথমিক শিক্ষা যোগ্য পিতার সান্নিধ্যে থেকে বাঞ্ছানগর গ্রামেই শেষ করেন। অতপর ১৯৫০ সালে ৯ম স্থান অধিকার করে হাই মাদরাসা পাস করেন এবং ১৯৫২ সালে চতুর্দশ স্থান লাভ করে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন এবং একই কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে বি.এ. পাস করেন। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য অতপর তিনি বি.এড ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

কর্মজীবন

মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি পালপাড়া হাইস্কুল, মান্দারী হাইস্কুল এবং লক্ষ্মীপুর এইচ. এ. সামাদ একাডেমীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতাপগ হাইস্কুলের ইংরেজী শিক্ষক এবং চন্দ্রগঞ্জ হাইস্কুলের অতিরিক্ত প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৬৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে

www.pathagar.com

অবসর গ্রহণ করেন। একজন শিক্ষক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর অনেক ছাত্র সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

শফিক উল্লাহ ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর ইউনিটের বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র লীগের নেতা ছিলেন এবং ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬১ সালে সদস্য (রুকনিয়াত) লাভ করেন। তিনি ১৯৬১-৬৭ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের প্রাদেশিক মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীর ছিলেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি প্রাদেশিক লেবার সেক্রেটারী এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জামায়াতের নির্বাচন পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য এক সময় তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

মুহাম্মাদ শফিক উল্লাহ ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং পার্লামেন্টে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৩ মাস কারাবরণ করেন।

সমাজ সেবা

মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ বহুবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত। তিনি মসজিদ, মাদরাসা, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি লক্ষ্মীপুর জামেয়া কাসেমীয়া আলীয়া মাদরাসার সহ-সভাপতি ছিলেন। দারুল আমান ট্রাস্টের তিনি সভাপতি ছিলেন। তিনি দারুল আমান এতিমখানা ও

www.pathagar.com

মাদরাসার পরিচালক এবং হায়দরগঞ্জ (রায়পুর থানা) রহমতে আলম আলীয়া মাদরাসা ট্রাস্টের সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং লক্ষ্মীপুর কলেজ, লক্ষ্মীপুর এইচ.এ সামাদ একাডেমী, লক্ষ্মীপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারী করেন। জনাব শফিক উল্লাহ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে দিয়ে লক্ষ্মীপুর থানাকে মহকুমায় উন্নীত করেন। তিনি এম.পি থাকা অবস্থায় তারই উদ্যোগে রামগতি-লক্ষ্মীপুর পঞ্চাশ কি.মি রাস্তা পাকা এবং লক্ষ্মীপুর হেড কোয়ার্টার-এর সাথে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের সংযোগ রাস্তা ও পুল তৈরী করা হয়। এছাড়াও তার সময়ে বহু জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হয়।

সাহিত্য কর্ম

তিনি একজন সুলেখক। কয়েকটি বইও লেখেছেন। তার লিখিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ জাগো মুসলিম জাগো, বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ, একটি আদর্শ পরিবার (তিন হিজরত, তিন শাহাদাত), আদর্শিক চেতনার বিকাশ, জ্ঞানের আলো ইত্যাদি। উল্লেখ্য, জামায়াতে ইসলামী দশ বছরের ইতিহাস বর্তমানে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

দেশ ভ্রমণ

জনাব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ দু'বার হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি পাকিস্তান ও লন্ডন সফর করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি বিবাহিত এবং তাদের ৫ ছেলে ৩ মেয়ে।

ইন্তেকাল

২০০৫ সালের ২৩ আগস্ট রোজ মঙ্গলবার সকাল ৬-৩০ মিনিটে মগবাজারের বাসায় বাথ রুমে গিয়ে হঠাৎ পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান এবং এ অজ্ঞান অবস্থায় তাৎক্ষণিক তাকে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উপস্থিত ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এ আকস্মিক ইন্তেকালের মধ্য দিয়ে একজন সাহসী দায়ী ইলাল্লাহর ইহলোকিক জীবনের অবসান ঘটে।

www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা আবদুল গফুর

—এক বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন ও দায়ী' ইলাল্লাহ

মাওলানা আবদুল গফুর একজন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন। এদেশে ইসলামী আন্দোলনে যারা প্রথম পর্যায়ে শরীক হয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে মাওলানা আবদুল গফুর অন্যতম একজন। তিনি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম এক অগ্রপথিক।

মাওলানা আবদুল গফুর একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ১৯৫২ সালে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে হাদীস বিভাগে কামিল পাস করেন। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মোঃ ইউসুফের একজন ঘনিষ্ট সহপাঠী।

১৯৫৪ সালে মরহুম আবদুল খালেক যখন গাইবান্ধা সফর করেন তখন তার কাছ থেকে তিনি জামায়াতের দাওয়াত পান এবং জামায়াতে ইসলামীতে শরীক হন। এর আগে ছাত্র অবস্থায় তিনি জমিয়তে তালাবায়ে আরাবীয়ার সাথে জড়িত ছিলেন। যতদুর জানা যায় ১৯৫৬ সালে তিনি জামায়াতের রুকনিয়াত লাভ করেন। অতপর সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে একটানা ১৬ বছর বৃহত্তর রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া রাজশাহী বিভাগীয় আমীর ও সেক্রেটারী হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

গাইবান্ধা নতুন জেলা হওয়ার পর তিনি গাইবান্ধা জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, এদেশে দ্বীন কায়েমে নিবেদিত প্রাণ এ নেতা দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ২০০২ সালের ৬ অক্টোবর ভোর ৪-৩০ গাইবান্ধা শহরের নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য।

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী

—জ্ঞান সাধক এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী ফরিদপুর জেলার প্রত্যন্ত এলাকা বড়খায়েরদিয়া গ্রামে সাইয়্যেদ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। আলিম, ফাযিল এবং কামিল প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। উল্লেখ্য যে, কামিল পরীক্ষায় তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ১০ম স্থান অধিকার করেন।

ছাত্র অঙ্গনে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন এবং এ-ভূখণ্ডে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সর্বপ্রথম নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য যে ১৯৫৪ সালে জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সিরাজগঞ্জে সক্রিয়ভাবে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। এরপর ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে ঢাকায় চলে আসেন এবং তখনই তাঁকে সভাপতি ও ব্যারিস্টার কোরবান আলীকে সেক্রেটারী করে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পাস করেন। ১৯৫৮ সালে আইয়ূব খান সামরিক আইন জারি করলে তিনি করোটিয়া কলেজে অধ্যাপনার চাকুরী নিয়ে টাঙ্গাইলে চলে যান এবং বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী ছিলেন গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ তথা ইসলামী বিষয়াদী এবং আধুনিক জ্ঞান গবেষণায় তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ছাত্র জীবনে তাঁরই প্রেরণায় মাওলানা আবদুস সোবহান এমপি, ব্যারিস্টার কোরবান আলীর মত ব্যক্তিত্ব নিজেদের মধ্যে আরবীতে কথাবার্তার প্রচলন করেন। তিনি তাঁর অনেক সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরকে ইসলামী আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক একেএম নাজির আহমদসহ আজকের ইসলামী আন্দোলনের অনেক নেতৃত্ব এবং সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও সাধনার ফসল। সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী ইসলামী জীবন যাপনে কঠোর নিয়ম পালন করে চলতেন। কোন শরয়ী ব্যাপারে

www.pathagar.com

তাহ্কীক করা ছাড়া এক পা অগ্রসর হতেন না। ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মিছিল করা, ইসলামী সংস্কৃতির নামে গান করা, নাটক মঞ্চায়ন করা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাহকীক করে মতামত দিতেন। তিনি সব সময়ে পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর ছিল সুবৃহৎ লাইব্রেরী যেখানে তিনি সবসময় অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। উল্লেখ্য মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম (র)-এর পরে কুরআন হাদীসে গভীর জ্ঞানের অধিকারী জামায়াতে ইসলামীতে কাউকে আমি আর দেখিনি। আজও দেখছি না। ১৯৭৯ সালের একসময় আমি সংগ্রাম বিল্ডিং-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে পরিবারসহ থাকতাম। তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় একজন দায়িত্বশীল হিসাবে দ্বিতীয় তলায় থাকতেন। প্রতিদিন শেষ রাত্রে আমি তাঁকে দেখেছি বারান্দা দিয়ে পায়চারী করতে এবং সেই সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে। আজও আমি ও আমার স্ত্রীর মানসপটে জ্বলজ্বল করে সেটা ভাসে। ১৯৮৩ সালে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তিনি ইসলামী ব্যাংক শরীয়া কাউন্সিলের সদস্য-সচিব নিযুক্ত হন। সে সময়ে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন সেটা অবিস্মরণীয়।

জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা, পরিচালনা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রেখে গেছেন। তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তারবিয়াত সেক্রেটারী, দারুল আরাবিয়া ও দারুল ইফতার চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক সময় জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাওলানা জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী ছিলেন একজন প্রচার বিমুখ ব্যক্তিত্ব। মঞ্চের একজন নেপথ্য নায়ক। মঞ্চে যারা আসে তাদেরকে দেখা যায় কিন্তু মঞ্চের পেছনে যারা থাকে, যাদের সাধনা ও শ্রম দিয়ে মঞ্চ তৈরী করা হয় তারা থাকে সব সময় অন্তরালেই। মাওলানা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীর জীবন ছিল তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পুনরুজ্জীবনের জন্য যে কনভেনশন আহবান করা হয়, সেই কনভেনশন আয়োজন প্রস্তুতি কমিটির তিনি ছিলেন আহবায়ক।

ফরিদপুরের নিজ বাড়ীর জমিজমা বিক্রি করে মাওলানা ঢাকা চলে আসেন। কিন্তু ঢাকার জৌলষপূর্ণ জীবন তাঁকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই তিনি ঢাকায় চলে এসেও সাধারণ পরিবেশে পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য ঢাকা থেকে দূরে দক্ষিণখানে নন্দা গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ী

www.pathagar.com

কিনে সেখানে বসবাস শুরু করেন। নিজ বাড়ীর পার্শ্বে গড়ে তুলেন একটি মসজিদ।

১৯৯২ সাল। যতদূর মনে পড়ে বেলা ১১টা হবে আমার টেবিলের ডান পার্শ্বে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী সাহেব বসে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন ইসলামী ব্যাংকের শরীয়া কাউন্সিলের মিটিং আছে সেখানে যাচ্ছি। এই বলে উঠে গেলেন। সালাম জানিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম। ২টার দিকে টেলিফোন পেলাম শরীয়া কাউন্সিলের বৈঠক শেষে সিঁড়ি দিয়ে নামার শুরুতেই তিনি পড়ে যান এবং ষ্ট্রোক করে তৎক্ষণাৎ চেতনা হারিয়ে ফেলেন। হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তারগণ জানান ব্রেন হেমোরেজ হয়েছে। চেতনা আর ফিরেনি। অবশেষে ১৯৯২ সালের ৭ জুন ইবনে সিনা হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। নিজ বাড়ীর মসজিদের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

জনাব সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলী ও বেগম মোহাম্মদ আলীর ৩ ছেলে ও ৪ মেয়ে। উল্লেখ্য যে সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী একজন বিদুষী শিক্ষিতা মহিলা। তার স্ত্রীর নাম সাইয়্যেদা সাদেকা খাতুন তিনি রংপুরের প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব অধ্যক্ষ পীর শাহ্ রুহুল ইসলাম সাহেবের ভগ্নি।

আল্লাহ আমাদের এ শ্রদ্ধেয় নেতা প্রিয় ভাই মরহুম সাইয়্যেদ মোহাম্মদ আলীকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন।

❐

www.pathagar.com

মরহুম ডাঃ আই. এ. খান

—সত্যের সংগ্রামে নিবেদিত একটি প্রাণ

(১ নভেম্বর ১৯৮০ সালে দিনাজপুর জেলার আমীর ডাঃ আই.এ. খান ইন্তেকাল করার পর তদানিন্তন জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব শামসুর রহমান তার জানাযায় যোগদানের জন্য দিনাজপুর গমন করেন। সাথে ছিলেন জামায়াতের তদানিন্তন প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম। ঢাকায় ফিরে অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম উত্তরাঞ্চলের এই বিশিষ্ট ইসলামী আন্দোলনের নেতা ডাঃ আই.এ.খান সম্পর্কে একটি লেখা লিখেন। তা ১৯৮০ সালে ১৭ নভেম্বর দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাটির আংশিক এ গ্রন্থে প্রকাশিত হলো।)

উত্তরবঙ্গের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী, প্রখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ, প্যাথোলজিট ও রেডিওলজিট, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও দিনাজপুর জেলা জামায়াতের আমীর ডাঃ আই. এ. খান এম.বি.বি.এস আর আমাদের মাঝে নেই। দুনিয়ার এই কোলাহলময় পরিবেশ থেকে চির বিদায় নিয়ে তিনি চলে গেছেন পরপারে। রেখে গেছেন তার কর্মফল। ইসলামী আন্দোলনের এক মর্দে মুজাহিদ তাঁর কর্মের মাঝে যে অমর হয়ে রইলেন তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহান বাণীরই প্রতিধ্বনি "তোমরা তাদের মৃত বলো না যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে—তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা জান না।" ডাঃ আই.এ.খান আজ আমাদের মাঝে যেন তারই বাস্তব প্রতীক।

ডাঃ আই.এ. খান ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে এক শুক্রবারের শুভলগ্নে দিনাজপুর জেলার বোদা থানার পাঠান পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে ঠাকুরগাঁও হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এস.সি কোর্স শেষ করে তিনি ১৯৪৮ সালে মোমেনশাহী মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। ১৯৫২ সালে তিনি সেখান থেকে এল.এম.এফ পাস করেন। তিনি তিন বছর রংপুর ও দিনাজ পুর জেলা বোর্ডের অধীন চাকুরী করেন। ডাঃ খান ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে এম.বি.বি.এস কোর্স সমাধা করেন।

১৯৫৯ সালে তিনি সাবেক মন্ত্রী জনাব হাসান আলী এম.এ · এল.এল.বি (এডভোকেট) সাহেবের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন।

www.pathagar.com

ডাঃ খান-এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করার পর চক্ষু বিশেষজ্ঞ হিসেবে দিনাজপুর শহরেই চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। তিনি প্যাথোলজি এবং রেডিওলজিতেও প্রশিক্ষণ নেন। একাধারে চক্ষু বিশেষজ্ঞ, প্যাথোলজিস্ট, রেডিওলোজিস্ট ও চিকিৎসক হিসেবে তিনি বেশ সুনাম অর্জন করেন।

তার মন ছিল মানবতার সেবায় পাগল। তাই তো তিনি মানবতার সেবার পথই বেছে নিয়েছিলেন পেশার মাধ্যমে। কিন্তু এতে তার মন তৃপ্ত হয়নি। তাই তিনি বৃহত্তর পরিসরে সমাজ সেবার কাজেও জড়িয়ে পড়লেন। সমাজসেবী হিসেবে সুনাম ছড়িয়ে পড়লো তাঁর চারদিকে।

তিনি গড়ে তুললেন দিনাজপুরের বালুবাড়ী শাহী মসজিদ। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দিনাজপুর অন্ধ কল্যাণ সমিতি গড়ে উঠে। তিনি ছিলেন দিনাজপুর বালিকা আলিয়া মাদরাসার সভাপতি, মহিলা কলেজের উদ্যোক্তা ও গভর্ণিং বডির একজন সদস্য, জেলা মসজিদ মিশনের সহসভাপতি, বালুবাড়ী ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের সভাপতি, দিনাজপুর ইসলামিক একাডেমীর সহসভাপতি, হাফেজিয়া মাদরাসা ও দিনাজপুর নূরজাহান আলিয়া মাদরাসার কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য। তিনি শাহী মসজিদেরও সভাপতি ছিলেন। তাঁরই অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দিনাজপুরে অন্ধকল্যাণ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং ২য় বারের মতোও তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি বাংলাদেশ অন্ধকল্যাণ সমিতিরও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এমনিভাবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন তিনি।

কিন্তু এত সব করেও মানব কল্যাণে পাগলপারা মন তার স্বস্তি পায়নি। তিনি খুঁজে ফিরছিলেন আরো কল্যাণ, আরো কোন সত্যের সন্ধানে।

তাই তো তার মনে সকলের অলক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সৃষ্টি হয় এক অদম্য আকর্ষণ। আর সেই কারণেই আজকের বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী আন্দোলনের মহানায়ক মরহুম মাওলানা মওদূদী (র) ১৯৬৩ সালে যখন দিনাজপুর পৌঁছেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ডাঃ খানই নিজস্ব গাড়ী নিয়ে এগিয়ে যান তাকে স্বাগত জানানোর জন্য। ঐ ভাবে কারো দাওয়াত ছাড়াই এদেশের ইসলামী আন্দোলনের সংগঠন জামায়াতের প্রতি তাঁর গড়ে উঠে প্রগাঢ় ভালবাসা। এরই মধ্যে সন্ধান পান তাঁর বহু কাঙ্ক্ষিত বস্তুর। পরবর্তীতে নিজকে বিলিয়ে দেন এ সংগঠনে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে উপনির্বাচনে জাতীয় পরিষদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এরপর দীর্ঘ ১৮ মাস তিনি কারাভোগ করেন। জেলখানায় বসে বসে তিনি কুরআনের দারস শুনতেন এবং নিজেও বক্তৃতা করতেন। সর্বদা পড়াশুনায় থাকতেন মশগুল। এমনিভাবে তিনি প্রবল আগ্রহভরে ইসলামের জ্ঞান লাভ করতে থাকেন। পড়াশুনার অদম্য আকাঙ্ক্ষাই জ্ঞান পিপাসু ডাঃ খানকে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

কারাগার থেকে বের হয়ে আসার পর তিনি সক্রিয়ভাবে ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং দিনাজপুর শহরের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে রুকনীয়াত লাভ করেন এবং জেলা আমীর হিসেবে নির্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি দিনাজপুর জেলা আমীর ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডাঃ খান ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার পর থেকে তাঁর নিজস্ব ব্যবসার দিকে আর তেমন কোন খেয়াল ছিল না। প্রখ্যাত চিকিৎসক হয়েও তিনি তাঁর ব্যবসার প্রতি মন ও সময় দিতে পারেননি।

তাই আস্তে আস্তে তাঁর ব্যবসা খারাপ হতে থাকে। দারিদ্র্যতা চেপে বসে ঘাড়ে। কিন্তু তিনি দমেননি—এসব বাধায় বাধা প্রাপ্ত না হয়ে—আরো দ্বিগুণ গতিতে এগুচ্ছিলেন সামনের দিকে। বন্ধুরা তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলতেন, "এভাবে জীবনটাকে সমাজ সেবা ও ইসলামের কাজে ব্যয় না করে—এ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করো।"

তিনি উত্তরে বলতেন তাঁর সামনে তিনটি পথ খোলা আছে ঃ (১) হয় এ ধর্মত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে হবে (২) নতুবা এমন এক ইসলামী রাষ্ট্রে হিজরত করতে হবে যেখানে আন্দোলনের কাজে কোন সমস্যা থাকবে না (৩) অথবা যত বাধা, যত দুর্যোগ, যত বিপত্তিই যত কঠিন অবস্থাই আসুক এখানেই থেকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে হবে। আর আমি এ তৃতীয় পথটাই বেছে নিয়েছি। এই ছিল তার দৃঢ় প্রত্যয়, মর্দে মুজাহিদের ঈমানী বল।

জামায়াত কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলতেন, "দিনাজপুর জেলার ২৮ লাখ লোক—এদের প্রত্যেকের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পৌছাতে হবে। এমন কেউ যেন না থাকে যার কাছে জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছেনি। এতদ উদ্দেশে তিনি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছিলেন এবং এ পর্যন্ত দশ লাখ লোকের কাছে চিঠির মাধ্যমে জামায়াতের দাওয়াত পৌছিয়েছেন।

www.pathagar.com

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে সব আত্মীয়-স্বজনকে তিনি বাড়ীতে দাওয়াত করে খাইয়েছেন এবং সেইখানে সকলের কাছে জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছিয়ে বলেছেন, "আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছালাম। আপনারা যেন আল্লাহর কাছে বলতে না পারেন যে, আমি আপনাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাইনি। আপনারা দাওয়াত গ্রহণ করুন এবং এই আন্দোলনে শরীক হন।

দিনাজপুর শহরে তার পাড়ার সব ছেলেদের এক মুড়ি পার্টিতে দাওয়াত দিয়ে সমবেত করেন। আপ্যায়ন করার পর তাদেরকেও দ্বীনের দাওয়াত দেন এবং বলেন তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলাম। তোমরা ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য এ দ্বীন গ্রহণ কর এবং এ পথে এগিয়ে এসো। এমনিভাবে তিনি দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন সকলের কাছে।

ইসলামী আন্দোলনের সেই মর্দে মুজাহিদ দিনাজপুর জেলা জামায়াতের কর্মী তথা দেশের সব জামায়াত কর্মীদের কাঁদিয়ে বিদায় নিয়েছেন পরপারে। কে জানতো যে এত শীঘ্র এ মর্দে মুজাহিদ আমাদের ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যাবেন। গত ২৮ অক্টোবর সোমবার পঞ্চগড়ের কাছে জামায়াতের এক কর্মী সম্মেলনে যোগদান করে যখন হাজী আবদুল আলী প্রধানসহ মোটর সাইকেলযোগে দিনাজপুরে প্রত্যাবর্তন করছিলেন পথিমধ্যে হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছিতে তারা আক্রান্ত হন। সহযাত্রী হাজী সাব বেঁচে আছেন। ডাঃ খান আর বেঁচে নেই। তিনি আর শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন না, প্রত্যাবর্তন করলেন সেই মহান আল্লাহর দিকে। যাবার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে তার মুখ দিয়ে শুধু বের হয়ে এলো—'ইন্নাস্ সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়াই ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।"

মুহূর্তে মর্দে মুজাহিদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সেদিনই দিনাজপুর শহরে তার লাশ আনা হয়। কয়েক হাজার লোক তার জানাযায় শরীক হন। রাত ৯টায় দিনাজপুর শেখ জাহাঙ্গীর গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।

ইসলামী আন্দোলনের কাজ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। চির অমর হয়ে রইলেন সকলের মাঝে। রইলেন সকলের জন্য অনুসরণ যোগ্য এক উদাহরণ হয়ে।" ওয়ালাতাকুলু লিমাইয়ুক্ব তালু ফি ছাবিলিল্লাহি আমওয়াত বাল আহইয়ায়ু ওয়ালা কিল্লাতাশ উরুন।

"যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত।"

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক

—দ্বীন কায়েমে নিবেদিত প্রাণ এক ব্যক্তি

জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন

অধ্যাপক আবদুল খালেক সাহেব ১৯৩০ সালে টাঙ্গাইলের ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী কাকুয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মোহাম্মদ আলী এবং মার নাম হালিমা বেগম। পাঁচ বোন দুই ভাই এদের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম এবং ভাইদের মধ্যে বড়।

মা ছিলেন তৎকালীন সময়ের শিক্ষিতা ও বিদুষী মহিলা। বাড়ীতে নিজ উদ্যোগে মক্তব চালাতেন এবং পাড়ার আত্মীয় ও অনাত্মীয় মহিলাদের নিয়ে পুঁথির আসর বসাতেন। মায়ের উৎসাহ এবং আগ্রহে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে জনাব আবদুল খালেক সাহেবের শিক্ষা জীবন শুরু হয়। তিনি যখন ক্লাস থ্রীতে পড়েন তখন তার মা ইন্তেকাল করেন। সংসারে শোকের ছায়া নেমে এলেও তিনি বোনদের উৎসাহে পড়াশোনায় অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে কাকুয়া হাই মাদরাসা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট, করটিয়া সাদত কলেজ থেকে ১৯৫৬ সালে ডিগ্রি এবং ডিগ্রি পাসের পর কিছুদিন একটা স্কুলে চাকুরী করেন। অতপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.এ পাস করেন। ১৯৬২ সালে টাঙ্গাইল জেলার সরকারী মুহাম্মদ আলী কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনা করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপক আবদুল খালেক ১৯৬৫ সালে জামায়াতের রুকন হন এবং একই বছর টাঙ্গাইল জেলা আমীর নিযুক্ত হন। ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি জেলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি চট্টগ্রামে ব্যবসা করেন এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। অতপর ১৯৭৯ সালে ঢাকা জেলা আমীর নিযুক্ত হন এবং ৮২ সাল পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সালে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী, পরবর্তীতে কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেয়া হয় এবং ২০০১ সালের ১লা ডিসেম্বর ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেন্দ্রে বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করেন। তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিটি, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী, নিরক্ষরদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ, গণশিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি দায়িত্ব দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে পালন করেন। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। এছাড়া কেন্দ্রীয় অডিও ভিজ্যুয়াল সেন্টারের সেক্রেটারী হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

তদানীন্তন পাকিস্তান আমলে বাস ধর্মঘট থাকার কারণে সুদূর টাঙ্গাইল থেকে ৬০ মাইল বাইসাইকেল চালিয়ে তিনি একদিন মোমেনশাহী জেলা সদরে সাংগঠনিক বৈঠকে হাজির হয়েছিলেন। এ রকম আরো অনেক অনুস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রয়েছে তার ইসলামী আন্দোলনী জীবনে।

অধ্যাপক আবদুল খালেক ছিলেন পরিশ্রমী, সাহসী এবং অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ মানুষ। তিনি মানুষকে যেভাবে আদর-যত্ন করে খাওয়াতেন তা ছিল অতুলনীয়। দ্বীন কায়েমের জন্য তিনি এক নিষ্ঠাবান নেতা ও কর্মী ছিলেন।

বৈবাহিক জীবন

অধ্যাপক আবদুল খালেক ১৯৫৮ সালে টাঙ্গাইল জেলার দাপনাজোর গ্রাম নিবাসী পুলিশ ইন্সপেক্টর আলহাজ্জ নাজিমুদ্দিনের কন্যা হামিদা বেগমকে বিয়ে করেন।

তাদের ৩ ছেলে ৪ মেয়ে। তার বড় মেয়ে নাজমুন্নাহার, মুহাম্মদপুর বাদশা ফয়সল ইন্সটিটিউট-এর শিক্ষিকা এবং বড় জামাতা খন্দকার আবদুল মোমেন দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, এশিয়ান ইউনিভার্সিটির পার্টটাইম প্রফেসর এবং ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রেক্ষণের সম্পাদক। ছোট মেয়ে নূরুন্নাহার লিমু, দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য মহিলা পাতার সহকারী।

ইন্তেকাল

এ মর্দে মুজাহিদ ২০০১ সালে ১লা ডিসেম্বর বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীউন)। ইয়া আল্লাহ এ মর্দে মুজাহিদকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

❐

www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

—তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এক যোগ্যতম ব্যক্তি

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ১৯৩৫ সালে চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার ধড্ডা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম ডাঃ ছলিমউদ্দিন।

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি সুহিলপুর ফাজিল মাদরাসায় ভর্তি হন এবং উক্ত মাদরাসা থেকে ১৯৫২ সালে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর গাজীপুরা কামিল মাদরাসা থেকে ১৯৫৪ সালে মেধাতালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে ফাজিল পাস করেন এবং ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৫৬ সালে ফিকহ্ বিভাগে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকার করে কামিল পাস করেন। অতপর শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন এবং ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম বিশিষ্ট মুফাস্সিরে কুরআন ও শিক্ষাবিদ এ.কিউ.এম. ছিফাতুল্লাহর ছিলেন একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁরই আহবানে মাওলানা নূরুল ইসলাম ১৯৫৬ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর মরহুম খুররম জাহ মুরাদ মাওলানা নূরুল ইসলামকে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের অফিস সম্পাদক নিযুক্ত করেন। অতি অল্প সময়ে তার যোগ্যতা এবং দক্ষতা প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ঢাকা মহানগরীর সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব ১৯৭১ পর্যন্ত পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা মহানগরীর আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করেন।

মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। আরবী, ইংরেজী, ফার্সী, উর্দু ও বাংলা ভাষার উপর তার অসাধারণ দখল ছিল। শেষ জীবনে তিনি সংযুক্ত আরব-আমীরাত দূতাবাসে দোভাষী হিসাবে কর্মরত ছিলেন। মাওলানা নূরুল ইসলাম শিক্ষা জীবন, কর্মজীবন এবং আন্দোলনী জীবন সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার ছাপ রেখে গেছেন।

www.pathagar.com

আমি এ পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে একত্রে কিছুদিন বসবাস করেছি। তিনি কোন দিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েননি। নিছক মাদরাসা পড়ুয়া একজন আলেম ছিলেন। অথচ তার ইংরেজী কথোপকথন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার পাণ্ডিত্য দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। এ পণ্ডিত ব্যক্তি ১৯৯৭ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন।।

❐

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

—একজন মাটির মানুষ

আজ ২০০৫ সাল থেকে ২৯ বছর আগে কেন্দ্রীয় ইউনিটে তদানীন্তন আমীরে জামায়াত মাওলানা আবদুর রহীম ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফসহ আমরা ৮ জন রুকন ছিলাম। অন্যরা হলেন জনাব আবদুল খালেক, জনাব বদরে আলম, মাষ্টার শফিকুল্লাহ, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী, জনাব আমিনুর রহমান মঞ্জু ও আমি মাযহারুল ইসলাম। (উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ইউনিটের রুকন সংখ্যা বর্তমানে ৯৬ জন, এর মধ্যে মহিলা ১৩জন)। প্রথম থেকেই অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে ছিলেন একজন। '৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং '৮৪ সাল থেকে অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রকাশনা বিভাগ, সফর সূচি প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় অফিস বিভাগসহ বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছিল তার উপর। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে নিরবে তার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন। সাংগঠনিক সিদ্ধান্তক্রমে আমাকে (গ্রন্থকারকে) কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। আর সেই সুবাদে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে আমার নিত্য দিনের নিবিড় সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা মরহুমের মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

গত দীর্ঘ ২৮ বছর যাদের সাথে একত্রে বৈঠক করেছি, সংগঠনের বিভিন্ন কাজ এক সাথে করেছি, তাদের অনেকেই আজ এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাআলার এটা অমোঘ বিধান যে, কেউই চিরদিন বাঁচবে না। আমি, আপনি সকলকেই এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। কুল্লু নাফসিন জায়িকাতুল মাওত—সকল মানুষই মরণশীল। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে—এ মৃত্যুগুলো আমি কাছ থেকে দেখেছি, কিংবা সর্বপ্রথম আমিই মৃত্যু সংবাদটি পেয়েছি এবং আপনজনদেরকে বেদনাদায়ক খবরটি পৌঁছিয়েছি। এটা যে কত বেদনাদায়ক তা ভুক্তভোগীরা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে মরমে মরমে উপলব্ধি করা কঠিন।

সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, অধ্যাপক ইউসুফ আলী গত ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ সালে

www.pathagar.com

ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩। সাংগঠনিক কাজে কুমিল্লার চান্দিনা থেকে ঢাকায় ফেরার পথে গুরুতরভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে চান্দিনা হাসপাতালে নেয়া হয়। কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তিনি তাঁর মাতা, স্ত্রী, দুই ভাই, পাঁচ ছেলে, চার মেয়ে ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও হিতাকাঙ্ক্ষী রেখে যান।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ছিলেন একজন নীরব, নিরলস, নিরহংকার ও নির্লোভ এবং নিবেদিত প্রাণ নেতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক মানুষ। ২৮ বছর বিভিন্ন অফিসিয়াল ও সাংগঠনিক কাজের সমন্বয় করার জন্য আমি তাঁর সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত ছিলাম। কিন্তু কোন সময় তাঁকে আমি রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। কোন জুনিয়র ব্যক্তি তাঁকে কোন কড়া কথা বললেও তাঁকে কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে দেখিনি। তিনি ছিলেন একজন মাটির মানুষ। ছাত্র জীবনে মাটির মানুষ দিয়ে বাক্য রচনা করেছি। বাস্তবে মাটির মানুষ দেখেছি অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবকে।

আমি নিজে কখনো কখনো কোন কোন সময় শক্ত কথা বলেছি—কিন্তু তাকে দেখেছি একদম শান্ত থাকতে। একদিন একজন জুনিয়র দায়িত্বশীল অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী সাহেবের সাথে কোন এক প্রসঙ্গে যেভাবে রূঢ় কথা বললেন, তিনি অনেক সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও কোন কথা না বলে একদম চুপচাপ থাকলেন। চোখে মুখে তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

'৮৫ সালের কোন একদিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, অধ্যাপক আবদুল খালেক (অধ্যাপক আবদুল খালেক ছিলেন আরেক মর্দে মুজাহিদ। তিনি ছিলেন তখন জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও জামায়াতের জাতীয় নির্বাচন পরিচালক) এবং আমি শেরপুর জিলার শ্রীবরদীতে যাই এক জনসভায়। শেরপুর থেকে শ্রীবরদীর মাঝামাঝি পথে গিয়ে বাস আর যাচ্ছিলো না। শুনলাম সামনে ব্রীজ ভেঙ্গে গেছে। সেখানে কোন রিকশাও নেই। আজ-কালের মত রাস্তাও তত উন্নত ছিল না। খুবই খারাপ রাস্তা। ব্যাগ পেটরা হাতে নিয়ে তিনি পায়ে হাঁটা শুরু করলেন। ব্যাগটা অন্য কাউকে তিনি নিতে দিলেন না।

কেন্দ্রীয় অফিসে এক সময় কোন গাড়ী ছিল না। '৭৭ সালের দিকে একটি মাত্র পুরানো মডেলের গাড়ি কেনা হয়। আগেই বলেছি দেশের

www.pathagar.com

রাস্তা ঘাট তখন উন্নত ছিলো না। আন্তঃজেলা এক্সপ্রেস ট্রেন ছিলনা। অত্যাধুনিক তো দূরের কথা, ডাইরেক্ট কোন বাস সার্ভিসও ছিল না। অথচ সে সময় নেতৃবৃন্দ যেভাবে বিভিন্ন জেলায় সফর করতেন—তা আজকের প্রেক্ষাপটে ভাবতে অনেকের কাছেই রূপকথার মতো লাগবে। শহরগুলোতে রিকশায় বা সাইকেলে চড়ে, মফস্বল এবং গ্রামগুলোতে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে তারা কাজ করেছেন। আন্দোলনের কাজকে সংগঠিত করেছেন। মগবাজার কেন্দ্রীয় অফিস থেকে তার বাসা ছিল দূরে। বাসা থেকে যেতে আসতে প্রায়ই গাড়ীর দরকার হতো। যেদিন গাড়ী পাওয়া যেতো না তিনি বেবী টেক্সীতে চলে আসতেন। বহুবার তিনি আমাকে বলেছেন যে, গাড়ী না থাকলে আমাকে একটু আগে জানাবেন, আমি রোডের বেবীতে চলে আসবো।

জন্ম ও শিক্ষা

গাজীপুর জিলার কালীগঞ্জ থানাধীন বড়গাঁও-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ (বর্তমানে কবি নজরুল কলেজ) থেকে ১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় চতুর্দশ স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৫৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতপর ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৬৩ সালে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

১৯৬৩ সালে অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাংবাদিক হিসেবে 'সাপ্তাহিক ইয়ং পাকিস্তানে' কাজ শুরু করেন। অতপর সাংবাদিকতা ছেড়ে ১৯৬৪ সালে মৌলভীবাজার ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর একই বছরে তিনি নরসিংদী ডিগ্রি কলেজে যোগদান করেন এবং ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপক ইউসুফ আলী প্রায় চার যুগ ধরে ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে শাহ আবদুল হান্নানের নিকট থেকে (বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সাবেক সচিব) সর্বপ্রথম ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। অতপর এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ খুররম জাহ্ মুরাদের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে যান এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়ে

www.pathagar.com

যায়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৫৯ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন। ১৯৬১-৬২ সেশনে ঢাকা মহানগরীর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি এবং পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ইসলামী ছাত্র সংঘের মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন।

ছাত্র জীবন শেষে তিনি ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং একই বছর জামায়াতের রুকন হন। ১৯৬৬-৬৭ সালে ঢাকা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর যুগ্ম সেক্রেটারী এবং ১৯৮৮ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর প্রকাশনী এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলা পরিচালনা বোর্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক প্রকাশনীর সাথেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সমাজসেবা

সমাজ কর্মী হিসেবে কালীগঞ্জ থানায় তিনি ছিলেন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন স্কুল, মাদরাসা ও ইয়াতিমখানার সাথে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, গাজীপুর ইসলামী ট্রাস্ট এবং কালীগঞ্জ আল-ইসলাহ ট্রাস্টের সভাপতি ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের বিখ্যাত মাদরাসা 'তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা' তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

লেখক হিসেবে

অধ্যাপক ইউসুফ আলী আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলনের সাথে সাথে লেখার কাজও করেছেন এবং বেশ কিছু বই লিখেছেন। তার মধ্যে- (১) অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম (২) মু'মিন জীবনের বৈশিষ্ট্য (৩) বাংলাদেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত (৪) ইসলামী আন্দোলনমুখী পরিবার গঠন (৫) ইসলামী আন্দোলনের জনশক্তির আত্মগঠন (৬) ইসলামী বিপ্লব সাধনে সংগঠন (৭) কুরআনের আলোকে মানব জীবন ও (৮) মু'মিনের পারিবারিক জীবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার লেখা বইগুলো খুবই সহজপাঠ্য।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ইউসুফ আলী ১৯৭৯ ও ১৯৮২ সালে দু'বার হজ্জব্রত পালন করেন। রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত করাচীতে আন্তর্জাতিক ইসলামিক অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের স্ত্রী ও ২ ছেলে জামায়াতের রুকন। তার দুই ছোট ভাই কৃষিবিদ ইদরীস আলী এবং কবি আসাদ বিন হাফিজও জামায়াতের রুকন।

www.pathagar.com

মরহুম মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন

—একজন নিরব সংগঠক

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন ১৯৪২ সালে বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার হাসানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁর পিতা হাফেজ নাজমুল হোসাইন—এলাকার আলেম হিসাবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর বাবার ক্ষুদ্র জীবনে মেঘনা নদীর করাল গ্রাসে তিন তিনবার ভিটেমাটি ভেংগে যায়। অভাবগ্রস্ত পিতা নিজে বহু কষ্ট করা সত্ত্বেও সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। মাহমুদ হোসাইন ছিলেন সন্তানদের মধ্যে বড়। ১৯৬২ সালে ছারছীনা আলীয়া মাদরাসা থেকে তিনি কামিল পাস করেন। এর পূর্বে তিনি নিজ গ্রামে হোগলটুরী সিনিয়র মাদরাসার ছাত্র ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন। এরপর তিনি এল.এল.বি.তে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাসে এম.এ. পাস করেন।

কর্মজীবন

তিনি ১৯৭৬ সালে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু করেন। অধ্যাপনার কাজ বাদ দিয়ে তিনি ১৯৭৮ সালে নারায়ণগঞ্জ শহরে আদর্শ একাডেমীতে ভাইস প্রিন্সিপ্যালের দায়িত্ব পালন শুরু করেন। এক বছর পর তিনি ১৯৭৯ সালে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে নিজ জেলা বরিশাল চলে যান।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই তিনি মাদরাসা ছাত্র আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ষাটের দশকে মাদরাসা ছাত্রদের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শামিল হবার জন্য সেই অজপাড়া গাঁয়ের গ্রামাঞ্চলের মাদরাসাগুলো থেকে ছাত্রদের সংগঠিত করে ঢাকা শহরের মিছিলে আসতেন। ফাজিল পাস করার পূর্বে এ উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকবার ঢাকায় আসেন। কামিলের ছাত্র থাকাকালীন ছারছীনা আলীয়ায় অধ্যয়ন করার কারণে তিনি এ আন্দোলনে সক্রিয় থাকতে পারেননি। ছাত্র জীবনেই

www.pathagar.com

কামিলে অধ্যয়নকালে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে জড়িত হন। উল্লেখ্য ছারছীনা মাদরাসা থেকে বেরিয়ে এসে বি.এম. কলেজে ভর্তি হয়েই ছাত্র সংঘের আন্দোলনে তিনি সক্রিয় হয়ে পড়েন। ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্র সংঘ বরিশাল জেলার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে সংগঠনের কাজেই তিনি বরিশাল থেকে রংপুর চলে যান। সেই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে রংপুর শহরে ছাত্রদের মধ্যে আন্দোলনের কাজকে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে থাকেন।

ছাত্র জীবন শেষ করে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং সংগঠনের সিদ্ধান্তক্রমে তিনি নারায়ণগঞ্জ আদর্শ স্কুলের চাকুরী ছেড়ে বরিশাল চলে যান এবং নিজেকে দায়ী' ইলাল্লাহর কাজে নিয়োজিত করেন। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর বরিশাল জেলা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে তিনবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তি জীবনে মাওলানা মাহমুদ হোসাইন আল মামুন খুবই সাদাসিদা প্রকৃতির লোক ছিলেন। ১৯৭৪ সালে রংপুর শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করেন।

মরহুমের পরিবারের সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। মরহুমের ছোট ভাই জনাব আমিনুল ইসলামও ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত রয়েছেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারী।

সমাজ সেবা

জনাব মামুন বরিশাল আল হেরা সোসাইটির সভাপতি এবং হোসাইনিয়া মাদরাসার গভর্ণিং বডির সদস্যসহ বিভিন্ন মাদরাসা ও সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

ইন্তেকাল

জনাব মাহমুদ হুসাইন আল মামুন ১৯৯৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর টঙ্গীস্থ জামেয়া ইসলামীয়াতে কেন্দ্রীয় রুকন সম্মেলনে যাওয়ার জন্য বেডিংপত্র বেঁধে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়েন এবং হাসপাতালে নেয়ার পথে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। মৃত্যুর সময় তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও এক পুত্র রেখে যান।

❐

www.pathagar.com

মরহুম জনাব আবদুল গাফ্‌ফার

—নিবেদিত প্রাণ এক দায়ী' ইলাল্লাহ্

দুনিয়ার কোন আকর্ষণ যাকে টেনে ধরতে পারেনি, ধন-সম্পদের মালিক হয়েও যিনি ধন-সম্পদ থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আখিরাতের কাজকে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে অগ্রাধিকার দিতেন, প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও যিনি ছিলেন প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ এক ব্যক্তি, তিনি হলেন জনাব আবদুল গাফ্‌ফার।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব আবদুল গাফ্‌ফার বাংলা ১৩৪৫ সালের ১২ ফালগুন মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কোলাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাজী মোহাম্মদ তাজউদ্দিন এবং মাতার নাম মরহুমা রাবেয়া খাতুন। তিনি ১৯৫৭ সালে ২য় বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন।

কর্মজীবন

ম্যাট্রিক পাসের বছরেই কর্মজীবন শুরু করেন। এ বছরে বাবা, মা দু'জনই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই প্রচণ্ড দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন বিধায় বাবা-মা'র এ অবস্থায় ভালভাবে ম্যাট্রিক পাস করা সত্ত্বেও লেখাপড়ার চেয়ে বাবা-মা'র চিকিৎসায় আর্থিক অবদান রাখাকে বড় মনে করে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন আত্মীয় এবং বড় ভাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী শুরু করেন। অল্প সময়ের মাঝে নিজেই পরে ব্যবসা শুরু করেন।

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সমস্ত মূলধন এবং ব্যবসা খোয়া যায়। এ সময়ে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে এবং কষ্ট করে কোন রকমে দিনাতিপাত করেছেন। কষ্টের মধ্যেও তিনি ছিলেন অতিথিপরায়ণ মানুষ। নিজে দরিদ্র ছিলেন অথচ অপরকে সাহায্য করতেন। '৭৪ সালে আবার ঢাকার মিটফোর্ডে ব্যবসা শুরু করেন। কিন্তু ঐ বছরই ডিসেম্বরে অনেকের ন্যায় তিনিও আওয়ামী দুষ্কৃতকারীদের হাতে মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হন। কয়েকদিন যাবত মুমূর্ষু, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকার পর পুলিশ

www.pathagar.com

গ্রেফতার করে কারাগারে নিয়ে বিচার প্রক্রিয়ায় দেয়। পরে আদালতে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ অবস্থায় বেরিয়ে আসেন। চিকিৎসান্তে মোটামুটি সুস্থ হয়ে পুনরায় সাংগঠনিক কাজের পাশাপাশি ব্যবসা শুরু করেন। এ পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রামে নিজস্ব অফিস নিয়ে আন্তর্জাতিক সীপ ব্রেকিং ব্যবসা শুরু করে ব্যাপক সফল হন। 'আলফালাহ ট্রেডিং' নামে 'এ' ক্যাটাগরির সীপ ব্রেকিং ফার্মের মালিক ছিলেন। 'দুনিয়া, আখেরাত একই সাথে চলে না' এ নীতিকথা তাঁর মুখে সারাক্ষণই শোনা যেত। বাস্তবেও তিনি আখেরাতের কাজকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে অগ্রাধিকার দিতেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে তাঁর অনুপস্থিতির কারণে ব্যবসায় বড় অংকের ক্ষতি হয় এবং ক্রমে ১৯৯১ সালে তাঁর 'আলফালাহ ট্রেডিং' সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বীনকেই একমাত্র জীবনোদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করলে কত সহজেই দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠাকে হাসিমুখে কুরবানি করা যায় তার একটি বাস্তব এবং বিরল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ব্যবসায়িক কাজে যশোর অবস্থানকালে ১৯৬৭ সালে যশোর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা আবুল খায়ের এবং প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ কুষ্টিয়া কলেজের দর্শনের অধ্যাপক জনাব উসমান রমজ ও জনাব আবদুল খালেকের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। দাওয়াত কবুল করে সংগঠনে আসার সাথে সাথেই তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। ঐ বছরই রুকন হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই বিভিন্ন স্তরে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। মিরপুর থানা, পরে মিরপুর-মোহাম্মদপুর জোনের দায়িত্বশীল, মহানগরীর বায়তুলমাল সম্পাদকের দায়িত্ব এবং পরে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সহ বিভিন্ন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য তিনি ১৯৮৬ সালে মোহাম্মদপুর-মিরপুর এলাকা থেকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

সাহিত্য কর্ম

তিনি একজন সু-লেখক। তাঁর লিখিত এবং প্রকাশিত বই-এর ৪টি বই হলো–১. মূর্তিপুজার ইতিকথা (মরহুম শেখ মুজিব সরকার কর্তৃক বাতিল ও বাজেয়াপ্তকৃত) ২. আউযুবিল্লাহর হাকীকত ৩. ভোটের ফযিলত

www.pathagar.com

৪. আলেমগণ নানামতে যেতে হবে নবীর পথে। এছাড়া ইসলাম ও রাজনীতি নামে একটি বই পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

সমাজসেবামূলক কাজ

সমাজ এবং সমাজের মানুষের সেবা করা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম নেশা। ব্যক্তিগতভাবে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবামূলক অনেক কাজ করেছেন। মিরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এছাড়াও অনেক স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয় সহায়তা করেছেন। সমাজ এবং জনগণের সেবার মাধ্যমে সকলের নিকট বিশেষ করে মিরপুর-মোহাম্মদপুর এলাকার মানুষের অত্যন্ত প্রিয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। জামায়াত নেতা হলেও তিনি ঐ এলাকার মানুষের নিকট 'পীর সাহেব' বলে পরিচিতি লাভ করেন।

তার দাওয়াতী কাজ

এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুরধার সম্পন্ন। তিনি তাঁর যুক্তির মাধ্যমে অনেক বিরোধী লোককে জামায়াতের দাওয়াত কবুল করাতে পেরেছেন। অনেক জটিল প্রশ্ন বা যুক্তি-তর্ক, বাহাসকে তিনি তাৎক্ষণিক অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে সমাধান দিতে পারতেন যাতে বিরোধীদের মুখ বন্ধ হয়ে যেত।

তাঁর ছিল অসাধারণ মুখস্থ শক্তি। তিনি বড় বড় কবিতা যে কোন সময় মুখস্থ বলতে পারতেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় দারসুল কুরআন পেশ করতেন এবং বক্তৃতা উপস্থাপন করতে পারতেন।

তিনি শালিস বিচারে দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। অনেকেই এ মন্তব্য করেছেন যে, "আমার জীবনে এ ধরনের দরবারি লোক দেখিনি।" তিনি সাংগঠনিক পরিমণ্ডলের বাহিরেও অনেক বড় বড় বিচার শালিসে ফায়সালা খুব সহজেই করে দিতেন। এমনকি অনেক আদালতে যাওয়ার মত বিষয় তাঁর কাছে এসে সহজে সমাধান হয়ে যেত। ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব বা ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বও তিনি মিটিয়ে দিতেন। আশ্চর্যের বিষয় যে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাদী-বিবাদী উভয়ই খুশি হয়ে যেত। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ম্যাট্রিক পাস হয়েও অনেক বিষয়ে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অর্থনীতির ছাত্র না হয়েও অর্থনীতির সেমিনারে বক্তব্য রাখার পর অনেকেই জানতে আগ্রহী হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনি কোথেকে

www.pathagar.com

অর্থনীতির উচ্চ ডিগ্রি নিয়েছেন ? উত্তরে "আমি শুধু ম্যাট্রিক পাস বললে তারা মন্তব্য করেন—আমাদেরকে আপনি (ম্যাট্রিক পাস হয়েও) শিশু বানিয়ে গেলেন।" উল্লেখ্য যে, মাদরাসায় কোনদিন পড়াশুনা না করেও তিনি ভাল আরবী ও উর্দু শিখেছিলেন।

বৈবাহিক অবস্থা

যশোর জেলার প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আবুল খায়ের যশোরীর ২য় মেয়ে হালিমা বেগমকে তিনি ১৯৬৯ সালে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী ঢাকা মহানগরীর একজন রুকন। তাদের ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে।

ইন্তেকাল

দ্বীনের এ খাদেম দীর্ঘ দিন রোগে ভোগার পর ১৯৯৯ সালের ২৮ জুলাই ভোর বেলায় ঢাকাস্থ বারডেম হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

❐

www.pathagar.com

মরহুম জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ

—কর্মমুখর এক জীবন

কর্ম চাঞ্চল্য, সৎ সাহস, পরিশ্রম প্রিয়তা, সাধনা এবং ইসলামী আন্দোলনের নিষ্ঠা মোহাম্মদ ইউনুছের ছিল প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বাহ্যত কড়া মনে হলেও তাঁর প্রাণ ছিল মানুষের দরদে ভরা। তাইতো তাঁর মৃত্যুর পরে অগণিত মানুষ চোখের পানিতে বুক ভাসিয়েছেন। নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও তিনি অন্যের সেবা করে গেছেন।

জন্ম ও শিক্ষা

মোহাম্মদ ইউনুছ ১৯৪৫ সালের ১৪ জুলাই ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত চম্পক নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম আবদুল বারী, মাতার নাম মরহুমা অজিফা খাতুন। মোহাম্মদ ইউনুছ বল্লভপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাইমারী পড়া-লেখা শেষ করে মীরেশ্বরাইয়ের মহাজনহাট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বি.এ পাস করেন।

কর্মজীবন

১৯৬৫ সালে তিনি আমিন জুট মিলস্-এ অতপর ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ লিঃ-এ চাকুরী করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং নিজস্ব উদ্যোগে রিদওয়ান এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলেন এবং বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত হন। উল্লেখ্য রিদওয়ান তাঁর ছোট ছেলের নাম। একই সাথে ৮০র দশকে তিনি বাংলাদেশে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা সহ যাবতীয় ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। তিনি কখনও ছিলেন ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী চেয়ারম্যান, কখনও ছিলেন পরিচালনা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, কখনও ছিলেন শুধু পরিচালক। তাঁর চিন্তা চেতনায় ছিল ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে কি করে সুদমুক্ত ব্যাংক ও অর্থনীতি এদেশে প্রতিষ্ঠা করা যায়।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ ১৯৬২ সালে তদানিন্তন ছাত্র আন্দোলন ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন এবং চট্টগ্রাম কলেজের ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর যোগ্যতা, কর্মতৎপরতা এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা তাঁকে সাংগঠনিক কাজেও এগিয়ে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, ছাত্র জীবনে এক দিকে চাকুরী অন্যদিকে লেখাপড়া এর পর ছাত্র অঙ্গনে ইসলামের দাওয়াত দেয়া সেই সাথে ছাত্র সংগঠনের কাজ মজবুত করা তাঁর ছিল দৈনন্দিন প্রাত্যহিক কাজের রুটিন। অফিসে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরেও অফিস থেকে বের হয়ে দূর দূরান্তে বাই সাইকেল চালিয়ে যেতেন। ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র কর্মীদের খোঁজ খবর নিতেন, যে অভাবে আছে কষ্টে আছে তাকে সাহায্য করতেন। এমনি অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর জীবনে। তিনি পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এবং সফলতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা মহানগরী ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য। তিনি মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি ব্যবসায়ী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার নাম Industrialist & Business Forum, এছাড়া বিভিন্ন এনজিও, সমন্বয়কারী সংস্থা AMWAB-ও প্রতিষ্ঠা করেন।

সমাজসেবা

তিনি ঢাকায় ইসলামী সমাজ কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারী, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউটের (আধুনিক প্রকাশনী) প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ মসজিদ মিশন, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকাস্থ ফুয়াদ আল খতিব ফাউন্ডেশন ইত্যাদির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১ম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম একজন।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের সংগঠন Industrialist & Business Forum প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (CIP) উপাধি লাভ করেন।

www.pathagar.com

দেশের ব্যবসায়ীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন FBCCI-এর তিনি ছিলেন ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ক সেক্রেটারী। ইবনে সিনা ট্রাস্ট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

তিনি ছিলেন কুয়েতের সাহায্য সংস্থা International Islamic Charitable Organization-এর স্থায়ী কমিটির সদস্য। তিনি ফেনী শহরে কসমোপলিটন হসপিটাল নামে একটি বৃহৎ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি ফেনীর আল জামেয়াতুল ফালাহিয়ার পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ফেনীর অন্তর্গত ছাগলনাইয়া থানার ছাগলনাইয়া একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজ গ্রাম চম্পক নগরে ১টি এবতেদায়ী মাদরাসা স্থাপন করেন। এছাড়া তিনি নিজ ইউনিয়ন শুভপুরে ও থানার অন্যান্য স্থানে বহু পাঠাগার এবং মসজিদে ব্যাপক আর্থিক সহযোগিতা করেন। ঢাকাস্থ সোবহানবাগ মসজিদের দাতব্য চিকিৎসালয়টি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে চলছে। উল্লেখ্য, এর তহবিল যোগানদাতা ছিলেন মোহাম্মদ ইউনুছ।

বৈবাহিক জীবন

মোহাম্মদ ইউনুছ ১৯৭৫ সালে জামালপুর শহরে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম রোকেয়া ইউনুছ। তাদের ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে।

ইন্তেকাল

মোহাম্মদ ইউনুছ ২০০২ সালের ১৭ মার্চ বিকেলে আকস্মিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। শরীর বেশী খারাপ লাগায় তিনি নিজেই ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বলেন এবং সে গাড়ীতে দ্রুত ইবনে সিনা হাসপাতালে যান। গাড়ী থেকে নামানোর পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

❐

www.pathagar.com

মরহুম অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন

—পড়ালেখায় এক ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক মাওলানা রুহুল আমীন ১৯৪৫ সালের ১লা মার্চ নোয়াখালী জিলার বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত মির্জানগর গ্রামে (বড় মৌলভী সাহেবের বাড়ী) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী বজলুল করীম। তিনি পেশায় শিক্ষক ছিলেন, মাতার নাম মরহুমা রকিবুন্নেছা। ৫ ভাই ১ বোনের মধ্যে তিনি তৃতীয় ছিলেন।

অধ্যাপক রুহুল আমীনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় মির্জানগর গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম আবদুল্লাপুর বিদ্যালয়ে। তিনি নোয়াখালী জিলার টুমচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসা হতে ১৯৫৭ সালে দাখিল ১ম বিভাগে পাস করেন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৬১ সালে ১ম বিভাগে আলিম পাস করেন, ১৯৬৩ সালে ২য় বিভাগে ফাজিল পাস করেন।

১৯৬৫ সালে ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পাস করেন ১ম বিভাগে। কুমিল্লা কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে আই.এ. পরীক্ষায় ৭ম স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২য় শ্রেণীতে বাংলায় বি.এ. অনার্স এবং ১৯৭০ সালে ২য় শ্রেণীতে এম.এ. পাস করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা রুহুল আমীন ছাত্র জীবন থেকেই দ্বীনি আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে শরীক ছিলেন। প্রথমে তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে জড়িত ছিলেন, সরকারী চাকুরী করার কারণে মাঠে ময়দানে তিনি কাজ করতে না পারলেও বাস্তবে তিনি ছিলেন সক্রিয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। তিনি গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর তার ঈর্ষণীয় পড়ালেখা ছিল। যে কোন বিষয়ের উপর তাঁকে কুরআন হাদিসের দলিল উপস্থাপন করে বক্তব্য দিতে দেখেছি।

তিনি ইন্তেকাল করার প্রায় ১ মাস পূর্বে তাঁর এক বন্ধু বলছিলেন, রুহুল আমীন ভাই হায়াত মউতের কোন বিশ্বাস নাই, তাই আপনি

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েদের জায়গা জমিন কিভাবে দিবেন তার কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন ? উত্তরে তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনার কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহর কুরআনেই তো আছে কিভাবে ওয়ারিশানদেরকে সম্পদ বন্টন করে দিতে হবে।

কারাবরণ

আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে মুন্সিগঞ্জের হরগংগা কলেজে অধ্যাপনা কালে ১১ অক্টোবর ১৯৯৯ রাত সাড়ে ১১টায় কল্যাণপুর বাসা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং ইসলামী আন্দোলন করার কারণে বানোয়াট ও মিথ্যা অজুহাতে তাঁকে জেলে পুরে। ২৮ অক্টোবর ১৯৯৯ কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্তি পান।

কর্মজীবন

তিনি অধ্যাপনা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন।

১. মুজিব মহাবিদ্যালয়, নোয়াখালী-১৯৭৩-১৯৭৭ সাল পর্যন্ত

২. বান্দরবান কলেজ, চট্টগ্রাম-১৯৭৮-১৯৮২ সাল পর্যন্ত

৩. এম.এম. আলী কলেজ, টাংগাইল-এপ্রিল ৮২ থেকে নভেম্বর ৮২ সাল পর্যন্ত

৪. সরকারী তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ-১৯৮২-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত

৫. সরকারী ভাওয়াল বদরে আলম কলেজ, গাজীপুর-১৯৮৭-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত

৬. সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর- জুলাই ৯৪ থেকে নভেম্বর ৯৪ সাল পর্যন্ত

৭. সরকারী কলেজ ধামরাই-১৯৯৪-১৯৯৭ সাল পর্যন্ত

৮. সরকারী কলেজ হরগঙ্গা, মুন্সিগঞ্জ-মার্চ ৯৭ থেকে ১৮ নভেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত

উল্লেখ্য, তিনি ১৯৭০ সালে দৈনিক সংগ্রামে সাব এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন।

সাহিত্যকর্ম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি ইসলামী স্টাডিজের একটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন।

এছাড়াও নিম্নোক্ত বইগুলো লেখেছেন ঃ

www.pathagar.com

১. সরল বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা
২. মুজাদ্দিদ-ই-আলফেসানীর সংস্কার আন্দোলন
৩. বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেতৃত্ব
৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকীদার অনুবাদ
৬. এক নজরে হজ্জ
৭. অন্ধকূপ হত্যা রহস্য
৮. সহীহ আল বুখারীর ৪র্থ খণ্ডের অনুবাদে অংশগ্রহণ।

সমাজসেবা

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের তিনি সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন। এছাড়া ইসলাম প্রচার সমিতিরও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘ ৯ বছরের মত মীরপুর ২নং জান্নাতুল ফেরদাউস মসজিদের খতিব ছিলেন।

বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন

১৯৬৬ সালে তিনি রায়হানাকে বিবাহ করেন। তাদের ৪ ছেলে ও ৬ মেয়ে।

ইন্তেকাল

বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্সের তারিখ ছিল ১৬, ১৭ ও ১৮ নভেম্বর, ২০০০ সাল। তিনি ১৬, ১৭ তারিখের কোর্স পরিচালনায় দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। সারা বাংলাদেশের ১০০ জন ইমাম প্রশিক্ষণে যোগদান করেন। ১৮ নভেম্বর শনিবার ২০০০ সালে এই ইমাম প্রশিক্ষণের সমাপনী বক্তব্য দেন, এরপর জোহরের নামায আদায় করার পর এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে জরুরী বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ডাক্তাররা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মসজিদ মিশনের মসজিদে ১ম নামাযে জানাযা হয়, ২য় নামাযে জানাযা হয় মগবাজারস্থ জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন মসজিদে।

১৯ নভেম্বর ২০০০ সালের রবিবার সকালে কল্যাণপুর জামে মসজিদে ৩য় নামাযে জানাযা হয়। মীরপুর ২নং জান্নাতুল ফেরদাউস মসজিদে ৪র্থ বার নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতপর মীরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়।

www.pathagar.com

জনাব শামসুর রহমান

—আল্লাহর উপর আস্থাশীল এক নির্ভীক ব্যক্তি

"জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে "তাওহীদ" নামে আমি ১৯৫০ সালে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনা শুরু করেছিলাম। এ পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগ সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা। ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করার পর এ "সাপ্তাহিক পত্রিকাটি" জামায়াতের মুখপত্র হিসেবে কাজ শুরু করে। কারণ জামায়াতের অনুকূলে কথা বলার মতো অন্য কোন পত্রিকা ছিলনা। ১৯৫৩ সালে খুলনার মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ "সাপ্তাহিক তাওহীদ" পত্রিকাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে চেয়েছিল এবং তারা তাওহীদ পত্রিকা ও প্রেসের উপরও আক্রমণ চালিয়েছিল। মুসলিম লীগের সেই ষড়যন্ত্র ও আক্রমণের মোকাবিলায় আমি অনেকটা অসহায় ছিলাম।

কোন উপায়ান্তর না দেখে আমি একান্তভাবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম 'হে আল্লাহ! আমাকে ও এ পত্রিকাকে হেফাজত কর। আমার এ দোয়ার পর পরই একদল পুলিশকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যারা আমাকে এবং আমার প্রেসকে আল্লাহর রহমতে রক্ষা করতে পেরেছে। এটা ছিল আমার জীবনের অলৌকিক ঘটনা।

এ ঘটনা আল্লাহর প্রতি আমার ঈমানকে দৃঢ়তর করেছে। চরম বিপদ-আপদ ও মুছিবতে আমি কখনো হতাশ বা নিরাশ হইনি। আমি সেই ঘটনাকে এখনও স্মরণ করি এবং ইসলামী আন্দোলনের ভাইদেরকেও মনে করিয়ে দেই।"

কোন বিপদ-আপদ মুসিবতে টেনশন মুক্ত ও আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল ব্যক্তিটি হলেন বয়োবৃদ্ধ নেতা জনাব শামসুর রহমান।

নির্ভীক বয়োবৃদ্ধ নেতা জনাব শামসুর রহমান জেনারেল এরশাদের শাসন আমলে ১৯৮৫ সালে বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে এক মিছিলের নেতৃত্ব দেন। জেনারেল এরশাদের পুলিশ বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে। হাসিমুখে তিনি গ্রেফতারী বরণ করেন। কারাগারের নিদারুন কষ্ট, ডায়েবেটিকস রোগগ্রস্ত এ বয়োবৃদ্ধ নেতাকে মুহূর্তের জন্যও বিচলিত করতে পারেনি।

www.pathagar.com

জন্ম ও শিক্ষা

১৯১৫ সালে ৫ মে খুলনা জিলার পাইকগাছায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম মুন্সী কফিলউদ্দিন আহমেদ। পাইকগাছায় তিনি তাঁর স্কুল জীবনের শিক্ষা লাভ শেষ করার পর ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর তিনি খুলনা জেলায় প্রিন্টিং প্রেস ও স্টেশনারীর ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথেই তিনি সাংবাদিকতার কাজও করেন এবং সাপ্তাহিক 'তাওহীদ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত তিনি সফলতার সাথে সাপ্তাহিক তাওহীদ পত্রিকার কাজ চালিয়ে যান। এছাড়াও তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার' এবং পাকিস্তানের এসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। তিনি খুলনা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এর মাঝে তিনি কয়েক বছর সরকারী চাকুরীও করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

চল্লিশ দশকের শেষে জনাব শামসুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৫২ সালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের একজন মুত্তাফিক সহযোগী সদস্য হন। ১৯৫৫ সালে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের রুকন হিসাবে শপথ নেন। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলা শাখার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি জামায়াতের খুলনা বিভাগের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত খুলনা বিভাগের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব শামসুর রহমান ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সালে কনভেনশনের আগে জামায়াতের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যে সাব-কমিটি করা হয় জনাব শামসুর রহমান তার আহ্বায়ক ছিলেন।

www.pathagar.com

জনাব শামসুর রহমান ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ৫ জানুয়ারী মুজিব সরকার তাঁকে জেলে প্রেরণ করে। ১৯৭৩ সালের ১লা নভেম্বর তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি পান। ১৯৮৫ সালের ২৩ এপ্রিলে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয় এবং ৮ অক্টোবর ১৯৮৫ পর্যন্ত কারাগারে আটক থাকেন।

সমাজ সেবা

জনাব শামসুর রহমান সমাজকর্মী হিসেবে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। এছাড়া তিনি অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪০ সালে বন্যা রিলিফ কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন।

বয়োবৃদ্ধ এ জামায়াত নেতা সারা জীবনব্যাপী দেশের জনগণের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সৌদী আরব, পাকিস্তান এবং যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করেছেন এবং তিনি ১৯৭৪-৭৫ সালে হজ্জব্রত পালন করেন।

জনাব শামসুর রহমান ও বেগম শামসুর রহমানের ৪ ছেলে ও ৩ মেয়ে। সকলেই বিবাহিত এবং ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুল জব্বার

—দ্বীন কায়েমের চেষ্টায় এক সংগ্রামী ব্যক্তি

মাওলানা আবদুল জব্বার ১৯১৬ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী ইসমাঈল, মাতার নাম আছিয়া খাতুন।

মাওলানা আবদুল জব্বার মঙ্গলবাড়ী সিনিয়র মাদরাসায় আলিম পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ও মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। কিন্তু আরবী, উর্দূ ও ফার্সী ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল থাকায় কুরআনুল কারীম, হাদীস ও ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম ও পন্ডিত ব্যক্তিদের লিখা কিতাবাদি অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত রাখেন। এভাবেই বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দেদ মরহুম মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) রচিত বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য, তাফহীমুল কুরআন ও তরজুমানুল কুরআনের সাথে পরিচিত হন। এসবের মাধ্যমে তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একটি বিপ্লবী আদর্শ এবং সর্বকালের সর্ব মানুষের কল্যাণের একমাত্র পথ। নবী (স) তথা নবী রাসূলগণ এ দুনিয়ায় আল্লাহর এ দ্বীন কায়েমের চেষ্টাই করে গেছেন। 'উম্মতে মুহাম্মদী' হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এটাই।

এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯৫৪ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫৫ সালে জামায়াতের রুকনিয়াত লাভ করেন। অতঃপর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার আমীর হিসাবে বিভিন্ন পর্যায়ের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন এবং তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শেষ দিকে প্রাদেশিক জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর মোমেনশাহী অর্থাৎ টাঙ্গাইল, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও মোমেনশাহী সদর এ বিরাট অঞ্চলে তিনি পঞ্চাশের দশকে ইসলামী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেন। এসব অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের যারা প্রবীণ নেতা ও কর্মী তারা সকলেই মাওলানা আবদুল জব্বারের হাতেই সবক নিয়েছেন। বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মাওলানা আবদুল জব্বার বাংলাদেশ স্বাধীন

www.pathagar.com

হওয়ার পর চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। তিনি ইসলামী আন্দোলন থেকে মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকেননি। সারাদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজ পুনর্গঠিত করেছেন। এছাড়া তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য, কেন্দ্রীয় আভ্যন্তরীণ নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ক, তরবিয়াত কমিটির সেক্রেটারী, পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটির সেক্রেটারী এবং অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

উল্লেখ্য বর্তমান কর্মপরিষদ সদস্য সাবেক মোমেনশাহী ও নেত্রকোণা জেলা আমীর জনাব ফজলুল করীমের পিছনে রাতদিন দাওয়াতী কাজ করে তাকে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে তাকে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল করাতে সক্ষম হন। ১৯৬৮ সালে এ গ্রন্থের লেখক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ পরীক্ষা দিয়ে মাত্র নিজ এলাকা শ্রীবরদীতে ফিরেছেন। এর পর পরই ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে এক সম্মেলনে "মানুষের তৈরী আইন ও আল্লাহর আইন"—এ বিষয়ের উপর হঠাৎ করে বক্তৃতা করার জন্য ডাকেন। পরবর্তীতে এর মাধ্যমে বাছাই করে লেখককে জামায়াতে শামিল হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এমনিভাবে তিনি অনেক ব্যক্তি—অধ্যাপক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে ইসলামী আন্দোলনে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদেরকে আন্দোলনে শামিল করেছেন। অন্য একদিনের ঘটনা এই যে, সাংগঠনিক প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য শেরপুর পৌঁছে দেখেন যে, ধর্মঘটের কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ। তিনি ১২ মাইল পায়ে হেঁটে সাংগঠনিক প্রোগ্রামে শ্রীবরদীতে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালে মোমেনশাহী জেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিস ছিল ২৬ নং জেলা স্কুল রোডের আবদুল খালেক সাহেবের বাসায়। মাওলানা আবদুল জব্বার ছিলেন জ্বরে আক্রান্ত। তবুও তাঁকে সংগঠনের কাজ করতে দেখেছি গভীর রাত পর্যন্ত। রাতে মাত্র দুই আনা দিয়ে একটি পাউরুটি কিনে খেয়ে রাত কাটিয়েছেন। আন্দোলনের কাজ করতে গিয়ে কত কষ্ট সহ্য করেছেন তা এ অল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। তাঁর জীবনের বহুবিধ দৃষ্টান্ত রয়েছে তাঁর আন্দোলনের জীবনে যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখজনক এই যে, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম একজন অগ্রপথিক মাওলানা আবদুল

www.pathagar.com

জব্বার পরবর্তীতে এক পর্যায়ে জামায়াতের বিঘোষিত নীতির সাথে দ্বিমত পোষণ করেন এবং নিজেই একটি দল গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের কোন ব্যাপ্তি না ঘটলেও তিনি প্রায় এককভাবে তাঁর বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে ইসলামী আন্দোলনে অটল এবং অনড় রয়েছেন এবং মুষ্টিমেয় কিছু সমর্থক নিয়েও সীমিত পরিসরে হলেও তিনি দ্বীন কায়েমের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। মাওলানা আবদুল জব্বারের বর্তমানে ৮৮ বছর বয়স (২০০৫ ইং সালে)। এখন শয্যাশায়ী। তবুও দ্বীন কায়েমের চেতনা থেকে বিরত হয়ে যাননি। তিনি তাগুতী শক্তির মোকাবিলায় দ্বীন কায়েমের চেতনায় রয়েছেন উদ্দীপ্ত।

উল্লেখ্য তিনি বিবাহিত। তাদের ৫ ছেলে ও ১ মেয়ে। তাঁর ১ ছেলে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা আবদুর রহমান ফকির

—প্রবীণ আলেমে দ্বীন ও একজন রাজনীতিবিদ

মাওলানা আবদুর রহমান ফকির একজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে একজন প্রবীণতম আলেমে দ্বীন, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও প্রবীণতম দায়ী' ইলাল্লাহ। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল ইমরান মোহাম্মদ আবদুর রহমান ফকির। পিতার নাম মরহুম মৌঃ হানিফ উদ্দিন ফকির। তিনি ১৯১৯ সালে ৯ অক্টোবর বাংলা ১৩২৬ সালের ২৪ আশ্বিন বগুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য তাঁর পিতা ছিলেন এ অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট আলেম। তৎকালে সেই অঞ্চলে ইসলামী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। যাতায়াত ব্যবস্থাও ভাল ছিলনা। মাওলানা আবদুর রহমান ফকিরের পিতা মরহুম মৌঃ হানিফ উদ্দিন সিরাজগঞ্জ মাদরাসায় গিয়ে আলিম পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য যে, সুদূর সিরাজগঞ্জ তিনি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতেন। অতপর সিরাজগঞ্জে ফিরে এসে ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বগুড়া শহরের চকভ্যালিতে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন। আজীবন তিনি সেই মাদরাসায় শিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত থাকেন। তিনি সরকার থেকে প্রথম মাসে ৪ টাকা পরবর্তীতে ৬ টাকা হিসাবে অনুদান পেতেন। এ নিয়ে অতিকষ্টে তিনি নিজের সংসার চালাতেন তবুও শিক্ষাদানের কাজ ছাড়েননি।

এ অঞ্চলে যারা ইসলামী শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারা প্রায় সবাই তাঁর ছাত্র ছিলেন। এছাড়া সারা জীবন তিনি নিজ এলাকায় দ্বীনী পরিবেশ গঠন ও তা আমল করার জন্য ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে আজরে আজীম দান করুন। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাটি পরবর্তীতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়ে সগৌরবে আজও চালু আছে। মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর এক যোগ্য পিতার এক যোগ্য সন্তান।

শিক্ষা

মাওলানা আবদুর রহমান ফকির পিতার নিকট প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতপর ১৯৩৫ সালে জোড়া নজমুল উলুম সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪১ সালে প্রথম বিভাগে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর ১৯৪৩ সালে বগুড়া মোস্তাফাবিয়া সিনিয়র মাদরাসা

www.pathagar.com

থেকে ফার্সী, উর্দূ ও ইংরেজী সহ প্রথম বিভাগে ফাজিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৫ সালে কলিকাতা সরকারী আলীয়া মাদরাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে কামিল পাস করেন।

কর্মজীবন

প্রথম জীবনে সস্ত্রীক শিক্ষকতা চাকুরী করেন। পরবর্তীতে ম্যারেজ রেজিষ্টারের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর সাতক্ষীরা কলারোয়া হামিদপুর আলীয়া মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬০ সালে মাদরাসা শিক্ষকতার চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেন এবং বৃহত্তর পরিসরে দ্বীনের কাজ করার জন্য রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতের সেক্রেটারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবনেই কলিকাতা আলীয়া মাদরাসায় ছাত্রদের নিয়ে ছাত্রদের কল্যাণের জন্য একটি সংগঠন কায়েম করেন। বগুড়া ফিরে এসে সে সংগঠনকে আরো সক্রিয় করেন। উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও তাঁর মান সৃষ্টি এবং ইসলামী শিক্ষায় মেধাবী ছাত্রদেরকে কিছু মাসিক বৃত্তি প্রদান করা। অতপর ডঃ মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটির নাম দেয়া হয় জামিয়তুল মুসাল্লিন। সেই কমিটির বগুড়া সদর থানার পক্ষে সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন মাওলানা আবদুর রহমান ফকির এবং বগুড়া সদর থানার বিভিন্ন মসজিদগুলো তিনি সংগঠিত করেন। তাঁর সক্রিয় ভূমিকার ফলে সমাজে ক্রমান্বয়ে ইসলামী পরিবেশ গড়ে উঠে। উল্লেখ্য কয়েকটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে ইসলামের পরিচয় সীমাবদ্ধ, এ ধারণাই এ দেশে সাধারণত তখন বিদ্যমান ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মাওলানা আতাহার আলী (র) নেযামে ইসলাম পার্টি কায়েম করে ইসলামী আন্দোলন শুরু করেন। এ খবর তাঁর কাছে পৌছার সাথে সাথে তিনি এই দলে যোগদান করেন এবং বগুড়া জেলার এ দলের সহকারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি তৈরী করে সারাদেশে ছড়িয়ে দেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিকট তাঁর কপি প্রেরণ করেন। এভাবে বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা হয়।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

১৯৫০ সালে ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে বাড়ীঘর সব ছেড়ে যে সমস্ত দুর্দশাগ্রস্ত মুহাজির বগুড়ায় চলে আসেন এসব কপর্দকহীন নিঃস্ব মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ মানুষ তাঁর নাম শেখ আমিন উদ্দিন। তিনি এদেশে হিজরত করে এসেছিলেন বিহার ছোট নাগপুরের বলরামপুর থেকে। এই বুজুর্গ মানুষটির নিকট তিনি সর্বপ্রথম জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত পান। মাওলানা আবদুর রহমান ফকির বলেন, "স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মেহেরবাণী করে বগুড়া তথা উত্তরবঙ্গে ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত পৌছানোর জন্য এই বুজুর্গ ব্যক্তিটিকে পাঠিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁর আর্থিক দৈন্যতার কথা কাউকে বলতেন না। নিজ হাতে জর্দা তৈরী করে বিক্রি করে যা পেতেন তাই দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাতেন আর সুধী সমাজের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছিয়ে ফিরতেন। যাই হউক মাওলানা আবদুর রহমান ফকির এই বুজুর্গের দাওয়াত পেয়েই জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হন এবং তাঁর স্নেহধন্য হয়ে শেখ আমিনুদ্দীন সাহেবের ২ ছেলে ও আরও ২ জনসহ পুরোদমে ঐ অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেন। মাওলানা আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, "আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন আখেরাতে আমার প্রিয় ইনকিলাবী ওস্তাদজী এই সালেহ বুজুর্গের সাক্ষাৎ নসীব করেন, আমিন।"

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৫ সালে রুকনিয়াত লাভের পরই মাওলানা আবদুর রহমান ফকির বগুড়ার সাংগঠনিক দায়িত্বশীল হিসাবে নিয়োজিত হন। ১৯৬৩ সালে স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি ৬ মাস কারাভোগ করেন। সেই সময় পি.ডি.এম এবং পরবর্তীতে ডাক গঠিত হলে তিনি বগুড়া জেলার ডাকের কনভেনর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন বগুড়া জেলার আমীর, রাজশাহী বিভাগীয় সেক্রেটারী এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে এই প্রবীণ নেতা জামায়াত কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার একজন সদস্য। মাওলানা আবদুর রহমান ফকির ১৯৭০ সালে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে বগুড়া-৪ এলাকা থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে তিনি পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

সে সময় তিনি বগুড়া জেলার সমাজের বিভিন্নমুখী উন্নয়নের কাজ করেন। বিভিন্ন মসজিদ ও বিধবাদের বাড়ী নির্মাণে সাহায্য করেন। তাঁর

www.pathagar.com

জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, তার একান্ত ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এলাকার জনগণ তাঁকে খরনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধ্য করেন। অবশেষে তিনি খালি হাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপুল ভোটে বিজয় লাভ করেন। নির্বাচিত চেয়ারম্যান হিসাবে ৭ বছর এলাকার রাস্তাঘাট মেরামত ও নতুন রাস্তা নির্মাণসহ জনগণের বিভিন্নভাবে খেদমত করেন। এছাড়া সরকারের সহযোগিতা নিয়ে টেঙ্গামাগুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, খরনাহাট সিড্‌স ষ্টোর ও খরনাহাটে ব্যবসায়ীদের জন্য ঘর নির্মাণ করেন। তিনি সংসদ সদস্য থাকাকালে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি '৭১ সাল থেকে '৭৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর কারাভোগ করেন এবং সম্পূর্ণ নির্দোষ হিসাবে '৭৪ সালের শেষ দিকে মুক্তি লাভ করেন।

সাহিত্য ও কর্ম

মাওলানা আবদুর রহমান ফকির শুধু একজন রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বই নন তিনি একজন লেখকও। তিনি যে সমস্ত বই লিখেছেন তার মধ্যে (১) ইসলামী শিশু শিক্ষা (২) বিপ্লবী কালেমা (৩) বিষয় ভিত্তিক ৪০ হাদীস (৪) হাদীসের আলোকে শবেবরাত ও শবেমেরাজের তাৎপর্য (৫) বিপ্লবী শিক্ষা পরিকল্পনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা আরও ৭টি বই পান্ডুলিপি আকারে রয়েছে।

মাওলানা আবদুর রহমান ফকির ১৯৫১ সালে বিবাহ করেন, তাঁর স্ত্রীও একজন শিক্ষিত মহিলা। তাঁদের ৩ ছেলে ৪ মেয়ে। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব গোলাম রাব্বানী তাঁর ২য় জামাতা।

❐

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম

—শতগুণের সমাহার যার জীবন

একজন নেতার মধ্যে যে সাহসিকতা, দূরদর্শিতা ও প্রজ্ঞা থাকা দরকার, একজন বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা থাকা দরকার, একজন জ্ঞানী ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে যে মেধা ও পাণ্ডিত্য থাকা দরকার, একজন গবেষকের মধ্যে যে সাধনা থাকা দরকার, একজন লেখকের মধ্যে যে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকা দরকার সর্বোপরি একজন ভাল মানুষের মধ্যে যে সুন্দর মানবীয় গুণাবলী থাকা দরকার মহান আল্লাহ তাআলা সবগুলো গুণ যেন তাকে ঢেলে দিয়েছেন। দেখতে যেমন পরিষ্কার ও সুন্দর, পোশাক-আসাকও তেমন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, কথাবার্তা যেমন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, চিন্তা ও মনমানসিকতাও তেমন পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, জীবনটা যার পবিত্র ও ফুলের মত সুন্দর, জানেন তিনি কে ?

কোথাও অযথা লাইট জ্বলছে, ঘরে পাখা ঘুরছে, বাড়তি কিছু খরচ হচ্ছে অথবা টেপের পানি পড়ছে—অমনি ধরে ফেলছেন—কেন এগুলো হচ্ছে ? এত সতর্ক যিনি, তিনি কে, জানেন ? হ্যাঁ, তিনিই এদেশে ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি অধ্যাপক গোলাম আযম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্র কারমাইকেল কলেজের তরুণ অধ্যাপক। ডাক এসেছে ইসলামী আন্দোলনের। চাকুরী ছেড়ে দিলেন। কাজ শুরু করলেন আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য।

রমজান মাস। হঠাৎ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করলো পুলিশ। তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। হাজার হাজার লোক তাঁর বাড়ির সামনে শুয়ে পড়লো। প্রাণপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার করতে দিবে না, কোথাও নিতে পারবে না। সকলের চোখে অঝোরে ঝরছে পানি। নেতা বললেন, আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলুন। আল্লাহ তায়ালার কাছে এক ফোঁটা পানির অনেক দাম। নিরুদ্বিগ্ন নেতা হাসতে হাসতে গ্রেফতারি বরণ করলেন।

বৃদ্ধা স্ত্রী যাবেন মোমেনশাহী মেজ ছেলের কাছে। মহাখালী পর্যন্ত অফিসের গাড়িতে গেলেন। সেখান থেকে বাসে চড়ে গেলেন মোমেনশাহী। মগবাজার নিজ বাসা থেকে মহাখালী পর্যন্ত গাড়ীর যে তেল খরচ হয়েছে তার মূল্য বুঝিয়ে দিলেন অফিসকে—পাই পাই করে। অফিসের গাড়ী এবং কখনও কোন কিছু ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করলে নিজ গরজে তার খরচ বুঝিয়ে দিয়েছেন অফিসকে।

www.pathagar.com

যিনি কঠিন নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে স্বীয় জীবনকে পরিচালিত করেন, সারাটা জীবন কোন প্রোগ্রামে হাজির হতে এক মিনিট বিলম্ব করেননি, কোন দায়িত্ব একবার কাঁধে নিলে মনপ্রাণ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করেছেন, কোন কিছু না জানলে অকপটে অপারগতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, কারো ভুল অন্যের কাছে না বলে তাকে সরাসরি বলে দেন, কোন অভিযোগ এলে দু'পক্ষের কথা শুনে তারপর সিদ্ধান্ত দেন, অপরের হক আদায় করে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, প্রতিনিয়ত আয় ও ব্যয়ের Uptodate হিসাব রেখে চলেন, দায়িত্বে বড় হওয়া সত্ত্বেও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে একটুও কার্পণ্য করেন না, নিজের কর্মচারী আতাউর রহমানের কম বয়সে মৃত্যুর কারণে তাঁর ছোট শিশু ছেলেমেয়ের দিকে চেয়ে নিজের ফ্লাট বাড়ীতে তার পরিবারের জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ইসলামী আন্দোলনের জন্য নিজ বাড়ীর একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্লাট ওয়াকফ করেছেন, সামান্য ছোট-খাটো বিষয়েও যিনি অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন থাকেন, অপচয়ের ভয়ে যিনি একটি আলপিন, ছোট একখন্ড সাদা কাগজ কিংবা একটা সাদা খাম ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন, সারাটা জীবন নিজকে যিনি ধবধবে পরিষ্কার রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—তিনি হলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক গোলাম আযম।

ভাষা সৈনিক অধ্যাপক গোলাম আযম একজন বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি একজন সংগঠক, রাজনীতিবিদ, সুবক্তা, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সর্বজন বিদিত জননেতা। বাংলাদেশের ইসলামী জনতার হৃদয়ে তাঁর অবস্থান। অধ্যাপক গোলাম আযম বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁর সরল সহজ জীবন যাপন এবং নৈতিক সাহস অতুলনীয়।

বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী অধ্যাপক গোলাম আযম ছাত্র জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত তিনি বিশাল এক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। তিনি প্রায় ৩৩ বছর যাবত জামায়াতে ইসলামীর মত একটা বিরাট রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে পালন করেছেন।

তাঁর লেখা "জীবনে যা দেখলাম" (যা ৮৬ সাল পর্যন্ত বর্ণনাসহ চার খন্ড ছাপা হয়েছে এবং এখনও ৮৭ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত লেখার কাজ অব্যাহত রয়েছে), বইটি পড়লে বুঝা যাবে তাঁর জীবন কত অভিজ্ঞতায় ভরপুর। নিছক আত্ম জীবনীমূলক গ্রন্থ এটি নয়। সমসাময়িক সামাজিক,

www.pathagar.com

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সার্বিক চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। বৃটিশ-ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেদীপ্যমান। এটা যেন পৌনে এক শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস।

জন্ম

অধ্যাপক আযম ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর তাঁর মাতুলালয় ঢাকা শহরের লক্ষ্মী বাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার শাহ সাহেবের বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবীর এবং মাতার নাম সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা। তাঁর পিতামহ মাওলানা কাজী আবদুস সোবহান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জিলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামের অধিবাসী। ১৯৪৮ সাল থেকেই ঢাকা মহানগরীর রমনা থানার সন্নিকটে তার পিতার ক্রয় করা বাড়ীতে অধ্যাপক গোলাম আযম বসবাস করে আসছেন।

শিক্ষা জীবন

বীরগাঁও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি ৩য় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। অতপর বরাইল জুনিয়র নিউ স্কীম মাদরাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এবং কুমিল্লা জিলার হোসসামিয়া মাদরাসায় (বর্তমানে হাইস্কুলে পরিবর্তিত) ৭ম ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

১৯৩৭ সালে জুনিয়র মাদরাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় মেধা তালিকায় জনাব আযম ত্রয়োদশ স্থান লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে আই.এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে ঢাকা বোর্ডে দশম স্থান অধিকার করেন এবং অনার্স পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ না পেয়ে ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন।

১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের কাজে জড়িয়ে পড়ায় গোলাম আযম পরীক্ষা দিতে পারেননি এবং ১৯৪৯ সালে দাঙ্গাজনিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি ১৯৫০ সালে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম.এ পরীক্ষা দেন। ঐ বছর কেউ প্রথম বিভাগ পায়নি। চারজন ছাত্র উচ্চতর দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করেন এবং অধ্যাপক গোলাম আযম তাদের মধ্যে একজন।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান

১৯৪৫-১৯৪৬ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের শিক্ষাবর্ষে

www.pathagar.com

ফজলুল হক মুসলিম হলে সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষা বর্ষে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাকসুতে জেনারেল সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী বছরেও এ পদে বহাল ছিলেন।

১৯৪৭-৪৮ শিক্ষাবর্ষে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে ঢাকার জিমনাসিয়াম মাঠে আয়োজিত সমাবেশে ডাকসুর পক্ষ থেকে প্রদত্ত স্মারকলিপি পাঠ করেন। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দাবী পেশ করা হয়। বিশেষ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবীকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়।

তাঁর জীবনের চার বছর গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান সময় ১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর ১০ তারিখ পর্যন্ত রংপুর কারমাইকেল কলেজে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে কাটিয়েছেন। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের কারণে ১৯৫২ সালে তাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। তারপর তিনি ১৯৫২ সালে তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রংপুরে তমদ্দুন মজলিসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে রংপুরের তাবলীগ জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি তাবলীগ জামায়াতের কেন্দ্রীয় মুরুব্বীদের মধ্যে গণ্য হন। ১৯৫৫ সালে পুনরায় ভাষা আন্দোলনের জন্য তাকে আটক করে জেলে প্রেরণ করা হয়।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫৪ সালের ২২ এপ্রিলে অধ্যাপক গোলাম আযম জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। কারাগারে অবস্থান কালেই ১৯৫৫ সালে তাকে জামায়াতের রুকন করা হয়। ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং ১৩ বছর একটানা এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক গোলাম আযম গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্বৈরাচারী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ৬০-এর দশকে বিরোধী

www.pathagar.com

দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত জোট পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের (PDM) তিনি ছিলেন প্রাদেশিক সেক্রেটারী। এরও আগে সকল বিরোধী দল নিয়ে গঠিত 'COP' (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি)-এর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও তিনি একজন ছিলেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নার নির্বাচনী প্রচারণাকালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পিডিএম-এর আন্দোলনের পর আরো বৃহত্তর রূপ নিয়ে গঠিত 'DAC' (ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি) যে আন্দোলন সৃষ্টি করে তাই ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জন্ম দেয়। 'ডাক'-এর শরীক দল জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে জনাব আযম এই আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেন। সামরিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন চলে তিনি তার সংগ্রামী কর্ণধার ছিলেন। ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয় লাভ করলে অধ্যাপক গোলাম আযমই সর্বপ্রথম তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহবান জানান। পরবর্তীতে মুজিব সরকার কর্তৃক তাঁর নাগরিকত্ব বাতিলের কারণে ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত তাকে লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৭৮ সালে তিনি দেশে ফিরেন এবং পর্দার অন্তরাল থেকে ইসলামী আন্দোলনের কাজ পরিচালনা শুরু করেন। ১৯৮২ সাল থেকে '৯০ সাল পর্যন্ত জেনারেল এরশাদের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে নির্বাচিত হন। একটা স্বাধীন দেশে নাগরিকত্ব বিহীন অবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিএনপি সরকার তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। দীর্ঘ সময়ের পরে আইনের লড়াইয়ের ফলে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক সর্বসম্মত রায়ে ১৯৯৪-এর জুনে অধ্যাপক আযমের নাগরিকত্ব পুনরুদ্ধার হয়। ১৬ মাস পর তিনি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। তিনি আওয়ামী লীগ শাসনামলে বিএনপিসহ চারদলীয় ঐক্যজোট গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সে সময়ে তিনি চারদলীয় ঐক্যজোটের উদ্যোগে পরিচালিত লংমার্চ ও বিভিন্ন রোড মার্চে নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা।

সম্পূর্ণ কর্মক্ষম থাকা সত্ত্বেও ২০০০ সালে অধ্যাপক আযম জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত

www.pathagar.com

স্থাপন করেন। পিতা যেমন যোগ্য ছেলে তৈরী করে সংসারের দায়িত্বভার দিয়ে দেখতে চান কেমন চলছে সংসার, এ যেন তারই এক উজ্জ্বল নমুনা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপকার

১৯৮০ সালে বাংলাদেশে অধ্যাপক গোলাম আযম অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ফর্মূলা পেশ করেন। তাঁর প্রদত্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ফর্মূলা মোতাবেক সর্বপ্রথম ১৯৯১ সালে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের ফর্মূলা সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা

অধ্যাপক গোলাম আযমের কর্মতৎপরতা শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দেশের সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্মতৎপরতাও উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত চিত্র দেয়া হলো।

১৯৭৩ (জানুয়ারী) ঃ সৌদী আরবের বাদশাহ শাহ ফয়সল-এর সাথে সাক্ষাৎ

১৯৭৩ (মার্চ) ঃ ত্রিপলিতে মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে উপস্থিত, মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ।

১৯৭৪ (জানুয়ারী) ঃ দ্বিতীয়বার শাহ ফয়সলের সাথে সাক্ষাৎ।

১৯৭৪ ঃ রাবেতা-ই-আলম আল ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

১৯৭৫ (জুন) ঃ বাদশাহ খালিদ -এর সাথে সাক্ষাৎ।

১৯৭৬ ঃ (i) লন্ডনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত Islamic Council of Europe-এর আহবানে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ।

(ii) রিয়াদে ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত International Islamic Law Conference -এ যোগদান।

১৯৯৫ (জানুয়ারী) ঃ রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে সৌদী আরব ও কুয়েত গমন।

বিদেশে আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে অংশগ্রহণ

১৯৭২ (ডিসেম্বর) ঃ World Association of Muslim Youth (ওয়ামি) গঠনের সময় রিয়াদে অনুষ্ঠিত International Islamic Youth

www.pathagar.com

Conference কর্তৃক আহূত সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন।

১৯৭৩ (জুলাই) ঃ (i) Islamic Youth Conference at Tripoli. (ii) Annual Conference of Federation of Students Islamic Socities (Fosis), England. (iii) 11th Convention of Muslim Students Associtation of America held at Michigan University. (iv) Annual Conference of U. K. Islamic Mission.

১৯৭৭ ঃ ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত International Federation of Students Organization-এর সভায় অতিথি বক্তা।

১৯৯৫ (মে) ঃ তুরস্কে আয়োজিত রিফা পার্টির সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

১৯৯৫ (আগষ্ট) ঃ লন্ডনে ইসলামী সংস্থাগুলোর সম্মিলিত গণসম্বর্ধনায় প্রধান অতিথি।

১৯৯৫ (সেপ্টেম্বর) ঃ (i) Islamic Society of North America উদ্যোগে বাল্টিমোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

(ii) Muslim Ummah in America -এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি।

১৯৯৬ (অক্টোবর) ঃ International Islamic Federation of Students Organization -এর উদ্যোগে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশেষ অতিথি।

(ii) ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ইসলামী সংস্থাগুলোর সম্মেলনে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী ড. নাজমুদ্দীন আরবাকানের আমন্ত্রণে প্রধান অতিথি।

১৯৯৯ (জানুয়ারী) ঃ Islamic Mission Japan -এর বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি।

১৯৯৯ (জুলাই) ঃ বাল্টিমোরে Islamic Circle of North America (ICNA) -এর বার্ষিক কনভেনশনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি।

১৯৯৯ (আগষ্ট) ঃ ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত U. K. Islamic Mission-এর সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

১৯৯৯ (আগষ্ট) ঃ ইংল্যান্ডের শেফিল্ডে অনুষ্ঠিত U. K. Islamic Mission -এর সম্মেলনে অতিথি বক্তা।

www.pathagar.com

২০০১ (সেপ্টেম্বর) ঃ আমেরিকার শিকাগোতে অনুষ্ঠিত Islamic Society of North America (ISNA)-এর বার্ষিক মহাসম্মেলনে অতিথি বক্তা।

২০০১ (সেপ্টেম্বর) ঃ Muslim Ummah in America-এর উদ্যোগে আয়োজিত শিকাগো শাখার সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (সেপ্টেম্বর) ঃ Muslim Ummah in America-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (অক্টোবর) ঃ ইংল্যান্ডের ম্যানচেষ্টার শহরে অনুষ্ঠিত Islamic Forum Europe-এর সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (অক্টোবর) ঃ দাওয়াতুল ইসলাম ইউ.কে এন্ড আয়ার -এর উদ্যোগে আয়োজিত ২দিন ব্যাপী সম্মেলনে প্রধান বক্তা।

২০০১ (নভেম্বর) ঃ দুবাই সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক কুরআন পুরস্কার পরিষদের সেমিনারে প্রধান বক্তা।

উল্লেখ্য যে, অবৈধভাবে তাঁর নাগরিকত্ব হরণ করায় এবং সরকার কর্তৃক তাঁর পাসপোর্ট আটক রাখার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা থেকে দাওয়াত আসা সত্ত্বেও তিনি অনেক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি।

শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান

১৯৫৭ ঃ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মাদরাসা বন্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারী।

১৯৬২ ঃ পূর্ব-পাকিস্তান জমিয়াতুল মুদাররেসীন-এর উদ্যোগে Islamic Arabic University গঠনের উদ্দেশ্যে এক ওলামা সম্মেলনের আহবান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে Islamic Arabic University কায়েমের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির অন্যতম সদস্য।

১৯৬৩ ঃ ইসলামী ঐতিহ্যের স্মারক তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত।

১৯৭৮ ঃ প্রফেসর গোলাম আযমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় Islamic Education Committee গঠিত হয়। পরবর্তীতে তাঁর

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানে Society গঠিত হয়। এ সোসাইটি জ্ঞানগর্ভ লেখনি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান ও ইসলামী শিক্ষার আলোকে পাঠ্যবই রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন এবং ৫০০ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে।

লেখক গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম একজন বিশিষ্ট লেখক। তিনি ইসলাম ও অন্যান্য বিষয়ে ৭৫টি বই লিখেছেন এবং বিশ্বনন্দিত তাফহীমুল কুরআন সংক্ষিপ্ত রূপে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত বইগুলো হলো ঃ

১. তাফহীমুল কুরআন (সার-সংক্ষেপ) আমপারা
২. আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন
৩. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহীহ-জয্‌বা
৪. পলাশী থেকে বাংলাদেশ
৫. রুকনিয়াতের দায়িত্ব ও মর্যাদা
৬. অমুসলিম নাগরিক ও জামায়াতে ইসলামী
৭. বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী
৮. জামায়াতে ইসলামীর বৈশিষ্ট্য
৯. জামায়াতে ইসলামীর কর্মনীতি (১৯৮৯)
১০. বাংলাদেশের ভবিষ্যত ও জামায়াতে ইসলামী
১১. ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ও বিভ্রান্তি
১২. দেশ গড়ার ডাক
১৩. রমযানের সওগাত
১৪. মসজিদের ইমামদের মর্যাদা ও দায়িত্ব
১৫. গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রসংগে
১৬. রুকনিয়াতের আসল চেতনা
১৭. সমাপনী ভাষণ-রুকন সম্মেলন (১৯৯৭)
১৮. ইসলামী আন্দোলনে কর্মীদের প্রাথমিক পুঁজি
১৯. ইসলামী ঐক্যমঞ্চ চাই
২০. ইকামাতে দ্বীন
২১. নবী জীবনের আদর্শ
২২. মুসলিম মা-বোনদের ভাবনার বিষয়
২৩. যুক্তির কষ্টিপাথরে জন্মনিয়ন্ত্রণ

www.pathagar.com

২৪. মাওলানা মওদূদীকে যেমন দেখেছি
২৫. আল্লাহর দরবারে ধরণা
২৬. আদম সৃষ্টির হাকীকত
২৭. ইসলামে নবীর মর্যাদা
২৮. বিশ্বনবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি
২৯. বিশ্বনবীর জীবনে রাজনীতি
৩০. A guide to the Islamic Movement
৩১. ষ্টাডি সার্কেল
৩২. আমার বাংলাদেশ (সংকলন)
৩৩. কুরআনে ঘোষিত মুসলিম শাসকদের ৪ দফা কর্মসূচী
৩৪. মুসলিম নেতাদের এ দশা কেন ?
৩৫. চিন্তাধারা
৩৬. তরজমায়ে কুরআন মজীদ (প্রথম ১০ পারা)
৩৭. দ্বীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা
৩৮. কুরআন বুঝা সহজ
৩৯. আমার দেশ বাংলাদেশ
৪০. বাংলাদেশের রাজনীতি
৪১. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ
৪২. বাইয়াতের হাকীকত
৪৩. বাংলাদেশে আদর্শের লড়াই
৪৪. মুমিনের জেলখানা
৪৫. মনটাকে কাজ দিন
৪৬. গণতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্র
৪৭. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ
৪৮. বাঙালী মুসলমান কোন্ পথে ?
৪৯. নিকটাত্মীয়দের প্রতি আকুল আবেদন
৫০. পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন ..... ইসলামী ঐক্যের সুফল ও সীমান্তে ইসলামী হুকুমত
৫১. ইসলামী ঐক্য ইসলামী আন্দোলন
৫২. বিয়ে, তালাক, ফারায়েয
৫৩. কিশোর মনে ভাবনা জাগে
৫৪. আধুনিক পরিবেশে ইসলাম
৫৫. জীবনে যা দেখলাম (৪ খণ্ড)

www.pathagar.com

৫৬. মযবুত ঈমান
৫৭. জীবন্ত নামায
৫৮. আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি
৫৯. রাষ্ট্র ক্ষমতার উত্থান পতনে আল্লাহ তায়ালার ভূমিকা
৬০. সৎ লোকের এতো অভাব কেন ?
৬১. স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন
৬২. বাংলাদেশের ইতিহাসে ঘটনা বহুল '৭৫ সাল আগষ্ট ও নভেম্বর
৬৩. ইসলামী সভ্যতা বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতা
৬৪. সহীহ ইলম ও নেক আমল
৬৫. তাফহীমুল কুরআন (সার-সংক্ষেপ) ২৬-৩০ পারা (একসাথে)
৬৬. প্রশ্নোত্তর
৬৭. আসুন আল্লাহর সৈনিক হই
৬৮. ইকামাতে দ্বীন ও খেদমতে দ্বীন
৬৯. ইসলাম ও গণতন্ত্র
৭০. ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদীর অবদান
৭১. Political thoughts of Abul A'la Mawdudi
৭২. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা
৭৩. Political Forces in present Bangladesh
৭৪. Address of Allah
৭৫. আল কুরআনের সহজ বাংলা অনুবাদ

এছাড়া তাঁর দুটো বই তামিল ভাষায়, দুটো বই উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক গোলাম আযম সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। ২০০৫ সাল, তার বয়স ৮২ বছর চলছে। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তিনি। জামায়াত, ছাত্রশিবির, জামায়াতের মহিলা বিভাগ, ছাত্রীসংস্থা, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ইত্যাদির তারবিয়তী প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন ধরনের সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশ নিচ্ছেন। তার ক্ষুরধার লেখনী থেমে নেই। আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "জীবনে যা দেখলাম" লিখে চলেছেন নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরলসভাবে। এ বয়সেও তাঁর অধ্যবসায়, নিয়মিত কাজকর্ম, চলাফেরা, লেখাপড়া, বক্তৃতা একজন যুবককেও হার মানায়।

লেখাপড়ায়, চিন্তা-চেতনায়, গবেষণায়, বক্তৃতায়, সংগঠনে, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া, কথাবার্তা, ভদ্রতা, হক কথা বলায় সর্বোপরি প্রতিটি কথা ও কাজে আজ তিনি ইসলামী আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য এক

www.pathagar.com

জীবন্ত মডেল ও অনুপ্রেরণার উৎস। জামায়াতে ইসলামী তথা ইসলাম প্রিয় অগণিত জনতার আজ তিনি আধ্যাত্মিক গুরু। উল্লেখ্য যে, তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যেই ছোট-বড় মিলে ৭টি জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ব্যক্তিগত ইবাদাতের ক্ষেত্রেও সকলের অনুসরণীয়। জামায়াতে নামাজ পড়া, নিয়মিত কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, প্রতি রমজানে এতেকাফ, সিয়াম পালন, জুমার নামাজ ও দুই ঈদের নামাজে ইমামতি ও খুতবাহ প্রদান, সুন্নত ও নফল রোজা পালন সবকিছুর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অধ্যাপক গোলাম আযম। উল্লেখ্য যে, অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৬০ ও ৬১ সালে পল্টন ময়দানের বড় ঈদের জামায়াতেও ইমামতি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা এ মর্দে মুজাহিদকে হায়াত বৃদ্ধি করুন এবং দেশ ও জনগণের আরও খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

বৈবাহিক জীবন

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯৫১ সালে প্রখ্যাত আহলে হাদীস আলেম পরিবারের সাইয়েদা আফিফা খাতুনকে বিবাহ করেছেন। তার শ্বশুর প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা মীর আবদুস সালাম। অধ্যাপক গোলাম আযমের ছয় ছেলে, কোন কন্যা সন্তান নেই। বেগম আফিফার বড় বোন অধ্যাপিকা যাকিয়া খাতুন কামিল ও ডবল এমএ পাস করে সরকারী সোহরাওয়ার্দী কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জমিয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি ড. এম. এ বারীর আম্মা তাদের আপন ফুফু।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ

—বুদ্ধিদীপ্ত এক বিচক্ষণ ব্যক্তি

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ দেশে এবং বিদেশে একজন পরিচিত ও প্রখ্যাত দ্বীনি ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সু-রসিক বক্তা, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সংগঠক, লেখক। সর্বোপরি তিনি হলেন একজন বলিষ্ঠ দায়ী' ইলাল্লাহ। ১৯৫২ সাল থেকে তিনি বিরামহীনভাবে এ ভূখণ্ডে দায়ী' ইলাল্লাহর ভূমিকা পালন করে চলেছেন। '৫০ দশকের শুরুতেই যারা এ ভূখন্ডে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করেছেন তাদের অন্যতম একজন হলেন মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

জন্ম ও শিক্ষা

১৯২৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারী খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জিলার শরণখোলা থানায় মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুন্সী আজিমউদ্দিন। মাতার নাম আয়েশা খাতুন।

তাঁর শিক্ষা জীবন ছিল অতি উজ্জ্বল। নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি রায়েন্দা মাইনর স্কুলে এবং পরবর্তীতে আমতলী সিনিয়র মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে আলিম পরীক্ষায় ২য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৫০ সালে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন ও ১৯৫২ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন

ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি খুলনা আলীয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত হন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত খুলনা আলীয়া মাদরাসায় প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে প্রায় ১০ বছর শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯৬২ সালে মাদরাসার চাকুরী ছেড়ে সরাসরি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্রজীবন থেকে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার একজন কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি বৃটিশ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। পঞ্চাশের দশকে মাওলানা ইউসুফ ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৫২ সালের মাঝামাঝি তিনি জামায়াতে ইসলামীতে একজন মুত্তাফিক হিসেবে যোগদান করেন। একই বছরে ডিসেম্বরে তিনি পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর (রুকন) সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৮ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। বর্তমানে মাওলানা ইউসুফ বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, দারুল আরাবিয়া ও দারুল ইফতা এবং ওলামা মাশায়েখ কমিটিরও সভাপতি। জামায়াতের অভ্যন্তরীণ বহুবিধ কাজে তিনি জড়িত এবং যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে সব আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন।

জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তিনি ৬০-এর দশকে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পি.ডি.এম এবং ডাক-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ছিলেন। তিনি বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। তিনি প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

সামাজিক কাজ

মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতির সভাপতি হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি অগ্রগতির পদ্ধতি, বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। শিক্ষা সম্প্রসারণেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইয়াতীমখানার সভাপতি।

উল্লেখ্য যে, তিনি কুয়েত ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামিক চ্যারিটেবল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা এবং এশিয়া ইসলামিক পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

www.pathagar.com

দেশ ভ্রমণ

এ পর্যন্ত তিনি প্রায় ৩০টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। এগুলো হলো—ভারত, পাকিস্তান, সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, আমীরাত, ওমান, মিসর, সুদান, জর্দান, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং কানাডা। এসব দেশ সফরকালে আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন এবং বিভিন্ন সংস্থার সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে বক্তব্য পেশ করেছেন।

সাহিত্য কর্ম

তিনি অনেক মূল্যবান বই লিখেছেন—যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআন কি ও কেন, হাদীসের আলোকে মানব জীবন, সত্য ধর্ম, বিদেশে আমি কী দেখলাম, আমেরিকা, কানাডা এবং ইংল্যান্ডে আমার ভ্রমণ, আফগানিস্তানে যা দেখেছি, ইত্যাদি।

বৈবাহিক জীবন

১৯৪৯ সালে তিনি রাবেয়া খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ৩ ছেলে ও ৫ মেয়ে।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান

—সদালাপী, নিরহংকার এক জনদরদী ব্যক্তি

অত্যন্ত সদালাপী নিরহংকার, জনদরদী একজন ব্যক্তি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান। অত্যন্ত কঠিন কোন বিষয়ও তিনি হাস্য-রসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। দলমত নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তির কাজের জন্যই যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, মানুষের সেবায় যার আন্তরিকতা ফুটে ওঠে তিনি মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা আবদুস সুবহান ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বরে পাবনা জিলায় জন্মগ্রহণ করেন। ফরিদপুরে অবস্থান ত্যাগ করে তার পিতামহ পাবনা জিলার সুজানগর থানার মমিনপাড়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে মাওলানা আবদুস সুবহান পাবনা শহরের গোপালপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।

মাওলানা আবদুস সুবহান ১৯৪৭ সালে উলাত মাদরাসা থেকে জুনিয়র পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেন। ১৯৫২ সালে তিনি ফাজিল ডিগ্রি লাভ করেন এবং সিরাজগঞ্জ আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৫৪ সালে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ৭ম স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন

১৯৫২ সালে মাওলানা আবদুস সুবহান পাবনা আলীয়া মাদরাসায় হেড মাওলানা হিসেবে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। আরিফপুর সিনিয়র মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও তিনি পাবনা জিলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। তিনি প্রায় দশ বছর কাল শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

পরবর্তীতে তিনি ব্যবসা শুরু করেন এবং অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে 'তাওহিদ পলিথিন ইন্ডাস্ট্রি' স্থাপন করেন। তিনি 'আল হেলাল স্পেশালাইস্‌ড টেক্সটাইল মিলস লিঃ স্থাপন করেন এবং মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫০ সালে ফাজিল ক্লাশে অধ্যয়নের সময় তাঁরই এক বন্ধুর কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। তৎক্ষণাৎ তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে একদল ছাত্র খাজা মাহবুব ইলাহী, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী এবং ব্যারিস্টার কোরবান আলী ঢাকায় সম্মিলিত বৈঠকে ছাত্র অংগনে ইসলামী আন্দোলনের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলেও তিনি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ১৯৫৬ সালে তিনি জামায়াতের রুকন হন এবং একই বছর তিনি পাবনা জিলার আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন।

মাওলানা সুবহান একই বছরে পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর মজলিশে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর তিনি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় শূরার সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির তিনি একজন সদস্য।

উল্লেখ্য যে, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুস সুবহান একজন দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান। কর্ম জীবনের শুরু থেকেই তিনি একজন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। তাঁর জীবনে প্রথম তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, পরবর্তীতে দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অতপর বৃহত্তর ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করে দেশ ও জনগণের খেদমতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি একজন সার্থক রাজনীতিবিদ ও যোগ্যতম দায়ী' ইলাল্লাহ।

তিনি ১৯৬২ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালে তিনি দ্বিতীয়বার প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং বিরোধী দলের সিনিয়র ডেপুটি লীডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা আবদুস সুবহান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও ১৯৭৯ সালে ও ১৯৮৬ সালেও জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

মাওলানা সুবহান ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের ডেপুটী লীডার হিসেবে জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন করেন। মাওলানা আবদুস সুবহান

www.pathagar.com

তদানীন্তন পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৭ সালে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনে তিনি দুবার কারাবরণ করেন। ১৯৮৭ সনেও এরশাদ সরকারের আমলে দুবার কারাবরণ করেন। তিনি ২০০১ সালে পুনরায় জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং জামায়াতে ইসলামী সংসদীয় দলের উপনেতা ও জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্তর্জাতিক কাজ

১৯৬৬ সালে মাওলানা আবদুস সুবহান পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান জাতীয় অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ও.আই.সি সম্মেলনে যোগদানের জন্য লিবিয়ার বেনগাজী গমন করেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য তিনি বহুবার যুক্তরাজ্যে গমন করেন।

১৯৭৯ সালে তিনি করাচীতে এশিয়ান ইসলামী অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে নতুন দিল্লীতে হজ্ব কনফারেন্সে যোগদান করেন। তিনি বসনিয়া গণহত্যার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অধিবেশনে যোগদানের জন্য বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে যান। এছাড়া সরকারী অতিথি হিসেবে জার্মানী সফর করেন। উল্লেখ্য মাওলানা আবদুস সুবহান ভারত, নেপাল, থাইল্যান্ড, চীন, অস্ট্রেলিয়া, হংকং, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, পাকিস্তান, ইরান, যক্তরাষ্ট্র, কুয়েত, সৌদী আরব, বাহরাইন, লেবানন, লিবিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় গমন করেন। তিনি আটবার হজ্জব্রত পালন করেন এবং দুবার উমরাহ পালন করেন।

সামাজিক কাজ

ছাত্রজীবন থেকেই মাওলানা আবদুস সুবহান সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সামাজিক কাজে ও সমাজকল্যাণ ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি আঞ্জুমানে রফিকুল মোছলেমীন নামে প্রশিক্ষক ও সঞ্চয়মূলক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদেরকে কিছু সঞ্চয় করানো এবং তাদের ইসলামী আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দেয়া।

www.pathagar.com

১৯৬৮ সালে তিনি জালালপুর জুনিয়র হাইস্কুল ও বিবেকানন্দ বিদ্যাপীট নামে দুটো জুনিয়র স্কুল হাপন করেন এবং উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি পাবনা আলীয়া মাদরাসার গভর্ণিং বডির সদস্য ছিলেন এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে গোপালপুর ইন্সটিটিউট, রাধানগর মজুমদার একাডেমী, পাবনা মহিলা কলেজ, ইসলামীয়া কলেজ (বর্তমানে শহীদ বুলবুল সরকারী কলেজ) এবং ঈশ্বরদী জিন্নাহ কলেজে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময়েই তিনি পুষ্পপারা আলীয়া মাদরাসাকে কামিল মাদরাসা হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্তির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৫ সালে পাবনা চাঁপা এস্টেটের মোতাওয়াল্লিহ নির্বাচিত হন এবং ঐতিহাসিক চাঁপা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি সুজানগর থানার অধীনে মমিনাপাড়া প্রাথমিক সরকারী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে তিনি পাবনা দারুল আমান ট্রাস্ট, পাবনা ইয়াতিমখানা, ইসলামীয়া কলেজ, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জামে মসজিদ ও হেফজখানা, ইমাম গাজ্জালী ট্রাস্ট, ইমাম গাজ্জালী গার্লস হাই স্কুল ও কলেজ, ইমাম গাজ্জালী কিন্ডার গার্টেন স্কুল, কোমরপুর পদ্মা কলেজ, দুলাই আল কোরআন ট্রাস্ট পাবনা কেন্দ্রীয় গোরস্থানের চেয়ারম্যান। তিনি পাবনা হোমিওপ্যাথিক কলেজ এবং হাসপাতাল, বাংলাদেশ কৃষক কল্যাণ সোসাইটি এবং বাংলাদেশ তাঁতী কল্যাণ সোসাইটির ভাইস চেয়ারম্যান।

মাওলানা আবদুস সুবহান 'দৈনিক সংগ্রাম-এর' বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর একজন সদস্য ছিলেন। তিনি পাবনা মহিলা মাদরাসার প্রেসিডেন্ট এবং অবৈতনিক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ঢাকা ভিত্তিক পাবনা সমিতির এবং বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর আজীবন সদস্য। তিনি ইসলামিক 'ল' রিসার্চের সভাপতি এবং পাবনা ফোরামের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সাংবাদিক হিসাবে মাওলানা সুবহান

মাওলানা আবদুস সুবহান '৬০ ও '৭০ দশকে সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি 'দৈনিক তাসনীম' পত্রিকা (উর্দু ভাষায় করাচী হতে প্রকাশিত)-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ঢাকায় 'জাহানে নও' সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং মাসিক উর্দু ডাইজেষ্টের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। সেই সময় তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

প্রতিবেদন ও ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ সেসব পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হতো।

বৈবাহিক জীবন

১৯৫৩ সালের ৩রা মার্চ মাওলানা আবদুস সুবহান সাহেব বেগম রহিমাকে বিবাহ করেন। তাদের পাঁচ ছেলে ও ছয় মেয়ে। মাওলানা আবদুস সুবহান ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত অমায়িক, সামাজিক, সদালাপী, হাস্যোজ্বল, পরোপকারী ও জনদরদী ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

জনাব বদরে আলম

—আদর্শ কায়েমের এক জীবন্ত মডেল

মাত্র বিয়ে হয়েছে। রাত না পোহাতেই ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত রংপুর রওয়ানা দেয়ার জন্য। স্ত্রীর মায়া, শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের পরশ কোনটাই তাঁর পথ রোধ করতে পারলো না। তাকে রংপুর যেতেই হবে। কারণ অফিস ফাঁকি দেয়া যাবে না। রংপুর রওয়ানা দিলেন এবং ঠিক সময়মত অফিসে পৌঁছলেন।

অফিসে সরকারী গাড়ীতে রওয়ানা হয়েছেন বাসা থেকে। স্ত্রী বললেন, আমাকে একটু নিউ মার্কেট নামিয়ে দিয়ে আসুন। স্বামী বললেন—তুমি রিকসা নিয়ে চলে যাও। কারণ সরকারী গাড়ীর তেল পুড়ে তোমাকে নিউ মার্কেট নামিয়ে দিয়ে আসা ঠিক হবে না। অগত্যা স্ত্রী গাড়ী থেকে নেমে রিকসা করে নিউ মার্কেট গেলেন।

দুপুরের খাবার সময়। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেটে। যোহরের নামায পড়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে নিজেই কিনলেন-২টা চাপা কলা আর একটা ছোট্ট পাউরুটি। এ খাবার খেয়ে সারাদিন করলেন অফিসের কাজ।

কাজ সেরে রাতে বাসায় যাবেন। অফিসে গাড়ী নেই, তবুও কোন কথা নেই। টু শব্দ নেই মুখে। হেঁটে চললেন। অনেক দূর পায়ে হেঁটে তারপর পেলেন রিকসা—রিকসাতেই পৌঁছলেন বাসায়।

খেতে বসেছেন—পাতে তরকারী নেই। সবাই খাচ্ছে—অনেকে বলেছেন এটা কই, ওটা কই। তার মুখে কোন শব্দ নেই। চুপ করে বসে আছেন। পেলে খাবেন—না হলে চুপচাপ তাই দিয়ে সেরে উঠবেন।

একদিকে সরকারী চাকুরী অন্যদিকে জামায়াতের রুকনিয়াত কোনটা গ্রহণ করবেন ? তিনি ঈমানের পরীক্ষায় জয়ী হলেন। সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিলেন শুধুমাত্র জামায়াতের রুকন হওয়ার জন্য।.....সংগঠন থেকে কিছু সাহায্য করা হলো। কিন্তু প্রাইভেট একটি ফার্মে চাকুরী পাওয়ার পর সব টাকা ফেরত দিলেন বায়তুলমালে। একটি পয়সাও রাখলেন না।

হ্যাঁ এ রকম আরো অনেক কিছু আছে। জানেন মানুষটি কে ? তিনি জনাব বদরে আলম। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম কাতারের একজন।

www.pathagar.com

জন্ম ও শিক্ষা

জন্ম ভারতের কোলকাতা শহরে এক বনেদী মুসলিম পরিবারে। ১৯৩০ সালের ৬ অক্টোবর। পিতার নাম মোঃ হানিফ, মাতার নাম মরিয়ম বিবি। পিতা ছিলেন চাকুরীজীবী। একজন সমাজকর্মী এবং খেলাফত আন্দোলন ও মুসলিম লীগের কর্মী।

জনাব বদরে আলম প্রাইমারী, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে পাস করেছেন। হাজী মহসিন বৃত্তি পেয়েছেন। ১৯৪৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কোলকাতা মাদরাসা থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ.জি অর্থাৎ ব্যাচেলার অব এগ্রিকালচার ডিগ্রি লাভ করেছেন।

১৯৫৮-১৯৫৯ দুই বছর যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলোরেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এন্টমোলোজি' বিষয়ের উপর অধ্যয়ন করে উচ্চতর ডিগ্রি নেন।

কর্মজীবন

১৯৫৬-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত কৃষি বিভাগে সরকারী চাকুরী করেছেন। জামায়াতের রুকনিয়াত পাওয়ার জন্য সরকারী চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৬৫-৮৫ সালে কনসালটেন্সী ফার্মে কাজ ও গবেষণা করে কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং সুনাম অর্জন করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৬৫ সালে রুকন হন। ১৯৬৫-৭১ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী মজলিসে শূরার সদস্য এবং মতিঝিল থানার নাযেম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রচার বিমুখ নিরলস নিরব অথচ দক্ষ ও বিচক্ষণ এ নেতার কাঁধে "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ"-এ সংগঠনের বহুবিধ দায়িত্ব রয়েছে। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে পুরোপুরি হক আদায় করে অর্পিত দায়িত্বগুলো তিনি পালন করে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

সমাজ সেবা

তিনি আলমানার ভিডিও সেন্টারের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চাষী কল্যাণ সমিতি, বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট, ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান। জামেয়া ইসলামিয়া ট্রাস্টের সদস্য, ইসলাম প্রচার সমিতি, তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসাসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। তার গুণের শেষ নেই। একই সাথে বহুগুণের সমাহার তার মধ্যে।

সাহিত্য কর্ম

তিনি বেশ কয়েকটি বইও লিখেছেন। তার মধ্যে রয়েছে ঃ মর্দে মুজাহিদ যুগে যুগে, বিশ শতকের চার দরবেশ, হারানো মুক্তার হার, চরিত্র মাধুর্য।

দেশ ভ্রমণ

তিনি হজ্জব্রত পালন করেছেন। ভারত, পাকিস্তান, আমেরিকা, সৌদী আরব, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া সফর করেছেন।

২০০৫ইং-৭০ উর্ধ বয়স। বয়সের ভারে অনেকটা ক্লান্ত। কিন্তু কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ তাঁকে কোন কাজ থেকে দমাতে পারেনি। সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও অল্পে তুষ্ট এবং বহুবিধ গুণের অধিকারী এ নেতা সকলের জন্যই অনুস্মরণীয় এক মডেল এবং প্রেরণার উৎস।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৫৯ সালে বগুড়া জেলার সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারের মেয়ে জেবুন নেসাকে বিবাহ করেন। তাদের ৬ ছেলে ৩ মেয়ে। বড় মেয়ে জামায়াতের রুকন। সকলেই উচ্চ শিক্ষিত এবং দ্বীনী আন্দোলনের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ শামস উদ্দিন

—এক বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও দায়ী' ইলাল্লাহ

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা মুহাম্মদ শামস উদ্দিন ১৯৩১ সালের ১ মার্চ চট্টগ্রাম জেলার মীরেশ্বরাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম মুহাম্মদ সেকান্দর মাষ্টার, মাতার নাম মুহতারামা রহিমুন নিছা।

মীরেশ্বরাইয়ের নিজ গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর মাওলানা মুহাম্মদ শামস উদ্দিন চট্টগ্রাম কাজেম আলী হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি পাস করেন। উল্লেখ্য তিনি প্রাইমারী স্কুলে অধ্যয়নের সময় ২য়, ৩য় ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে বৃত্তি লাভ করেন। অতপর ১৯৫১ সালে মীরেশ্বরাই ছুফিয়া নুরিয়া সিনিয়র মাদরাসা থেকে আলিম পরীক্ষা এবং ১৯৫৩ সালে ফাজিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৫ সালে বরিশাল ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসা থেকে ১ম শ্রেণীতে কামিল পাস করেন।

কর্মজীবন

শিক্ষা জীবন শেষ করার পর ১৯৫৬ সালে তিনি শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৫৮-৬৮ সাল পর্যন্ত সোবহানিয়া আলিয়া মাদরাসায় মোহাদ্দিস হিসাবে শিক্ষকতা করেন। উল্লেখ্য যে তিনি চট্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি ব্যবসা শুরু করেন এবং ব্যবসায় তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বর্তমানেও তিনি মাওলানা ব্রাদার্স ও মাওলানা কমপ্লেক্স ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে জড়িত রয়েছেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর একজন পরিচালকও ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা মুহাম্মদ শামছ উদ্দীন ছারছিনা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যয়নরত অবস্থায় ইসলামী আন্দোলনের সন্ধান লাভ করেন এবং সে সময় একই মাদরাসার ছাত্র অধ্যাপক আখতার ফারুক ও প্রখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন

www.pathagar.com

মাওলানা ছিফাতুল্লাহর সাথে মিলে একত্রে কাজ শুরু করেন। কিন্তু উক্ত মাদরাসার কড়া নিয়ন্ত্রণে তারা কাজে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। পরবর্তীতে ছাত্র জীবন শেষ করে ১৯৫৬ সালের শুরুতে সরাসরি জামায়াতে শামিল হন। তখন সামরিক আইন জারি হলে প্রকাশ্যে কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর তিনি জামায়াতের রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। অতপর মাওলানা মুহাম্মদ শামস উদ্দিন ১৯৬৩-১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী, ১৯৬৮-১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলার আমীর, ১৯৭৯-৮৭ সাল চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর এবং ১৯৮৮-৯১ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কর্মপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজ সেবামূলক কাজ

মাওলানা শামস উদ্দিন একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবক, তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সাথে জড়িত রয়েছেন। তিনি ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমানেও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এর মাধ্যমে বহুবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য ১৯৭৯ সাল থেকে এই পরিষদের মাধ্যমে প্রতি বছর চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক সীরাত (স) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। নিম্নে তার সমাজসেবামূলক কাজের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

(ক) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমানেও সভাপতি, ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ, চট্টগ্রাম।

(খ) প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট, চট্টগ্রাম।

(গ) সাবেক চেয়ারম্যান-বাংলাদেশ ইসলামী একাডেমী, চট্টগ্রাম

(ঘ) সাবেক ডাইরেক্টর-ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

(ঙ) সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান, শাহ্ওয়ালী উল্লাহ ট্রাস্ট, জামালখান, চট্টগ্রাম

(চ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আল জাবের ইনস্টিটিউট, মুহুরীপাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

(ছ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-জামান আনোয়ার ইনস্টিটিউট কিন্ডারগার্টেন, উঃ কাট্রলী, চট্টগ্রাম

(জ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-মাদরাসা-ই-আবু হুরাইরা (রা), নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

(ঝ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব, মুহুরী পাড়া, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

(ঞ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদ হাইস্কুল, উঃ কাট্রলী, চট্টগ্রাম

(ট) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমানেও সভাপতি ইসলামী এডুকেশান সোসাইটি, মীরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম

(ঠ) সভাপতি–শেখ ইয়াহ্হিয়া খাজ্জান জামে মসজিদ, মীরেশ্বরাই, চট্টগ্রাম

(ড) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–বায়তুর রিদওয়ান ইয়াতিমখানা, খুলশী, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

(ঢ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ হাসপাতাল (৫০ শয্যা বিশিষ্ট), চট্টগ্রাম

(ণ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–ইসলামী সমাজ কল্যাণ জামে মসজিদ, স্বরাইপাড়া, চট্টগ্রাম

(ত) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–দারুস শেফা ক্লিনিক-১৫২, কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম .

(থ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–ঝাউতলা আদর্শ হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ঝাউতলা, চট্টগ্রাম

(দ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি–মাদারবাড়ী আদর্শ হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম

(ধ) সভাপতি–স্টেশন রোড জামে মসজিদ এন্তেজামিয়া কমিটি, স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম

মাওলানা শামস উদ্দিন হজ্বব্রত পালন করেছেন এবং পাকিস্তান সফর করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৫৯ সালে মুহতারামা হুছনে আরাকে বিবাহ করেন এবং তাদের ২ ছেলে এবং ৪ মেয়ে।

www.pathagar.com

এডভোকেট মুহাম্মদ আবদুল লতিফ

—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, আইনজীবী ও জামায়াত নেতা

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২, পশ্চিম বঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার মহকুমার সদর থানার সোনাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মরহুম আদ্বীন আলী। তার পিতামহ ছিলেন জলপাইগুড়ির পীর ফকির আলী শাহ। পীর-মুরীদী রীতিতে বেদায়াতী কার্যাবলী বিশেষতঃ কদমবুসী রীতি বন্ধ করার অভিযানেই তিনি পীর-মুরীদী পরিত্যাগ করেন ও পরিবারের সকলকে এই সিলসিলা বন্ধ করার অছিয়ত করেন। মাতার নাম মরহুমা কারিমুন্নীসা।

শিক্ষা জীবন

সোনাপুর জুনিয়র মাদরাসা হতে ১৯৪৬ ইং সালে দ্বিতীয় বিভাগে জুনিয়র মাদরাসা পাস করেন এবং আলিপুর দুয়ার মহকুমা শহরের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল থেকে ১৯৫১ইং সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাস করেন। ইতিমধ্যে গোটা পরিবার পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার ডিমলা থানাধীন গয়াবাড়ী ইউনিয়নে হিজরত করে চলে আসে। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আসার পর গাইবান্ধা কলেজে ইন্টারমেডিয়েট শ্রেণীতে ভর্তি হন ও ১৯৫৩ ইং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন। এ সময়ে ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫২-৫৩ দুই সেশন গাইবান্ধা কলেজের ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন ও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের নেতৃত্ব দেন।

১৯৫৩-১৯৫৫ সেশনে রংপুর শহরের কারমাইকেল কলেজে পড়াশুনা করেন এবং অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। এ কলেজ থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এ পাস করেন। ১৯৫৬ইং সাল থেকে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ১৯৬৬ ইং সালে রংপুর 'ল' কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এল.এল.বি পাস করেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

১৯৫৬ইং সালে ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানাধীন পদুরবাড়ী হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতপর ১৯৫৭ইং সালে কয়েক মাসের জন্য মুক্তাগাছা আর.বি.আর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ঐ সালের জুন মাসে নীলফামারী উচ্চ বিদ্যালয়ে (বর্তমানে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়) যোগদান করেন। ১৯৬৬ইং সাল পর্যন্ত এ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। এ দশ বছর নীলফামারী উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সেক্রেটারী, ম্যানেজিং কমিটির শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য ছিলেন। তিনি তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

অতপর ১৯৬৭ইং সালে নীলফামারী মহকুমা আদালতে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং ঐ পেশায় এখনও নিয়োজিত আছেন। মহকুমা ও জেলা আইনজীবী সমিতির বরাবর কার্যকরী পরিষদের সদস্য ছিলেন। বিগত ২০০১ ও ২০০২ সেশনে জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫০ সালে জলপাইগুড়ি জেলার সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাংগার কারণে মুসলিম ছাত্রদেরকে সংগঠিত করেন। ১৯৫১ ইং সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে এসে শাসক দল মুসলিম লীগের অপশাসনের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে শরীক হোন তিনি।

গাইবান্ধা কলেজের ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে বাংলা ভাষার আন্দোলনের সাথে মুসলিম লীগ উৎখাতের আন্দোলনেও শরীক হন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের পক্ষে নির্বাচনী তৎপরতায় অংশ নেন।

উল্লেখ্য কারমাইকেল কলেজে পড়াশুনা করার সময় সেই কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম আযমের সংস্পর্শে আসেন। উল্লেখ্য ঐ কলেজে তিনি তার ছাত্র আবদুল লতিফকে মাওলানা মওদূদী (র) লিখিত কিছু ইংরেজী বই দেন। বইগুলো পড়ে তিনি জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৫৭ সালে জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরমপূরণ করে নীলফামারীতে একটি ইউনিট চালু করেন। ১৯৬০ সালে নীলফামারী শহরের সংগঠক, দুই বছর পর নীলফামারী মহকুমা সংগঠক, ১৯৬৩ সালে

www.pathagar.com

রোকন হিসাবে শপথ নেন। ১৯৬৩ সালে নীলফামারী শহরে জামায়াতের রোকন সংখ্যা তিনজন হওয়ায় তিনি শহরের আমীর নিযুক্ত হন। একই সাথে নীলফামারী শহর আমীর ও নীলফামারী মহকুমা সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন।"

তিনি ১৯৮০ ইং সালে বৃহত্তর রংপুর জেলা সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তখনও তিনি নীলফামারী শহর আমীর, নীলফামারী মহকুমা সংগঠক ছিলেন। ১৯৮২ ইং সালে নীলফামারী মহকুমা জামায়াতের সাংগঠনিক জিলার মর্যাদা পায়। তিনি প্রথম জিলা আমীর নিযুক্ত হন ও ২০০০ইং সাল পর্যন্ত আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। নীলফামারী জিলা আমীর থাকাবস্থায় পঞ্চগড় জেলার খাদেমের ১ বছর দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হন। ২০০২ ইং সালে বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের ৮টি জেলার অঞ্চল পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে ঐ অঞ্চল টিমের একজন সদস্য হন।"

সমাজ সেবা, শিক্ষা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান

১৯৭৬ সালে নীলফামারী মহিলা মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সদস্য হন। একই সালে নীলফামারী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারী শহরের বৃহত্তর বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় ছমির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়-এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮২ সালে নীলফামারী শহরে "ইসলামী মিশন ট্রাস্ট" নামে একটি শিক্ষা সংস্কৃতি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান কায়েমের মাধ্যমে "আল হেলাল একাডেমী" নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মরহুম ইসহাক আল মক্তব, হিলফুল ফুজুল ইয়াতীমখানা, আদর্শ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিচালনা করেন। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সহায়তায় রিকসা প্রকল্প চালু করেন। শতাধিক রিক্সা দরিদ্র রিকসা চালকদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করেন।

কুয়েত চেরিটেবল ফান্ডের সহায়তায় আল হেলাল একাডেমী চত্বরে একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈবাহিক জীবন

এডভোকেট আবদুল লতিফ বিবাহিত। তাদের ২ ছেলে, ৩ মেয়ে।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ শাহ্ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম

—কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত দানকারী একজন পীর

অধ্যক্ষ শাহ্ রুহুল ইসলাম একজন উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তার পিতার নাম মরহুম মাওলানা শাহ মোঃ আফজালুল হক, মাতার নাম সৈয়দা ফাতেমা খাতুন। তিনি ১৯৩৩ সালে রংপুরের পাকুরিয়া শরীফে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪২ সালে পাকুরিয়া শরীফ জুনিয়র মাদরাসা থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে রাজশাহী সরকারী হাই মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৪৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৫০ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে আই.এ. এবং ১৯৫৩ সালে বি.এ পাস করেন। অতপর ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী সাহিত্যে এম.এ পাস করেন। উল্লেখ্য তার পুরা নাম রুহুল ইসলাম শাহ মুহাম্মদ সুজাউল হক কেরমানী।

কর্মজীবন

অধ্যক্ষ শাহ রুহুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতার কাজে জড়িয়ে পড়েন। উল্লেখ্য তার পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম এবং ঐ এলাকার আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি নিজ বাড়ীতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। কোন অর্থ-লিপ্সা তাঁর ছিল না। সেবামূলক মনোভাব নিয়েই তিনি ইসলামী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন এবং তাঁর ছেলেকে (শাহ রুহুল ইসলাম) এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবেই তিনি বাড়ীর মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা শুরু করেন। ১৯৬৫ সালে রংপুর ডিগ্রি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৭ সালে নিজ এলাকায় একটি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হলে তিনি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যক্ষ শাহ রুহুল ইসলাম অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং নিজ থানায় নাযেম হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎকারের পর তিনি রুকনিয়াত লাভ করেন। এরপর

www.pathagar.com

থেকে তিনি বৃহত্তর রংপুর জেলার ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৬২ সালে এবং ১৯৭০ সালে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে ২বার জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর তিনি ১৯ মাস ১৫ দিন কারাভোগ করেন। ১৯৮৬, ১৯৯১, ৯৬ ও ২০০১ সালেও তাকে জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৩ সাল পর্যন্ত জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য।

সমাজ সেবা

অধ্যক্ষ শাহ রুহুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর বুজুর্গ পিতার তত্ত্বাবধানে সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি নিজ এলাকায় পল্লী মঙ্গল সমিতি নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। অপরদিকে তার পিতার উৎসাহ উদ্দীপনাকে কেন্দ্র করে তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে আলীয়া মাদরাসায় উন্নীত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এখানে ২টি প্রাইমারী স্কুল, (বালিকা ও বালক শাখা) একটি হাইস্কুল, একটি হেফ্ জখানা ও একটি ইয়াতিমখানা, ১টি দারসে নিযামী মাদরাসা, ১টি ফাজিল মাদরাসা, ১টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের কাজে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম মূলত একজন পীর পরিবারের সন্তান। তার মরহুম পিতাও ছিলেন একজন প্রখ্যাত পীর। এই সুবাদে উত্তরাঞ্চলের জনগণ তাঁকেও পীর বলে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। তিনি পীর পরিবারের সন্তান হয়েও গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সারাজীবন আল্লাহর দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে নিজকে নিয়োজিত রেখে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। সুদীর্ঘ ১৫০ বছর যাবৎ তাদের বাড়ীতে তাদের দাদা মরহুম আল্লামা অছীম উদ্দিন (র)-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হালকায়ে জাকেরীনদের সমাবেশ প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উক্ত সমাবেশে তিনি দরসে কুরআন ও দরসে হাদীস পেশ করে থাকেন। এভাবে সকলের মধ্যে তিনি কালেমার বিপ্লবী দাওয়াত পৌছানোর কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

www.pathagar.com

বৈবাহিক জীবন

অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল ইসলাম ১৯৫৬ সালে নওগাঁর বিখ্যাত মীর পরিবারে বিবাহ করেন। তাদের ৪ মেয়ে ও ২ ছেলে। সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম তার বড় ভায়েরা ভাই।

www.pathagar.com

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী

—একজন দায়ী' ইলাল্লাহ ও সংগ্রামী জননেতা

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার কেশুয়া গ্রামে ১৯৩৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম মাওলানা আবদুল্লাহ চৌধুরী ও মাতার নাম মরহুমা গুলশান আরা। তার পিতা ছিলেন একজন সুপরিচিত আলেমে দ্বীন।

শিক্ষা জীবন

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী, মাইনর হাইস্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী, অতপর বাঁশখালী পুঁইছড়ী মাদ্রাসা থেকে ১০ম শ্রেণী ও চট্টগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসা-ই-আলীয়া থেকে ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতপর ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজ থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন।

কর্মজীবন

আলীম পরীক্ষার পর বড় ভাই রিজুয়ানুল হক চৌধুরীর ব্যবসার সাথে জড়িত হন। অতপর ফাজিল পরীক্ষার পর শিক্ষকতা পেশা শুরু করেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এর মধ্যে মধ্য হালিশহর ইসিন্যরাহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হামজারবাগ উচ্চবিদ্যালয়, চান্দগাঁও এন.এম.সি উচ্চবিদ্যালয়, হাশিমপুর মকবুলিয়া মাদরাসা উল্লেখযোগ্য।

রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবনে আন্দোলনের সাথে জড়িত হন এবং স্টুডেন্টস মুসলিম লীগ চট্টগ্রাম জেলার প্রচার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

এক পর্যায়ে তৎকালীন জামায়াতের চট্টগ্রাম বিভাগীয় আমীর মরহুম জনাব আবদুল খালেক সাহেবের সাহচর্যে এসে ১৯৬৬ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৭ সালে সংগঠনের রুকনিয়াত লাভ করেন। ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম শহর জামায়াতের সাংগঠনিক সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম শহরের সমাজসেবা বিভাগের দায়িত্ব, সাংগঠনিক সম্পাদকের

www.pathagar.com

দায়িত্ব ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

এছাড়া তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একজন সদস্য। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কারণে কারাভোগ করেন। ২০০০ সালে আবার তিনি কারাবরণ করেন।

দেশ স্বাধীনের আগে 'ইসলামী সংগ্রাম পরিষদ চট্টগ্রাম' গঠন করে, সফল নেতৃত্ব দেন এবং চট্টগ্রাম জেলা ইসলামী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৭৯ সালে আনোয়ারা সাতকানিয়া, ১৯৮৬ সালে লোহাগাড়া-সাতকানিয়া ১৯৯১, ১৯৯৬ সালে বাঁশখালী জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

সমাজসেবামূলক কাজ

১৯৫৮ সালে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেই স্কুল উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন। চাঁন্দগাঁও নাসির মোহাম্মদ চৌধুরীর স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭-২০০০ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ ও রিলিফ বিতরণের মাধ্যমে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ান। এছাড়া তিনি বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী, এছাড়া তিনি চট্টগ্রাম উন্নয়ন সংগ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

বৈবাহিক জীবন

মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী বিবাহিত। বর্তমানে তার ২ ছেলে ও ২ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ (সাবেক এম.পি)

—দ্বীনি আন্দোলনের এক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ বাংলা ১৩৪০ সালে ভারতের মালদহ জেলার তিমীরপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মাওলানা আব্বাস আলী এবং মাতার নাম মরহুমা দিল আফরোজা বেগম।

মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ তিমীরপুরা প্রাইমারী স্কুলে ৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখা পড়ার পর সাদলী চক হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতপর বিহার শ্যামাপুর মাদরাসা থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৫৮ সালে মালদহ জেলার পাটনা জামেয়া মাযহারুল উলুম থেকে দারসে নিযামীয়া ২য় বিভাগে শেষ সনদ লাভ করেন।

কর্মজীবন

১৯৫৮ সালে দরসে নিযামীয়া সনদ লাভ করেই তিনি চব্বিশ পরগনার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৬২ সালে ভারত ত্যাগ করে বিনিময় সূত্রে চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোহনপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ভারতে অবস্থান কালে ১৯৬২ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামী হিন্দের রুকনিয়াত লাভ করেন। তিনি ভারত ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে হিজরত করে আসার পর রাজশাহী জামায়াতের সাথে সংযুক্ত হন। এ সময় রাজশাহীতে জামায়াতের ভিত্তি স্থাপনকারী এডভোকেট এফ. আর খান, মাওলানা আজিজুর রহমান আল আমীন, মরহুম আরশাদ হুছাইন ও হাতেম খাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯৬৪ সালে জামায়াতের রুকনিয়াত লাভ করেন এবং জনাব আব্বাস আলী খান তার শপথ পাঠ করান।

রুকনিয়াত লাভের পর থেকে একই সাথে শিক্ষকতা ও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ অব্যাহত রাখেন। ১৯৭১ সালে বৃহত্তর রাজশাহী জেলার সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। অতপর চাঁপাইনবাবগঞ্জ আলাদা

www.pathagar.com

সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা দেয়া হলে তিনি উক্ত জেলার আমীর হিসেবে ৩ বছর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসেবে রোহনপুর ও নাচোল এলাকা থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য সে সময় জামায়াত মনোনীত সংসদে ১০জন নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদের ভিতরে ও বাহিরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে জামায়াতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় সংসদ সদস্যপদ থেকে ১৯৮৭ সালে পদত্যাগ করেন। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামীর একজন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য।

সমাজসেবা

মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ একটি আলেম মাদরাসা ও ১টি ইন্টারমেডিয়েট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া একসময় তিনি নেপালে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সুযোগে নেপালেও তিনি ১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন যা এখনও বর্তমান আছে।

তিনি একজন লেখকও। ছাত্রজীবনে তিনি লেখালেখির কাজ শুরু করেন এবং "তরুণ নকীব" নামে একটি সংকলন বের করেন।

বৈবাহিক জীবন

মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ ১৯৫২ সালে ভারতের প্রখ্যাত মাওলানা সানাউল্লাহর দ্বিতীয় মেয়ে মুহতারামা ছালেহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের ৩ ছেলে ২ মেয়ে। উল্লেখ্য, তার বড় ছেলে ও ছোট মেয়ে জামায়াতের রুকন। অন্যরাও ইসলামী আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

www.pathagar.com

জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম

—দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে এক নিরব ব্যক্তি

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব মোহাম্মদ ফজলুল করীম ১৯৩৪ সালে নেত্রকোনা জেলার দক্ষিণ বিশিউরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মোঃ সমেশ আলী। ১৯৪০ সালে সিন্‌চাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির মাধ্যমে তার শিক্ষা জীবন শুরু হয়। ১৯৪৬ সালে নেত্রকোনা আঞ্জুমান আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫১ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা পাস করেন। অতপর তিনি কিশোরগঞ্জ গুরু দয়াল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক সমস্যার কারণে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারেননি।

কর্মজীবন ও ইসলামী আন্দোলন

১৯৫১ সালে শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন এবং কিশোরগঞ্জে ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৬৬ সালে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মাওলানা আবদুল জব্বারের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁর কাছ থেকে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। তাঁরই প্রচেষ্টার মাধ্যমে ১৯৬৭ সালে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। উল্লেখ্য এর আগে তিনি ১৯৫৬ থেকে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ দা'য়ী ইলাল্লাহ। তিনি জনাব ফজলুল করীম সাহেবকে সংগঠনে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। তাঁর কাছে নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য পরিবেশন, ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব বুঝাতে থাকেন। এ উপলক্ষে তিনি মাঝে মাঝে ফজলুল করীম সাহেবের সাথে রাত্রিযাপন করতেন। এমনটিও হতো যে ফজলুল করীম সাহেব বিকাল বেলা পায়চারী করতে বের হতেন আর মাওলানা আবদুল জব্বার সাহেব তার খোঁজ খবর নিয়ে পিছনে ছুটে যেতেন। কিশোরগঞ্জের প্রবীণ রুকন মরহুম মাওলানা ইলিয়াস খান সাহেবও তাকে নিয়মিত মাওলানা মওদূদী (র)-এর বই পড়তে দিতেন। এভাবে ইসলামী আন্দোলনের প্রতি জনাব ফজলুল করীমের আকর্ষণ তীব্রতর হয়ে উঠে। উল্লেখ্য একদিন মাওলানা আবদুল জব্বার ফজলুল

www.pathagar.com

করীম সাহেবের বিছানায় বসে ইসলামী আন্দোলন নিয়ে কথা বলার পর জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আপনাকে ইসলামী আন্দোলনের দাবী ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাতে পেরেছি। আমি বললাম—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি উত্তরে বললেন, ব্যাস, আপনার বেলায় আমার দায়িত্ব শেষ। এবার আপনি কি করবেন সে দায়িত্ব আপনার। এখন আপনাকে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। অথবা আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।"

জনাব ফজলুল করীম বলেন যে, সেদিন রাতে তিনি ঘুমাতে পারেননি। ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের জন্য তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠে। সকালে উঠেই জনাব ফজলুল করীম মুত্তাফিক ফরম পূরণ করে জামায়াতে শামিল হন। ১৯৬৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৬৭ সালে কিশোর গঞ্জ শহরের একটি ইউনিট-এর য়িত্ব পালনের মাধ্যমে সাংগঠনিক জীবনের যাত্রা শুরু করেন। তিনি ১৯৬৮ সালে জামায়াতের রুকনিয়াত লাভ করেন। অতপর সরাসরি জামায়াতের সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত হন। প্রথমতঃ মোমেনশাহী জেলা শাখার অফিস সেক্রেটারী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী এবং পরবর্তীতে মোমেনশাহী জেলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বৃহত্তর মোমেনশাহী জেলা ৫টি জেলায় বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর নেত্রকোণা জেলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ১৯৯২ থেকে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জনাব ফজলুল করীম রাজনৈতিক কারণে আড়াই বছর কারা ভোগ করেন।

উল্লেখ্য জনাব ফজলুল করীম নেত্রকোণা জামায়াতের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় একাকী নিজে ঝড়-বিধ্বস্ত অন্ধকার রাত্রিতে কেন্দ্রের একটি খবর অধঃস্তন সংগঠনের এক দায়িত্বশীলকে দশ মাইল দূরে পৌঁছিয়েছেন। আবার রাতেই অফিসে ফিরেছেন, কোথাও খানা না পেয়ে একখন্ড পাউরুটি খেয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। আবার একদিন মোমেনশাহী জেলা আমীর থাকা অবস্থায় এ লেখকের নিজ বাড়ীতে শ্রাবণের গভীর রাত ১টায় পৌঁছেছেন। পরদিন প্রবীণ রুকন ডাঃ আবদুল মমিনসহ বকশীগ উপজেলায় দাওয়াতী কাজে গিয়ে উচ্ছৃংখল লোকদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন। কিন্তু দাওয়াত দেয়া থেকে বিরত হননি। এমনি অনেক

www.pathagar.com

উদাহরণ রয়েছে তাঁর জীবনে। জনাব ফজলুল করীম ১৯৭০ ও ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

সমাজ সেবা

জনাব ফজলুল করিম বাগরা ইসলামিয়া ট্রাস্ট ও ইসলামী সমাজ কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ বিশিউড়া কওমী মাদরাসা ও দক্ষিণ বিশিউড়া বাজার মসজিদের সভাপতি।

বৈবাহিক অবস্থা

তিনি বিবাহিত এবং তাঁর ৩ ছেলে ৬ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ আবু সাবের

—দ্বীন কায়েমের এক কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব

জন্ম ও শিক্ষা

১৯৩৫ সালে ১ জানুয়ারী কক্সবাজারের তেতৈয়া শিকদার পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আব্দুল গফুর তালুকদার, মাতার নাম মাসুদা খাতুন তালুকদার।

গ্রামে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় পারিবারিকভাবে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা করলে সেখানে তিনি আরবী, বাংলা, অংক, উর্দূ, ফার্সী, অধ্যয়ন করেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁর পিতা জলাতঙ্ক রোগে ইন্তেকাল করলে তার লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। উল্লেখ্য যে, তাঁর চাচা তখন কক্সবাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতেন। পিতা ইন্তেকালের সময় তার সন্তান আবু সাবেরকে মাদরাসায় পড়ানোর জন্য তার ভাইকে অসিয়ত করে যান। বাল্য বয়সেই পিতা হারানোর পর তিনি চরম দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হন। এমতাবস্থায় পিতামহ মরহুম আবদুল করিম তালুকদারের সান্নিধ্যে লালিত পালিত হতে থাকেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে তিনি ১৯৪৬ সালে খরুলিয়া গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হলে সেই মাদরাসায় ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর নানা একজন বড় মাপের আলেমে দ্বীন ছিলেন এবং কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি কামিল পাস করেন। তিনি নিজ গ্রামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক বড় বড় আলেম সে মাদরাসা থেকে তৈরী হয়েছিল। অতপর মাওলানা আবু সাবের ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় আলিম ২য় বর্ষে ভর্তি হন এবং ১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা বোর্ডের অধীনে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করে আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মাসিক সরকারী ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে একই মাদরাসা থেকে ১ম বিভাগে ফাযিল পাস করেন। অতপর ইংরেজী শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে কক্সবাজার সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং একই স্কুলে ১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং চট্টগ্রাম স্যার আশুতোষ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। কিন্তু আর্থিক ও অন্যান্য প্রতিকূলতার কারণে তাঁর পক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

১৯৬১ সালে তিনি কক্সবাজার হাইস্কুলে উর্দূ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষকতায় যোগদান করেন। সাথে সাথে পেপার, ষ্টেশনারী ও বই পুস্তকের ব্যবসা পরিচালনা করেন। অতপর ১৯৬৬ সালে নিজস্ব ইউনিয়ন খুরুশ কূলে ১টি জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করে অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম দারুল উলুম ইসলামীয়া মাদরাসায় অধ্যয়ন কালে ইসলামী জমিয়তে তালাবার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং কিছু দিন প্রচার বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর জনাব আবদুল খালেক সাহেব চট্টগ্রাম বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর আমীরের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং জামায়াত অফিসে যাতায়াত করেন। এভাবে মরহুম মাওলানা মওদূদী (র)-এর উর্দূতে লিখিত বইগুলো সরাসরি পড়ার সুযোগ পান। এর আগে তাঁরই ভগ্নিপতি মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ হুসাইন সাহেবের নিকট জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬০ সালে তিনি সরাসরি জামায়াতে যোগদান করেন এবং ইউনিয়ন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। ১৯৬৮ সালে ২২ আগষ্ট জামায়াতের রুকন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য তখন কক্সবাজার মহকুমায় রুকন ছিল মাত্র ৪জন। তারা হলেন—মাওলানা মোক্তার আহমদ, মাওলানা আবদুল গফুর, মাওলানা মোহাম্মদ আবু ছালেহ ও এডভোকেট ছালামত উল্লাহ। অতপর ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ১৯৮০ সালে কক্সবাজার সাংগঠনিক জেলা হিসেবে রূপান্তরিত হলে মাওলানা মোক্তার আহাম্মদ জিলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা মোক্তার আহামদ ঝিলঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় মাওলানা আবু সাবের কক্সবাজার জেলার আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর মাধ্যমে দুই টার্ম তিনি কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। কক্সবাজার জেলায় তখন ৬৭টি ইউনিয়ন ছিল। বর্তমানে ৭২টি ইউনিয়নের মধ্যে এমন কোন ইউনিয়ন নেই যেখানে তিনি সফর করেন নাই। যানবাহন চলার মতো কোন রাস্তা ঘাট ছিলনা।

www.pathagar.com

মেঠো পথে শুধু পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনি দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করেছেন। উল্লেখ্য পর্যন্ত চরম নির্যাতন, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের মধ্যেই তিনি দ্বীনের কাজ অব্যাহত রাখেন।

সমাজ সেবা

মাওলানা আবু সাবেরের উদ্যোগে তাফহীমুল কুরআন ট্রাস্ট ও আল হেরা ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাফহীমুল কুরআন ট্রাস্টের মাধ্যমে তেতৈয়া তাফহীমুল কুরআন সিনিয়র মাদরাসা, করিমিয়া ফয়জুন্নেছা দারুল হেফজ আদর্শ ফোরকানিয়া ও ঈদগাহ মাঠ ও আল হেরা ট্রাস্ট কক্সবাজারের মাধ্যমে আল হেরা একাডেমি ও খুরুশকুল গাজীর ভেইল দারুল উলুম দাখিল মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। তিনি এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি ইসলামীয়া মহিলা কামিল মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উল্লেখ্য যে, এ ভূখন্ডে তাদেরই উদ্যোগে মহিলা মাদরাসা সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈবাহিক জীবন

মাওলানা আবু সাবের বিবাহিত, তাঁদের ৪ ছেলে ২ মেয়ে। বর্তমানে মাওলানা আবু সাবের নিজ গ্রামে বসবাস করছেন।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম

—সুললিত কণ্ঠে যার সম্মোহনী শক্তি

পবিত্র কুরআন সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত একটি নিয়ামত। মাওলানা সরদার আবদুস সালাম সেই সুললিত কণ্ঠের অধিকারী। যখন তিনি তাঁর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন তখন শ্রোতামন্ডলী গভীর মনোযোগ সহকারে তন্ময় হয়ে শুনেন।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ১৯৩৭ সালে বরিশাল জিলার গৌরনদী উপজেলাধীন সারিকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মরহুম পিতা জনাব আবদুল হাকিমের তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি লক্ষীপুর টুমচর মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে দাখিল পরীক্ষায় পাস করেন। দাখিল পরীক্ষায় তিনি ২০তম স্থান অধিকার করেন। একই মাদরাসা থেকে ১৯৬১ সালে তিনি আলীম এবং ১৯৬৩ সালে ফাজিল পাস করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। অতপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে ১৯৭২ সালে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৭৩ সালে এম.এ. পাস করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ১৯৫৫ সালে জামায়াতে ইসলামীতে প্রথমে যোগদান করেন। ১৯৫৮ সালে মুসলিম ছাত্র মজলিসে যোগদান করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর ঢাকা জিলার ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে এবং পরবর্তীতে তিনি রাজশাহী বিভাগের ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং রংপুর জেলা আমীর, রাজশাহী বিভাগের সেক্রেটারী এবং পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য।

www.pathagar.com

এছাড়া তিনি তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উল্লেখ্য ১৯৯৮ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তিনি এ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

সমাজ সেবা

মাওলানা সরদার আবদুস সালাম সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে জড়িত আছেন। তিনি গৌরনদীর আল হেলাল ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি ২টি মাদরাসা, ২টি ইয়াতিমখানা এবং ১টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ১৯৮৯ সালে হজ্বব্রত পালন করেন।

তাঁর জীবনের স্বপ্ন হলো কুরআনের শিক্ষা ব্যাপকভাবে সাধারণ জনগণের কাছে ছড়িয়ে দেয়া। সাথে সাথে তিনি তাঁর প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীকে দেশে একটা শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তথা দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৫৯ সালের ২২শে মার্চ বেগম মরিয়মকে বিবাহ করেন। তাঁদের ২ ছেলে এবং ৪ মেয়ে। গত ১৫ জুলাই ২০০৪ ইং তারিখে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

www.pathagar.com

জনাব কাযী শামসুর রহমান (সাবেক এম.পি)

—দ্বীন কায়েমে এক নিবেদিত প্রাণ নেতা

জন্ম ও শিক্ষা

আলহাজ্জ্ব কাযী শামসুর রহমান ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিনটিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত শহর তদানিন্তন খুলনা জেলা এবং বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার সাতক্ষীরা পৌরসভা এলাকায় সালতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম কাযী আবদুল মতীন এবং মাতার নাম মরহুমা মোসাম্মৎ সৈয়েদুন্নেছা। তাঁর পিতা ঐ সময়ের একজন শিক্ষিত ধার্মিক ও দানশীল ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কাযী শামসুর রহমান ছিলেন পিতামাতার সর্বশেষ এবং একমাত্র পুত্র সন্তান। তাই বাল্যকাল থেকেই তাঁর সুশিক্ষার প্রতি পিতামাতা ও পিতামহের সজাগ ও যত্নবান দৃষ্টি ছিল।

শিক্ষা জীবন

প্রাথমিক শিক্ষা নিজ গ্রামের পাঠশালা থেকে সমাপ্ত করেন। ১৯৫৪ সালে সাতক্ষীরা পি.এন হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৫৯ সালে সাতক্ষীরা কলেজ থেকে আই.এ পাস করেন। ১৯৬১ সালে উক্ত কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে রাজশাহী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে বি.এড পাস করেন। ১৯৬৫ সালে ঢাকা ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন থেকে এম.এড ডিগ্রি লাভ করেন।

শিক্ষা জীবন ঢাকায় ও মসজিদ নির্মাণ

তিনি যখন ঢাকায় এম.এড. পড়েন, তখন ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশেই পার্টি হাউজে তার থাকার জায়গা ছিল। তিনি সেখানে একটা মসজিদ নির্মাণ করার উদ্যোগ নেন। (যা আজ নিউ মার্কেটের গেটে অবস্থিত) কিছু বন্ধুবান্ধব-এর সহযোগিতায় বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে, সে সময় হোগলা পাতা ও বাঁশ খুঁটি দিয়ে একটা মসজিদ নির্মাণ করে নামায পড়তে শুরু করেন। ধীরে ধীরে বহু লোক সেখানে জমায়েত হন। আজ সেখানে পর্যায়ক্রমে এক বিরাট পাকা মসজিদ দাঁড়িয়ে গেছে, নাম পার্টি হাউজ মসজিদ।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে সাতক্ষীরা লাবসা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাতানি ভদড়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক, কালিগঞ্জ পাইলট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, সাতক্ষীরা পল্লীমঙ্গল হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক, সাতক্ষীরা নাইট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন ছাড়াও শিক্ষা সম্প্রসারণে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য ইসলামী রাজনীতিকেই সমাজসেবা এবং ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

রাজনৈতিক জীবন

১৯৬১ সালের শেষ ভাগে বিশ্বনন্দিত ইসলামী আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের হাতে জনাব কাযী শামসুর রহমান জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন।

১৯৬২ সালে জামায়াতের রোকন এবং ১৯৬৫ সালে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য পদ লাভ করেন। অতপর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা ও সাংগঠনিক জীবন যৌথভাবে অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৭০ সালে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সাতক্ষীরা হতে এম.এন. এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিন কারাবরণ করেন এবং ২৩ মাস পর মুক্তি লাভ করেন।

১৯৭৮ সালে শিক্ষকতা ত্যাগ করে পূর্ণভাবে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত খুলনা মহানগরীর বাহিরের মহকুমাগুলির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সালে সাতক্ষীরা জেলার আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে সাতক্ষীরা সদর থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালে পুনরায় সাতক্ষীরা সদর আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালে শেষ বারের মত উক্ত আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হন। ২০০১ সালের নির্বাচনে জামায়াতের নমিনী ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তক্রমে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। সংসদে দায়িত্ব পালনকালে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনায় সংসদের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সদস্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় কমিটির সদস্য, সরকারী হিসাব কমিটির সদস্যসহ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন।

www.pathagar.com

এছাড়া তিনি সংসদে সাতক্ষীরাসহ দেশের জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ, প্রস্তাব ও বিল উত্থাপনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার মধ্যে জাতীয় সংসদের মসজিদে আযান ও নামাযের ব্যবস্থা করণসহ সাতক্ষীরায় আড়াইশ শয্যার হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, স্বল্প খরচে সমুদ্র পথে সহজ শর্তে হজ্জ করার ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠা, সাতক্ষীরা আলিয়া মাদরাসা সরকারীকরণ, লাইসেন্স দিয়ে পতিতাবৃত্তি চালু রাখার ব্যবস্থা রহিতকরণ, সেনাবাহিনীসহ দেশ রক্ষায় নিয়োজিত পুলিশ বিডিআর বাহিনীতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্টকরণ প্রস্তাব এবং তাদের পারিবারিক সুবিধা সংক্রান্ত প্রস্তাব তিনিই সংসদে পেশ করেছিলেন।

জনাব আলহাজ্জ কাযী শামছুর রহমান তার সুবিশাল কর্মময় জীবনে মানুষের কল্যাণে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো যাতায়াত ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাতক্ষীরা শহর ও গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট তৈরী, মেরামত ও কার্পেটিং এবং আধুনিক যোগাযোগ সম্প্রসারণে সাতক্ষীরা থেকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে সরাসরি টেলিফোন ডায়ালিং ব্যবস্থার প্রবর্তন।

সমাজ সেবা

অত্র অঞ্চলের স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা, মন্দির ও সেবা আশ্রমসহ অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ-পুনর্নির্মাণ, সংস্কারসহ ব্যাপক উন্নয়ন ও আর্থিক অনুদান বরাদ্দ দিয়েছেন। গ্রাম উন্নয়ন ও থানা পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল ক্লিনিক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস, ব্লাড ব্যাংক তৈরী, মহিলাদের পোস্ট মর্টেমে মহিলা ডাক্তার প্রবর্তন, রোগীদের আর্থিক অনুদান প্রদান, বিনামূল্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণসহ ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন।

এছাড়াও ব্যাপক জনসেবার লক্ষ্যে মসজিদ, মাদরাসায় আধুনিক অজু খানা ও বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে বিপুল পরিমাণ টিউবওয়েল স্থাপন করেছেন। গরিব ও দুস্থদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ভ্যান ও রিক্সা, সেলাই মেশিন, শ্যালো মেশিন ও বাইসাইকেল বিতরণ করেছেন।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে প্রদান করেছেন নগদ অর্থ। গৃহহারা অগণিত মানুষকে বিনামূল্যে বাসগৃহ নির্মাণ করে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। সাতক্ষীরা সদর থানার সাইক্লোন ও দুর্যোগ মোকাবেলা কেন্দ্রটি তাঁরই অবদান।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে পল্লী বিদ্যুৎ পৌঁছানো, কালিগঞ্জ ব্রীজ এবং আশাশুনি ব্রীজ নির্মাণসহ নাভারণ থেকে সুন্দরবনের হীরণপয়েন্ট অভিমুখে বিশাল হাইওয়ে নির্মাণের জন্য তিনিসহ জামায়াত এম.পি'গণ সংসদে প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

এ কৃতিমান ব্যক্তিত্ব দক্ষিণাঞ্চলের একজন বিশিষ্ট জামায়াত নেতা, প্রখ্যাত সমাজ সেবক, যার অক্লান্ত পরিশ্রমে হাঁটি হাঁটি পা পা করে সাতক্ষীরা আজ ইসলামী আন্দোলনের ঘাঁটি হিসাবে পরিণত হয়েছে। যার অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জামায়াতের দাওয়াত পৌঁছেছে- সেই মর্দে মুজাহিদ, দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম আজ অসুস্থ। অবচেতন অবস্থায় বিছানায় শয্যাশায়ী। আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করুন। আবার তাকে কর্মক্ষম করে তুলুন।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ভূঁইয়া

—দ্বীনি আন্দোলনের এক নিরব কর্মী ও নেতা

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভূঁইয়া ১৯৩৭ সালে ৭ মে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সুহীলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আতাউর রহমান ভূঁইয়া (মরহুম), মাতার নাম মুন্সেফা বেগম। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র অঙ্গনে যারা ইসলামী আন্দোলনের কাজ করেন তার মধ্যে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান অন্যতম একজন।

তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। নিজ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাকাইল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালে বৃত্তিসহ প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর বি-বাড়ীয়া শহরের নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৩ সালে বৃত্তিসহ নিম্নমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং বি-বাড়ীয়া শহরের অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৬৪ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৬ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে এমএসসি পরীক্ষায় পাস করেন।

কর্মজীবন

ছাত্র জীবন শেষ করেই তিনি বি-বাড়ীয়া শহরের অন্নদা মডেল হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসাবে যোগদান করে ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। অতপর ঝিনাইদহ জেলার রামনগর কলেজে অধ্যাপনা করেন ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ ইং পর্যন্ত এবং ১৯৮০ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কুমিল্লা জেলার চৌয়ারা কলেজে অধ্যাপনা শেষে অবসর নেন।

এক নজরে ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

কুমিল্লা ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী হিসাবে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ ইং পর্যন্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যপ্রার্থী এবং মতিঝিল সাব-ইউনিটের দায়িত্ব পালন ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ ইং পর্যন্ত।

ছাত্র জীবন শেষে ১৯৬৭ সালে জামায়াতে যোগদান করে বি-বাড়ীয়াতে জামায়াতে ইসলামীর কাজের সূচনা।

www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭০ সালে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন।

এছাড়া তিনি বৃহত্তর যশোর জেলার আমীর এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন।

১৯৭৯ সালের শেষ দিক থেকে ১৯৮৫ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৃহত্তর কুমিল্লা জিলার আমীর ছিলেন।

১৯৮৫ সালের শেষার্ধ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় খাদেম ও সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসাবে বিভিন্ন জেলার তদারকীর দায়িত্ব পালন।

১৯৯৩ সালের শেষার্ধ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য হিসাবে বিভিন্ন জিলার তদারকীসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০০৩ সালের শেষ দিকে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি এবং বর্তমানে কুমিল্লার নিজ বাড়ীতে অবস্থান।

১৯৭০ সালে বি-বাড়ীয়া সদর থেকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ।

১৯৭১ সালের শেষ পর্যায় থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত কারাভোগ করেন।

সমাজসেবা

১৯৭৯ সালে কুমিল্লা ইবনে তাইমিয়া স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং ইবনে তাইমিয়া ট্রাস্ট গঠন করেন।

১৯৮৭ সালে কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানাতে হিলফুল ফুযুল ট্রাস্ট ও স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

বৈবাহিক জীবন

অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ভূইয়া ১৯৬২ সালে বিবাহ করেন। তাদের ৪ ছেলে ও ৬ মেয়ে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মোঃ ছিফাত উল্লাহ

—একজন সুযোগ্য মোফাসসিরে কুরআন ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মোঃ ছিফাত উল্লাহ-১৯৩৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত হাজীগঞ্জ উপজেলার সেন্দ্রা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মোঃ আরিফ উল্লাহ।

শিক্ষাজীবন

অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাসেম মোঃ ছিফাত উল্লাহ ১৯৫৬ সালে ২য় শ্রেণীতে কামিল (হাদীস) পাস করেন। উল্লেখ্য মাওলানা ছিফাতুল্লাহ একজন জ্ঞান পিপাসু ব্যক্তি। তিনি কামিল পাস করে শিক্ষকতার সাথে সাথে অন্য বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের জন্যও চেষ্টা করেন। এরই ফলশ্রুতিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি.এ. অনার্স এবং এম.এ পাস করেন। ১৯৯৮ সালে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে ১ম শ্রেণীতে ২য় স্থান অধিকার করে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

অধ্যাপক মাওলানা এ.কিউ.এম ছিফাতউল্লাহ শিক্ষাজীবন শেষ করার পর শিক্ষকতা পেশা বেছে নেন এবং ১৯৫৬ সালে মাগুরা ছিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদরাসায় সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে যোগদান করেন। অতপর তিনি বিভিন্ন মাদরাসায় শিক্ষক ও প্রশাসনিক পদে থেকে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য তিনি খুলনার নেছারিয়া আলীয়া মাদরাসায় ৭ বছর এবং ঢাকাস্থ তামীরুল মিল্লাত মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে সুদীর্ঘ ১৬ বছর এবং বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার ৪ বছর অধ্যক্ষ হিসাবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে চাঁদপুর হাজেরা আলী ক্যাডেট মাদরাসায় অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন। বাংলা, উর্দূ, আরবী, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী একজন ব্যক্তি। বাংলাদেশের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে তিনি কুরআনুল করীম তাফ্‌সীর করে থাকেন। দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে তিনি সফর করেছেন এবং তাফসীর পেশ করেছেন। সেমিনার, সিম্পোজিয়ামেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ

www.pathagar.com

বক্তৃতা করে থাকেন। এছাড়া তিনি একজন সাংবাদিক ও লেখক ও রেডিও টেলিভিশনের আলোচক, উপস্থাপক এবং তাফসীরকারক। উল্লেখ্য ১৯৯৪ সালে জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বর্ণপদক ও সনদ লাভ করেছেন। তার গবেষণা ধর্মী বিভিন্ন লেখা জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

সমাজসেবা

মাওলানা ছিফাত উল্লাহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তিনি খুলনা, চাঁদপুর ও ঢাকায় বিভিন্ন মাদরাসাসহ প্রায় ২৭টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ মসজিদ মিশনের সিনিয়র অন্যতম সহ-সভাপতি। এছাড়া ১৯৬২ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে, ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৮৮ সালে ও ২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহে মসজিদ মিশন ও জামায়াতের উদ্যোগে যে ত্রাণ তৎপরতা চালানো হয় তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

লেখক হিসাবে

তিনি ১৬টি বই রচনা করেছেন। ৫টি আরবী থেকে এবং ৪টি বই উর্দূ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়া তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ১৭টি বই রিভিউ করেছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

মাওলানা আবুল কাসেম মোঃ ছিফাত উল্লাহ ১৯৫৪ সালে ছাত্র অবস্থায় মাওলানা মওদূদী (র) রচিত মুসলমান আওর মাওজুদাহ সিয়াসী কাশমাকাশ ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড অধ্যয়ন করেন এবং জামায়াতে ইসলামীর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালে ছারছীনা আলীয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময়ে তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করেন। উল্লেখ্য কারো সরাসরি দাওয়াতে নয়, মাওলানা মওদূদী (র)-এর তাফহীম অধ্যয়নের মাধ্যমে জামায়াতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন এবং তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের সাথে দেখা করে মুত্তাফিক ফরম পূরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের ২৬ মার্চ রুকনিয়াত লাভ করেন এবং মাওলানা মওদূদী (র)-এর হাতে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৫৮-৬২ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর কুমিল্লা

www.pathagar.com

জেলার আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬২-৬৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ১৯৫৭-৬৮ এবং ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ১৯৮৮-৯৯ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা ও খুলনা মহানগরী জামায়াতেরও শূরার সদস্য ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ ছিফাত উল্লাহ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইসলামী আন্দোলনের কাজ পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং সর্বপ্রথম ৯ সদস্য বিশিষ্ট যে মজলিসে শূরা গঠন করা হয়, তার মধ্যে তিনি অন্যতম নির্বাচিত সদস্য ছিলেন এবং ৫ সদস্য বিশিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রণয়ন সাব-কমিটিরও ১জন সদস্য ছিলেন। উল্লেখ্য পাকিস্তান ও বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। গণতান্ত্রিক ও ইসলামী আন্দোলনের কারণে ১৯৬৪ সালের ৮ জানুয়ারী থেকে ৮ মে পর্যন্ত তিনি কারাভোগ করেন।

বহির্বিশ্বে সফর ও হজ্জ পালন

প্রতিনিধি ১ম এশিয়ান ইসলামিক কনফারেন্স, করাচী ৭ জুলাই হতে ১১ জুলাই ১৯৭৮ সাল।

ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা কুয়েত ধর্ম মন্ত্রণালয় ১৯৮৫ ও ১৯৮৭ সাল।

বাগদাদ ইসলামী সম্মেলন, হোটেল আল-মানসুর, বাগদাদ, ইরাক, ধর্ম মন্ত্রণালয়, ১৯৯৩ সাল।

শিক্ষা সম্মেলন ও বায়তুলমাল উদ্বোধন আল হামরা হল ১৯৮২, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পাকিস্তান।

রাবেতা-ই-আলমে ইসলামী সম্মেলন রাবেতা মেহমানখানা, মিনা, সউদী আরব, ১৯৮৫ সাল।

পবিত্র হজ্জব্রত পালন ১৯৮৫ সাল।

বৈবাহিক জীবন

মাওলানা মোঃ ছিফাত উল্লাহ বিবাহিত। তাঁর স্ত্রীর নাম জাহানারা বেগম। তাদের ৬ ছেলে ও ৩ মেয়ে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ

—প্রচার বিমুখ এক বিরল ব্যক্তিত্ব

লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক তথা সর্বস্তরের মানুষের চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটানোই যার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য, দুনিয়ার লোভনীয় বৈষয়িক আকর্ষণ থেকে নিজকে মুক্ত রাখতে যিনি সদা সচেষ্ট, কুরআন হাদীস তথা ইসলামী সাহিত্যে যার রয়েছে গভীর পান্ডিত্য, যিনি দুনিয়ার ঝামেলায় মোটেই নিজকে জড়াতে চান না, প্রতিনিয়ত যিনি নিজেকে গর্হিত কাজ থেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করেন এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, কথা ও কাজে মিল রেখে জীবনযাপন করছেন তিনি হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ অধ্যাপক নাজির আহমদ।

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক নাজির আহমদ ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে কুমিল্লা জিলার বরুড়া থানার অন্তর্গত আড্ডা ইউনিয়নের বোয়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ওমর আলী ভূঁঞা এবং মাতার নাম গোলাপ জাহান। তিনি নিজ গ্রামে পিতৃগৃহে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর স্থানীয় আড্ডা হাইস্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র। বরাবরই তিনি ক্লাসে প্রথম হতেন। ১৯৫৭ সালে প্রথম বিভাগেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে ইংরেজী সাহিত্যে বি.এ. অনার্স ও ৬৩ সালে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাস করেন। তিনি ঢাকা সেন্ট্রাল ল' কলেজে আইন বিভাগে অধ্যয়ন করেন।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে তিনি একজন U. O. T. C ক্যাডেট ছিলেন। একবার পুরো ব্যাটেলিয়ান থেকে ৩৩জন চৌকস ক্যাডেটকে বাছাই করা হয়। তিনি ছিলেন তাদের একজন।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি মুসলিম ছাত্র মজলিসের সভাপতি এ.কে.এম. হাবীবুর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারী শাহ

www.pathagar.com

আবদুল হান্নানের নিকট ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান। অতপর অধ্যাপক সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী সাহেবের সংস্পর্শে আসেন। উল্লেখ্য সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী তদানিন্তন ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি ছিলেন। উল্লেখ্য যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তার জীবনে সাইয়্যেদ সাহেব এক বিরাট প্রভাব ফেলেন এবং চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। মূলত সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী ছিলেন তার ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের শিক্ষাগুরু। প্রথমতঃ তিনি ১৯৬০ সালে মুসলিম ছাত্র মজলিসে যোগদান করেন, পরে ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগ দেন। '৬২ সালে ছাত্র সংঘের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তদানিন্তন পূর্বপাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় ছাত্র অংগনে ইসলামী আন্দোলনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্র হিসাবে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন অব্যাহত রাখেন। ১৯৬৫ সালের শেষ দিকে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং '৬৬ সালেই সদস্য পদ লাভ করেন। অতপর ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বৃহত্তর কুমিল্লা জিলার আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি শুধু মাত্র জামায়াতের রুকনিয়াত রক্ষার জন্য কুমিল্লা ভিকটোরিয়া কলেজের চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন। পরে কুমিল্লা কলেজে অধ্যাপনা করেন।

কর্মজীবন

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর তিনি নিজকে আবার শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করেন এবং '৭৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৯ সালের শেষভাগে ইসলামী গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক হিসাবে যোগদান করেন এবং আজ পর্যন্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সুষ্ঠুভাবে উক্ত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম নায়েবে আমীর এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য। ১৯৭০ সালে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে বরুড়া থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রচার বিমুখ ব্যক্তি, বহির্মুখী এবং রাজনৈতিক অংগনে কাজের চেয়ে আদর্শ মানুষ গড়ার কাজে স্বীয় চিন্তা ও যাবতীয় কর্মকান্ডে নিজকে ব্যাপৃত রেখেছেন বেশী।

www.pathagar.com

সাহিত্য কর্ম

মানুষের মন-মানসিকতা পরিবর্তন করে আদর্শ ও চরিত্রবান মানুষ গড়ার লক্ষ্যে তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন। বড় বড় ইতিহাস ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়সমূহ তিনি অতি সংক্ষেপে লিখেছেন। এটা তার বিরাট কৃতিত্ব যে, তিনি অতি বড় জিনিসও সংক্ষেপে পেশ করতে ও লেখার মাধ্যমে তুলে ধরতে পারেন। তাঁর লিখিত বইগুলো পড়লেই তা সহজে বুঝা যায়। বইগুলো হৃদয়গ্রাহী এবং চিন্তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ও উপযোগী। তাঁর ছোট ছোট বিষয় ভিত্তিক বইগুলো পাঠকদের কাছে শিক্ষকের মত ভূমিকা রাখে। ছোট-বড় মিলিয়ে এখন পর্যন্ত তাঁর লিখিত বই সংখ্যা ৩৬টি। তাঁর লিখিত বই সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের পাঠকদের কাছে সমাদৃত। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বই হলো—আল্লাহর দিকে আহ্বান, ইসলামী সংগঠন, আদর্শ মানব মুহাম্মদ (স), মহানবীর মহান আন্দোলন, যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ, ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃত, বাংলাদেশে ইসলামের আগমন, আল্লাহর পরিচয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সঠিক পদ্ধতি, ইসলামের সোনালী যুগ, উসমানী খিলাফতের ইতিহাস ও সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী। এছাড়া তিনি বেশ কিছু বই অনুবাদ করেছেন—কালজয়ী আদর্শ ইসলাম (সাইয়েদ কুতুব), অনাগত মানব সভ্যতা ও ইসলাম (সাইয়েদ কুতুব), পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস (আবদুল হামীদ সিদ্দিকী), ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি (অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ) ইত্যাদি।

এ.কে.এম. নাজির আহমদ রচিত গ্রন্থাবলী

১. আল্লাহর দিকে আহবান
২. মহানবীর (সা) মহান আন্দোলন
৩. ইসলামের সোনালী যুগ
৪. ইসলামী সংগঠন
৫. সৃষ্টি ও দৃষ্টিকোণ
৬. পুরুষ ও মহিলাদের স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র
৭. আদর্শ শিক্ষক
৮. বাংলাদেশে ইসলামের আগমন
৯. ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নতি
১০. বর্তমান সভ্যতার সংকট

www.pathagar.com

১১. আল্লাহর পরিচয়
১২. আল্লাহর পরিচয় ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস
১৩. ইসলামী বিপ্লবের স্বাভাবিক পদ্ধতি
১৪. যুগে যুগে ইসলামী জাগরণ
১৫. বসনিয়া হারজেগোভিনার ইতিকথা
১৬. ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি
১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
১৮. উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা
১৯. ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃত
২০. আদর্শ মানব মুহাম্মদ (সা)
২১. ইসলামের দৃষ্টিতে ভাল ব্যবহার
২২. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী
২৩. সূরাহ আল বাকারা (আয়াত ও অনুবাদ) -প্রকাশিতব্য

অনুবাদ গ্রন্থ

১. কালজয়ী আদর্শ ইসলাম
২. পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস
৩. আগামী দিনের জীবন বিধান
৪. ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি

পাঠ্য পুস্তক

১. বাংলা পড়া-১
২. বাংলা পড়া-২
৩. A Childs English
৪. English Lessons Book-1
৫. English Lessons Book-2
৬. বাংলা ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা–১ম খণ্ড
৭. বাংলা ব্যাকরণ ও প্রবন্ধ রচনা–২য় খণ্ড।

সমাজ সেবা

তিনি ঢাকাস্থ ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি ও বরুড়া আলফালাহ সোসাইটির চেয়ারম্যান এবং কুমিল্লা ইবনে তাইমিয়া ট্রাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

দেশ ভ্রমণ

এ পর্যন্ত তিনি ১৪টি দেশ সফর করেছেন এবং আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে যোগদান করে বক্তব্য প্রদান করেছেন। বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন। তিনি ১৯৯৫ সালে হজ্বব্রত পালন করেন। উল্লেখ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইটালী, পাকিস্তান, ভারত, সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, আরব-আমীরাত, থাইল্যান্ড, সিংগাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ সফর করেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৬৭ সালের ১২ নভেম্বর বরুড়া থানার অর্জুনতলার মিঞা বাড়ীতে তিনি বিবাহ করেন। তার স্ত্রীর নাম মনোয়ারা বেগম। তাদের ৩ ছেলে ও ২ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

জনাব মকবুল আহমদ

—কথা ও কাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক জীবন

"বাসের ভেতরে সীট না পেয়েও যিনি বাসের ছাদে বসে সাংগঠনিক প্রোগ্রামের কারণে সফরে গিয়েছেন, সাংগঠনিক কাজ ও ব্যক্তিগত কাজ-এ দুটো যিনি চুলচেরা হিসাব নিকাশ করে প্রতিটি পা' ফেলেন, সৎ কর্মই যার জীবনের লক্ষ্য, মুখে যা বলেন, বাস্তবেও তা করার চেষ্টা করেন, কথা ও কাজে যার মিল খুঁজে পাওয়া যায়, যার জীবনের লক্ষ্যই হলো মানুষের কাছে দ্বীন কায়েমের দাওয়াত পৌঁছানো, একবার পরিচয় হলে যার নাম তিনি নোট করে রাখেন-১০ বছর পরে হলেও তাকে খুঁজে বের করেন, দ্বীনের দাওয়াত দেন, যার ডায়েরীতে লিখিতভাবে আছে দাওয়াত পৌঁছানোর সমস্ত ছোট বড় অনেকেরই তালিকা। দিল যার স্বচ্ছ-সুন্দর, যার জীবন এক সুন্দর নিয়মের ছকে বাঁধা, যিনি প্রতিনিয়তঃ মনে জাগরুক রাখার চেষ্টা করেন—আল্লাহর তাআলার এ বাণী-'লীমা তাকুলূনা মা লা-তাফ আলুন'—"এমন কথা কেন বল, যা তোমরা কার্যত করো না।"–সূরা সফ ঃ ২

তিনিই হলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রথম কাতারের নেতাদের মধ্যে অন্যতম একজন জনাব মকবুল আহমদ। ২০০০ সাল থেকে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নায়েবে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জন্ম ও শিক্ষা

ফেনী জিলার দাগনভূঁইয়া উপজেলাধীন ওমরাবাদে ১৯৩৯ সালের ২রা আগস্টে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে দাগনভুঁঞার কামাল আতাতুর্ক হাইস্কুলে ভর্তি হন। অতপর তিনি ফেনী পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৭ সালে কৃতিত্বের সাথে জায়লস্কর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৫৯ সালে ফেনী কলেজ থেকে ইন্টারমেডিয়েট পাস করেন এবং ১৯৬২ সালে বি.এ. পাস করেন।

www.pathagar.com

কর্মজীবন

জনাব মকবুল আহমদ বি.এ. পাস করার পর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। একবছর পর সরকারী চাকুরী ছেড়ে তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সরিষাদী উচ্চবিদ্যালয় ও ফেনী সেন্ট্রাল হাইস্কুলে শিক্ষক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ফেনী মহকুমাধীন 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সত্তর দশকের দিকে 'বাংলাদেশের ব্লাকগোল্ড' শিরোনামে বাংলাদেশের কক্সবাজারের চিংড়ি মাছের উৎপাদনের উপর তার লেখা একটি প্রতিবেদন ব্যবসায়ী জগতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের ব্লাকগোল্ড' (চিংড়ি সম্পদ) সৌদী আরবের 'তরল সোনাকে (পেট্রোল)" হার মানাবে ?

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবন থেকেই মকবুল আহমদ ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। ছাত্র জীবন শেষ করেই ১৯৬২ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালে রুকনিয়াতের শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি ফেনী শহর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মহকুমা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। '৭০ সালের শেষ দিকে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী জিলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ফেনী সদর সোনাগাজী নির্বাচনী এলাকায় জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে এবং ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী ২ এলাকা থেকে অংশ নেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর চট্টগ্রাম বিভাগে তিনি দ্বীনী দাওয়াতের কাজ করেন। অতপর জনাব মকবুল আহমদ ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

১৯৮৯ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৩ থেকে তিনি জামায়াতের অন্যতম নায়েবে আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনাব মকবুল আহমদ জনগণের

www.pathagar.com

ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যাপারে সদা জাগ্রত এবং বিরামহীন ব্যক্তিত্ব। তিনি নিরলস ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধারণ জনগণের কাছে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছানোর কাজ করে চলেছেন।

সমাজ সেবা

ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত আছেন। তাঁর জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো মানুষের সেবা করা। ১৯৬২ সালে যুবকদের সহযোগিতায় ওমরাবাদে (নিজ গ্রামে) "ওমরাবাদ পল্লীমঙ্গল সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠন করেন। তিনি উক্ত সমিতির ১০ (দশ) বছর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। সমিতির সভাপতি হিসেবে তিনি অনেক স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং গরীব ও অসহায় লোকদেরকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত তিনি গজারিয়া হাফেজিয়া মাদরাসায় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বর্তমানে ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট, ঢাকা; সিলোনীয়া আঞ্জুমানে ফালাহীল মুসলেমীন ট্রাস্ট এবং ফেনী ইসলামিক সোসাইটি, দাগন ভূঁঞা সিরাজুম মুনীরা সোসাইটির চেয়ারম্যান, ২ বছর দৈনিক সংগ্রামের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং বর্তমানে দৈনিক সংগ্রাম ট্রাস্টি বোর্ডের একজন ডাইরেক্টর। ফেনী ইসলামিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যবাহী "ফেনী শাহিন একাডেমীর" সভাপতি।

সুপরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী জনাব মকবুল আহমদ সহজ ও সাধারণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। এ নশ্বর দুনিয়ায় তিনি আল্লাহর একজন খাঁটি দাস হিসেবে বসবাস করতে সদা সচেষ্ট। আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি কিভাবে অর্জন করা যায় এটাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিসন্দেহে বর্তমান এবং অনাগতদের জন্য তিনি একজন অনুপ্রেরণার উৎস।

সাহিত্য কর্ম ও দেশভ্রমণ

রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামীর মেহমান হিসাবে তিনি ২বার হজ্জ পালন করেন। তিনি জাপান ও কুয়েত (সাংগঠনিক প্রয়োজনে) সফর করেন। সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় "জাপান সফর-দেখার অনেক, শিখার অনেক" এ বিষয় তার সফর অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি সুন্দর লিখা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

বৈবাহিক জীবন

জনাব মকবুল আহমদ ১৯৬৬ সালে মুহতারেমা সুরাইয়া বেগমকে বিবাহ করেন। তাদের তিন ছেলে এবং দুই মেয়ে। উল্লেখ্য, তার স্ত্রী একজন রুকন।

www.pathagar.com

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী এম.পি

—গুলীর মুখেও যার কণ্ঠে ইসলামের দাওয়াত

"মানুষের মনগড়া আইনের কুশাসন থেকে মুক্তির যে বিপ্লবী দাওয়াত কুরআন নিয়ে এসেছে তাই আমি পৌঁছাবার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমার প্রিয় জন্মভূমিতে আমি কুরআনের আইনকে বিজয়ী দেখতে চাই। বাতিলের অধীনে থেকে শুধু তেলাওয়াত করার জন্য এ কুরআন নাযিল হয়নি। কুরআনের বিধানকে বিজয়ী করার জন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূল (স)-কে পাঠিয়েছেন বলে বার বার কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

আমার তাফসীরের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি ইনশাআল্লাহ এ কাজ চালিয়ে যাবো। যারা এর বিরোধিতা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ নেই। আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের হেদায়াত কামনা করছি এবং তাদেরকে কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জনা অনুরোধ জানাচ্ছি।"

হ্যাঁ, আমি মুহতারাম মাওলানার নিজের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েই শুরু করছি।

"মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী একজন নিবেদিত ব্যক্তিত্ব যার সংগ্রামী জীবনের উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কুরআনের আলোকে তাঁর মাতৃভূমিসহ বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে দেয়া। আল্লাহ পাক তাঁকে বহুমুখী প্রতিভার আদর্শের অধিকারী বানিয়েছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে একজন সুদক্ষ বক্তা, জনপ্রিয় নেতা এবং আদর্শ সংগঠক। তিনি বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর সংসদীয় দলের ডেপুটি লীডার এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য।"

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ১৯৪০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা ইউসুফ সাঈদী উত্তরাঞ্চলে একজন প্রথিতযশা বক্তা ও পীর হিসেবে পরিচিত ছিলেন। নিজ গ্রামেই তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত একটা স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে তিনি খুলনা আলীয়া মাদরাসা ও বরিশাল ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় পড়াশুনা করেন। এ সুবাদে তিনি তৎকালীন বহুসংখ্যক প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনের সংস্পর্শে আসেন। ছাত্র জীবনেই তিনি ক্লাসের পড়া শুনার সাথে সাথে মাদরাসা লাইব্রেরীর হাদীস-তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে লিখিত গ্রন্থাদি যোগ্য উস্তাদদের উৎসাহ উদ্দীপনায় অধ্যয়নে ব্রতী হন।

অতপর ১৯৬২ সালে মাদরাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রি গ্রহণ করেন, এরপর একটানা পাঁচ বছর ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভাষার উপর বিশ্লেষণ ধর্মী গবেষণা করেন। এ সুবাদে দেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ও পন্ডিত, কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিকদের একান্ত সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান।

দা'য়ী-ইলাল্লাহ

মাওলানা সাঈদী ১৯৬৭ সালে 'দা'য়ী ইলাল্লাহ'-এর কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত দেশ বিদেশে কুরআনের দাওয়াত প্রচারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। শত্রুর বহুমুখী আক্রমণের মুখেও তিনি কুরআনের দাওয়াত প্রচার কখনো বন্ধ রাখেননি। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে তিনি কারাবরণ করেন।

১৯৭৬ সাল থেকে তিনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের আমন্ত্রণে বিশ্বের ৬৮টি দেশ ভ্রমণ করেন। এসব সফরকালে তিনি বিভিন্ন ইসলামী সংস্থার বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং মতবিনিময় করেন। উল্লেখ্য ১৯৭৬ সাল হতেই তিনি প্রতি বছর হজ্জব্রত পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২-এর ২২ ফেব্রুয়ারী থেকে মাওলানা সাঈদী তাফসির মাহফিলে বক্তব্য রাখা শুরু করেন। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে প্রথম বারের মত ঢাকা আর্মানীটোলা ময়দানে সীরাতুন্নবী (স) মাহফিলে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় আসেন। এ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মুফতী দীন মুহাম্মদ খান (র) (মরহুম)।

'৭০-এর দশকে তদানীন্তন সরকারের জুলুম নির্যাতন ও বাকশাল গঠনের বিরুদ্ধে তিনি তার মাহফিলগুলোতে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে জোরালো প্রতিবাদ করতেন। এ জন্যে দেশের ৫টি স্থানে তিনি সরকারী দল ও

www.pathagar.com

বামপন্থীদের ষড়যন্ত্রে ৫ বার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে পাবনা পুষ্পপাড়া কামিল মাদরাসার মাহফিল শেষে তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়, কিন্তু তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিস মাওলানা নূরুল্লাহ ঘটনা স্থলে শহীদ হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মাওলানা সাঈদী একজন জনপ্রিয় নেতা। তিনি ১৯৯৬ এবং ২০০১-এ পিরোজপুর সদর নির্বাচনী এলাকা থেকে দু-দু'বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদে জামায়াতের মাত্র তিনজন সংসদ সদস্য ছিলেন। মাওলানা সাঈদী ছিলেন তার গ্রুপ লিডার। মাত্র তিনজন সদস্য নিয়ে তিনি জাতীয় সংসদে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন তা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। তার অসাধারণ বাগ্মিতা ঝানু পার্লামেন্টারীয়ানকেও হার মানিয়েছে। সরকারী দল আওয়ামী লীগের প্রচন্ড বিরোধিতা তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি। তিনি ছিলেন নির্ভীক ও আপোষহীন। বর্তমানে তিনি জামায়াতের সংসদীয় দলের ডেপুটি লীডার।

প্রকাশনা

তাফসীর মাহফিল এবং সাংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায় ২৫টি বই লিখেছেন। তাঁর লেখা সূরা ফাতিহার তাফসীর, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ইসলামই একমাত্র শান্তি ও ঐক্যের পথ, হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা এবং তাফসীরে সাঈদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাওলানা সাঈদী রচিত গ্রন্থাবলী

১. তাফসীরে সাঈদী
২. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
৩. মানবতার মুক্তি সনদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন
৪. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
৫. আল-কুরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
৬. দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা
৭. দ্বীনে হক-এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
৮. বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কুরআন ১ ও ২
৯. মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাব ১ ও ২
১০. আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি

www.pathagar.com

১১. আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন ?
১২. হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১৩. শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাব
১৪. কাদিয়ানীরা কেন মুসলিম নয় ?
১৫. জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ
১৬. রাসূলুল্লাহ্ (স) মুনাজাত
১৭. আল্লাহ কোথায় আছেন ?
১৮. আখিরাতের জীবনচিত্র
১৯. ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা।

সামাজিক কাজ

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সামাজিক নানাবিধ সংস্থার সাথে জড়িত। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ শরীয়া কাউন্সিলের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং চট্টগ্রামের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের একজন উপদেষ্টা। তিনি ঢাকা তা'লীমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, টংগী জামেয়া ইসলামিয়ার সভাপতি এবং নরসিংদী জামেয়া কাসেমিয়া, খুলনার দারুল কুরআন সিদ্দিকীয়া আলীয়া মাদরাসা, দারুল হাসান শিশু সদন, নরসিংদী এবং পিরোজপুরের এস,বি মদীনাতুল উলুম মাদরাসার চেয়ারম্যান। দেশ বিদেশের বহু সংগঠনের উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক। তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর আজীবন সদস্য। ইসলামী জগতে তিনি একজন অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা। তাঁর তাফসীর মাহফিল-গুলোতে এ পর্যন্ত প্রায় ছয়শত অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

মাওলানা সাঈদী বেগম ছালেহা খাতুনের সাথে ১৯৬০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের চার ছেলে। কোন কন্যা সন্তান নেই।

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

—ধৈর্যের এক জীবন্ত প্রতীক

"১৯৯১ সালের মে মাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ডাকলেন এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে। নবনির্বাচিত এমপি জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল যোগদান করলেন। সভা শুরু হয়েছে মাত্র। হঠাৎ চারদিক থেকে সেক্যুলার ও বামপন্থী সন্ত্রাসী বাহিনীর আক্রমণ। মাথা ফেটে গেল। শ্মশ্রুমণ্ডিত নূরানী মুখমন্ডল রক্তে লাল হয়ে গেল। শুভ্র সফেদ পাঞ্জাবী-পাজামা রক্তে রঞ্জিত, রক্তাক্ত সারা শরীর। বিন্দু মাত্র ভীতি নেই চোখে মুখে। শাহাদাতের পেয়ালা পানের জন্য প্রস্তুত তিনি। বেহুঁশ হয়ে পড়ে রইলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা- আল্লাহ তুমি শাহাদাত কবুল করো। এদের সামনে আমাকে দুর্বল করো না।"

হ্যাঁ আমি-এ ভূখণ্ডে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি, ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক এবং বিশিষ্ট পার্লামেন্টারিয়ান জনাব নিজামীর কথাই বলছি।

যিনি অযথা গল্প করে সময় ব্যয় করেন না, সময় পেলেই যিনি বই পড়ায় মনোনিবেশ করেন, পত্রিকা পাঠ যার নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস, মুসলিম উম্মাহ তথা ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান ভবিষ্যৎ নিয়ে যিনি আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন, রাজনৈতিক আন্দোলন, ইসলামী আন্দোলন, সামাজিক কি পারিবারিক যে কোন পরিবেশে দুঃসহ কঠিন মুহূর্তগুলোতে যিনি থাকেন অবিচলিত, সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে যিনি সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও যাকে দেখা যায় পরম ধৈর্যশীল এবং যিনি ছাত্রজীবন থেকে আল্লাহর দ্বীন এ সমাজে কায়েম করার জন্য নিজকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন, কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও চরাই উৎরাই পেরিয়ে এ পর্যন্ত এসেছেন তিনি হলেন মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

আমি তাঁকে দেখেছি ঢাকাস্থ বাংলার দুয়ারে এক ছোট্ট বাসায় কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনযাপন করতে, সে বাসায় যাওয়ার কোন পথও ছিলনা, ড্রেনের উপর দিয়ে কোন রকমে বাসায় যেতে হতো। আমি তাঁকে

www.pathagar.com

দেখেছি—আজিমপুরে এক বাসায় থাকতে যেখানে কোন মেহমান গেলে বারান্দায় বসতে হতো। আমি তাঁকে দেখেছি মগবাজার অফিস থেকে আজিমপুর বাসায় রিক্সায় চড়ে যেতে। দু-একবার আমি তাঁর সাথে গিয়েও দেখেছি তার সহজ সরল জীবন যাপন পদ্ধতি। সৌদী আরবে মাসাধিককাল তার সাথে সফর করে দেখেছি তিনি কত কষ্ট সহিষ্ণু। অন্যদিকে ইবাদাত বন্দেগীতেও তিনি আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

দীর্ঘদিন এক সাথে কাজ করছি। খুব কাছে থেকে তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কোনদিন কোন সহকর্মীকে এমনকি কোন পিয়নকেও রাগ করে কথা বলতে দেখিনি। ১৯৯২ সালে পবিত্র রমযান মাসের মধ্যরাতে সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমকে যখন গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন হাজার হাজার জামায়াত কর্মী এই গ্রেফতারী ঠেকাতে পথে শুয়ে পড়ে। তাদের কান্নায় আকাশ ভারী হয়ে উঠে। এমনি এক অসহনীয় কঠিন পরিস্থিতিতে তদানিন্তন সেক্রেটারী জেনারেল বর্তমান আমীরে জামায়াত জনাব নিজামী কিভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে জনতাকে ঐকান্তিকভাবে সামাল দিয়েছেন তা নেতৃত্বের যোগ্যতাকেই মনে করিয়ে দেয়।

১৯৮৬ সালে মক্কায় আরাফাত থেকে পায়ে হেঁটে আমরা মুজদালিফায় যাচ্ছিলাম। মুজদালিফায় পৌঁছার পূর্বক্ষণে এক যুবক ছাত্র ভাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে। তাঁকে যেভাবে সেবা শুশ্রূষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং জনতার বিরাট দলকে জনাব নিজামী যেভাবে সামাল দিয়েছেন আজও তা আমার মানসপটে ভাসে।

একত্রে রমি করতে গিয়ে ফিরার সময় পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে শ্রদ্ধেয় নিজামী ভাইকে আমি যাপটে ধরেছিলাম। সেদিন সেই বিরাট ভীড় থেকে কিভাবে আমাকে টেনে বের করে এনেছিলেন তা ভাবলে আজও মন শিউরে উঠে।

আমরা মদীনায় যাওয়ার পর তাঁকে দেখেছি রাওজাতুম্‌মির রিয়াজিল্ জান্নাহ-এ (রাসূল (স)-এর কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থান) ও আসহাবে সুফ্‌ফায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রত্যহ কালামে পাক তিলাওয়াত করতে; এবং মাত্র আট দিনে কুরআন খতম করতে।

তার পাহাড়সম অপরিসীম ধৈর্য, মমত্ববোধ ও সহমর্মিতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের গভীরতা আমার সামনে বাস্তবভাবে পরিদৃষ্ট হয়ে সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে আছে।

www.pathagar.com

তিনি নিয়মিত প্রত্যেক রমযানের শেষে ইতেকাফ করেন। অফিস থেকে এক গার্ডকে আমরা পাহারায় রাখতাম। সেই গার্ড একদিন আমাকে বললো, নিজামী স্যার শুধু রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি গভীররাত্রে একা একা বসে কিভাবে ইবাদাত করেন তা চোখে না দেখলে বুঝা যাবে না। এমনি আরো বহু ঘটনা জানা আছে আমার কাছে। জনসভার বক্তৃতায়, সেমিনারে, আলোচনা সভায়, টেবিল টকে-সর্ব পর্যায়ে তাঁর পরিমিত, মার্জিত, পরিশোধিত ও যুক্তি নির্ভর বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী একজন প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগঠক, একজন সুবক্তা, দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান, লেখক, আল্লাহর পথে এক নিবেদিত প্রাণ ও সংগ্রামী নেতা।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা নিজামী ১৯৪৩ সালের ৩১ মার্চ পাবনা জিলার অন্তর্গত সাঁথিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মরহুম লুৎফর রহমান খান, মাতার নাম মোমেনা খাতুন। তিনি নিজ গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে সাঁথিয়া উপজেলার বোয়ালমারী মাদরাসায় ভর্তি হন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় উক্ত মাদরাসা থেকে প্রথম বিভাগে পাস করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে আলিম পরীক্ষায় ১৬-তম স্থান লাভ করেন। ১৯৬১ সালে ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন ঢাকা আলিয়া মাদরাসা থেকে কামিল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে ২য় স্থান লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

১৯৭১ সালে মাওলানা নিজামী ঢাকায় ইসলামী রিসার্চ একাডেমীতে গবেষণার কাজে যোগদান করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কয়েক বছর সাহিত্য ও সাংবাদিকতার কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন। কিন্তু সারা জীবনের লালিত সাধনা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন তাঁকে উদ্বেল করে তোলে। তাই তিনি সাংবাদিকতা ছেড়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের বাস্তব সংগ্রামে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন এবং ইসলামী আন্দোলনের সার্বক্ষণিক কাজে নিজেকে ওয়াকফ করেন।

www.pathagar.com

ছাত্র রাজনীতি

তিনি ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্টের অধীন ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘে (ইসলামী জমিয়তে তালাবা পাকিস্তান) যোগদান করেন। তিনি ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত তিন সেশন পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি তদানীন্তন সমগ্র পাকিস্তানের ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং পর পর দু'বার কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন।

ষাটের দশকে ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন মাওলানা নিজামী। ১৯৬২ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও মাদরাসা ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার ও দাবী আদায়ের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একসময় জাতির উপর ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলছিল। তাই তিনি ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেই সময় তাঁরই নেতৃত্বে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম প্রিয় ছাত্রদের ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা দাবীর আন্দোলন তীব্র গতি লাভ করে। এ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবদুল মালেক শাহাদাত বরণ করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় রাজনীতি

মাওলানা নিজামী ১৯৭১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীর আমীর এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৮ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। ২০০০ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন।

মাওলানা নিজামী বরাবরই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। ৬০-এর দশকে স্বৈরাচারী আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন এবং

www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় ও আইয়ুব শাহীর পতন হয়। '৮০-এর দশকে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে এরশাদ সরকারের পতন হয়। এছাড়াও ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে যে আন্দোলন হয়, সেখানেও তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। অতপর আওয়ামী লীগ সরকার আমলে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিএনপিসহ চারদলীয় ঐক্যজোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে বিভিন্ন রোড মার্চে নেতৃত্ব দেন এবং দেশের আনাচে-কানাচে সফর করেন।

১৯৯১ সালে পাবনা জিলার সাঁথিয়া-বেড়া নির্বাচনী এলাকা থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সাল থেকে ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে জামায়াতের সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জাতীয় সংসদের সদস্য থাকাকালে তিনি বাণিজ্য উপদেষ্টা কমিটি, প্রিভিলেজ কমিটি, পিটিশন কমিটি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্যক্রম কমিটির সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থী প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদকে বিপুল ভোটে হারিয়ে দ্বিতীয় বার সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের ২২ মে পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে কৃষিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০৩ সালের ২৫ মে থেকে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী হিসেবে দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি একনেকসহ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিরও সদস্য।

সমাজ সেবা

মাওলানা নিজামী নিরলস সমাজকর্মী হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি সাঁথিয়া ইমাম হুসাইন একাডেমীর চেয়ারম্যান এবং বেড়ার আল হেরা ইসলামী ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। তিনি ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ও ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজের কার্যনির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান।

www.pathagar.com

সংসদ সদস্য হিসেবে তার নির্বাচনী এলাকার সাধারণ জনগণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। সাঁথিয়া ও বেড়ার অবহেলিত ও অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় অসংখ্য রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, মাদরাসা ও মসজিদসমূহের উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয় এবং এখনও হচ্ছে। নির্লোভ, নিরহংকার, নিঃস্বার্থ, জনদরদী নেতৃত্বের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি মাওলানা নিজামী।

সাহিত্য কর্ম

লেখক হিসেবে মাওলানা নিজামী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার ২৫টি বই প্রকাশিত হয়েছে। তার লিখিত ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, ইসলামী সমাজ বিপ্লব, ইসলামী আন্দোলন ও এর চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তার অসংখ্য বক্তৃতামালা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে 'জামায়াতে ইসলামীর কর্মীর কাজ' ও 'মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য' এবং ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ বই তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বলে বিবেচিত হচ্ছে।

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী রচিত বইসমূহ

১. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন
২. ইসলামী আন্দোলনের পথ ও পাথেয় (২০০১)
৩. ইসলামী আন্দোলন চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলা (১৯৮৯)
৪. ইসলামী আন্দোলন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৮৯)
৫. ইসলামী সমাজ বিপ্লব
৬. কুরআনের আলোকে মু'মিনের জীবন
৭. আল কুরআনের পরিচয় (১৯৯৭)
৮. আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় (১৯৯৩)
৯. দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব
১০. কুরআন রমযান তাকওয়া (১৯৮৯)
১১. ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ (১৯৮৯)
১২. রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম বনাম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি (২০০৩)
১৩. গণতন্ত্র গণবিপ্লব ও ইসলামী আন্দোলন (১৯৯০)
১৪. রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে (১৯৯৮)
১৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামকে সচেতন থাকতে হবে (২০০৩)

www.pathagar.com

১৬. এক পরাশক্তির অন্যায় যুদ্ধ আতঙ্কিত করেছে বিশ্বের মানুষকে (২০০৩)

১৭. জাতীয় সংসদে বক্তৃতামালা (১৯৯৬)

১৮. পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর আটটি ভাষণ (১৯৯৯)

১৯. ৮ম জাতীয় সংসদের ৪টি ভাষণ (২০০৩)

২০. ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটের উপর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর ভাষণ (২০০৩)

২১. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর কাজ (২০০৪)

২২. মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব (২০০৪)

২৩. নারী সমাজে দাওয়াত ও সংগঠন সম্প্রসারণের উপায় (২০০৪)

২৪. বক্তৃতামালা (২০০৫)

২৫. ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ (২০০৫)

মুসলিম উম্মাহর জন্য আন্দোলন

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে নেতৃত্বের যে শূন্যতা চলছে মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কর্তৃক পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরের বক্তব্য এবং তার লেখনী কিছুটা হলেও তা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় ২০টি দেশের উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও উলামাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তিনি সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, গ্রীস, সিংগাপুর, চীন, তুরস্ক, নেপাল ও ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন এবং সে সব দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৭৪ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর মাওলানা নিজামী বেগম শামসুন্নাহারকে বিবাহ করেন। বেগম শামসুন্নাহার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম.এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রী জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এ্যাণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ।

www.pathagar.com

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও বেগম নিজামীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে।

মিতভাষী, বিনয়ী, ধৈর্যশীল মাওলানা নিজামী ব্যক্তি জীবনে যেমন অমায়িক, ব্যবহারিক জীবনেও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো উজ্জ্বল ভাস্বর হয়ে ফুটে ওঠে।

❐

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন

—একজন ইসলামী অর্থনীতিবিদ

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক মোঃ শরীফ হুসাইন ১৯৪৩ সালে জামালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম জাফরউদ্দীন আহমাদ। মাতার নাম বেগম নজিরুন্নিসা। তিনি ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৬২ সালে ইন্টারমেডিয়েট এবং ১৯৬৪ সালে ২য় বিভাগে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৬৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে ২য় শ্রেণীতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবন

অধ্যাপক শরীফ হুসাইন স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। অতপর ১৯৬৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ধনবাড়ী কলেজে এবং ১৯৭৪-১৯৭৯ পর্যন্ত মধুপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৯ সালেই তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং ইসলামিক ইকোনমিক্স রিচার্স ব্যুরোতে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৮৪ থেকে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এবং পরবর্তীতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ইসলামিক ইকোনমিক্স রিচার্স ব্যুরোর প্রতিনিধি হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিচার্স ব্যুরোর জেনারেল সেক্রেটারী, ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের পরিচালক ও ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং ও রিসার্চ একাডেমীর একাডেমিক কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৬৭ সালে তদানিন্তন মোমেনশাহী জেলা আমীর মাওলানা আবদুল জাব্বারের হাতে জামায়াতে ইসলামীর মুত্তাফিক ফরম পূরণ করে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। অতপর ১৯৭০ সালে জামালপুর মহকুমা সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর এক সময় টাঙ্গাইল জেলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯ইং

www.pathagar.com

এর শেষ দিকে তিনি ঢাকায় চলে আসেন এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮১ সাল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া তিনি অর্থনীতি বিভাগেরও দায়িত্বশীল। উল্লেখ্য যে, তিনি রাজনৈতিক কারণে ১৯ মাস কারাভোগ করেন।

সমাজ সেবা

তিনি সমাজ সেবার কাজেও জড়িত রয়েছেন। জামালপুর হিলফুল ফুজুল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমানে তার চেয়ারম্যান। এছাড়া ঢাকাস্থ জামালপুর ফোরামেরও চেয়ারম্যান। এ দুটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

সাহিত্য কর্ম

তিনি ইসলামী অর্থনীতির উপর কয়েকটি বই লিখেছেন। এগুলো হলো ১. সুদ, সমাজ অর্থনীতি, ২. যাকাত কি ও কেন, ৩. ইসলামী ব্যাংক একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা। এছাড়া তিনি ডঃ ওমর চাপড়ার "ইসলামী ব্যাংক ও মুদ্রানীতির রূপরেখা" বইটি অনুবাদ করেছেন।

অধ্যাপক শরীফ হুসাইন একজন অর্থনীতিবিদ। তিনি বিভিন্ন সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য রাখেন। ইসলামী অর্থনীতির উপর গবেষণা করেন এবং প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি বিবাহিত। তাঁদের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদ

—নিরবে যিনি কাজ করেন

অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক কাজে সর্বক্ষণ ব্যস্ত বহিঃমুখী প্রচারে যার মোটেই আগ্রহ নেই, সদাসর্বদা সংগঠনকে মজবুত ও উন্নত করার চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদ।

জন্ম ও শিক্ষা

মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদ ১৯৪৩ সালে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত কোম্পানীগঞ্জ থানার রামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতার একমাত্র ছেলে। বাল্যকালে গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি কুরআন শিক্ষা লাভ করেন। অতপর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি স্থানীয় মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৬২ সালে বামনিয়া আছিরিয়া সিনিয়র মাদরাসা থেকে প্রথম বিভাগে দাখিল পাস করেন। ১৯৬৪ সালে ফেনী আলিয়া মাদরাসা থেকে আলিম এবং নোয়াখালী কেরামতিয়া আলীয়া মাদরাসা থেকে ১৯৬৬ সালে ফাজিল এবং ১৯৬৮ সালে কামিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ এ কর্মী ১৯৬৪ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে সম্পৃক্ত হন। ১৯৬৬ সালে তিনি সাথী হন এবং একই সালে ছাত্র সংঘের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে সোনাপুর ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ১৯৬৯ সালে চট্টগ্রাম ইসলামী ছাত্র সংঘের অফিস সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭০ ও ৭১ সালে নোয়াখালী বৃহত্তর জিলার ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন।

১৯৭৯ সালে তিনি নোয়াখালী জিলার আমীর নিযুক্ত হন এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য নির্বাচিত হন।

www.pathagar.com

মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদের সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা, কর্মে একাগ্রতা এবং দক্ষতা কেন্দ্রীয় সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৬ সালে তাকে নোয়াখালী থেকে কেন্দ্রীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকায় আনা হয়। সেই থেকে তিনি কেন্দ্রীয় সংগঠনের বহুবিধ দায়িত্ব নিরবে আঞ্জাম দিয়ে চলেছেন। বর্তমানে তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাহী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য। এছাড়া জাতীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য সচিব এবং অভ্যন্তরীণ নির্বাচন কমিশনের প্রধান কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটির সদস্য এবং ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক।

একটা বিরাট অট্টালিকার পিছনে যেমন হাজারো রাজমিস্ত্রী ও যোগানদারের ভূমিকা থাকে মুখ্য, পর্দার অন্তরালে থেকে জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের পিছনে এমনি মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন যারা তাদের মধ্যে মাওলানা রফিউদ্দীন আহমদ অন্যতম।

যারা সংগঠনকে জীবন্ত করে তুলতে চান, মজবুতী বাড়াতে চান, নীরবে সংগঠনের প্রাণ শক্তি বৃদ্ধি করতে চান, জনগণের কাছে দরদ নিয়ে জামায়াতের দাওয়াত পৌছাতে চান তাদের কাছে এক উজ্জ্বল মডেল মাওলানা রফিউদ্দীন আহমদ।

আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য সংগঠনের কাজে ছাত্র জীবন থেকেই নিজকে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তাই তিনি জীবনে কোন চাকুরী করেন নাই। এমনকি মাত্র ৩ মাস শিক্ষকতার কাজে থাকলেও তিনি সংগঠনের ডাকে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন। তিনি সমাজসেবার কাজেও নিজেকে জড়িত রেখেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি নোয়াখালী আল ফারুক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। আল ফারুক একাডেমী ও ইয়াতিমখানা, আল ফারুক ট্রাস্ট, মসজিদ, মাদরাসা প্রতিষ্ঠা সহ বিভিন্ন জনহিতকর ও সমাজ কল্যাণকর কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি হজ্জব্রত পালন করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৭৩ সালে মনোয়ারা বেগমকে বিবাহ করেন। তাদের ৫ ছেলে ও ৩ মেয়ে।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব

—একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব শিক্ষা এবং রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রে একজন সুপরিচিতি ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে আসছেন। একজন বিদ্যানুরাগী এবং ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত প্রাণ এ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল আবদুর রব। বর্তমানে বাংলাদেশের ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটির পরিচালক এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য।

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৯৪৫ সালে চাঁদপুর জিলার মতলব থানাধীনে ধানারপাড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার বিশেষ তত্ত্বাবধানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি মতলব হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন এবং ১৯৬১ সালে চাঁদপুর কলেজ থেকে ইন্টার-মেডিয়েট পাস করেন। অতপর তিনি ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিষয়ে বি. এ অনার্স এবং ১৯৬৫ সালে এম. এ পাস করেন।

কর্মজীবন

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়েই শিক্ষকতা পেশায় জনাব আবদুর রব ১৯৬৫ সালে যোগদান করেন। তিনি লক্ষ্মীপুর কলেজ, শ্রীকাইল কলেজ, কুমিল্লা কলেজ, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর কলেজ এবং চাঁদপুর কলেজে ইংরেজী বিষয়ে অধ্যাপনা করেন।

অতপর ১৯৬৯ সালে কুমিল্লার চিওড়া কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। চাঁদপুর কচুয়া কলেজ, নোয়াখালী বশিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৯৬২ সালে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক

www.pathagar.com

মুসলিম হলে ছাত্র সংঘের দায়িত্বে ছিলেন। ছাত্র জীবন শেষ করে ১৯৬৫ সালে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬ সালে জামায়াতের সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে কুমিল্লা জেলা শাখার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাজ সেবা

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব একজন বিশিষ্ট সমাজকর্মী। ছাত্রাবস্থায় তিনি বেশ কয়েকটি যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে ইসলামিক যুব মজলিস, আল-আমিন জনকল্যাণ সমিতি, মতলব থানা সমিতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি অনেকগুলো সমাজকল্যাণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত আছেন। তিনি ঢাকার তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্ট ও তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসার গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি আইডিয়াল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের গভর্নিং বডি, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি স্কুল, সাভারের দারুল ইসলাম সোসাইটি ও দারুল ইসলাম ফাজিল মাদরাসা, আদর্শ হাইস্কুল, সানারপাড় এবং ইসলামিক সোসাইটি মতলবের চেয়ারম্যান।

তিনি চাঁদপুর জিলার আল আমিন একাডেমী (স্কুল এন্ড কলেজ), ঢাকার বাদশাহ ফয়সল ট্রাস্ট এবং ইসলামিক এইড-এর ভাইস চেয়ারম্যান। আল-আমিন সোসাইটি, চাঁদপুর-এর প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী। জামেয়া ইসলামিয়া, ঢাকা-এর ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেডারেশন অব ইসলামিক সোসাইটিজ এন্ড ট্রাস্ট এর সেক্রেটারী।

সাহিত্য কর্ম

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব একজন সু-লেখক। তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। বিদ্যালয় প্রশাসন
২। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা
৩। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৪। Model Word Book-I
৫। Model Word Book-II
৬। English Grammar, Translation & Composition-Part-I
৭। English Grammar, Translation & Composition-Part-II

www.pathagar.com

৮। A Guide of best Result in H. S. C English prose & poetry.

৯। English Digest for H. S. C Examinees.

দেশ ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৯৯০ সালে সৌদী আরবে ভ্রমণে যান এবং উমরা পালন করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি পাকিস্তানের লাহোরে 'অল-পাকিস্তান এডুকেশন কনফারেন্সে' যোগদান করেন। তিনি উক্ত সম্মেলনে 'The existing Education System of Bangladesh' (বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি)-এর উপর একটা প্রবন্ধ পেশ করেন এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক তা বিরাটভাবে প্রশংসিত হয়।

বৈবাহিক জীবন

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৯৬৮ সালে হোসনে আরা বেগমকে বিবাহ করেন। তাদের ১১ সন্তানের মধ্যে ৮ ছেলে ও ৩ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

এডভোকেট শেখ আনসার আলী–সাবেক এমপি

—একজন আইনজীবী ও ইসলামী চিন্তাবিদ

জন্ম ও শিক্ষা

শেখ আনসার আলী ১৯৪৪ সালে সাতক্ষীরা জেলার তালা থানাধীন উখালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা হলেন মরহুম শেখ আসগার আলী, মাতা মরহুমা মরিয়াম বেগম। তিনি তালা থানাধীন গোপালপুর প্রাইমারী স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তিনি তালা হাইস্কুল থেকে ১৯৬১ সালে ২য় বিভাগে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন। এরপর খুলনা কমার্স কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে আই. কম. এবং ১৯৬৫ সালে ২য় বিভাগে বি. কম. পাস করেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. কম এবং ১৯৬৯ সালে এলএলবি ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন। তিনি খুলনা ইসলামিয়া হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনে শুরু করেন। এরপর দৌলতপুর মহসিন কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরে টাঙ্গাইল হাতিয়া কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে চাকুরী করেন। অতপর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং সুপ্রীম কোর্টে উকালতি শুরু করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

১৯৬৩ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন। ছাত্র জীবন শেষে ১৯৬৯ সালে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। সাতক্ষীরা জেলা হওয়ার পূর্বে তিনি খুলনা জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামী ও পরে কেন্দ্রীয় শূরা কর্মপরিষদ সদস্য এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। খুলনা আজম খান কমার্স কলেজে অধ্যয়নকালে ইসলামী ছাত্র সংঘের সমাজ কল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঢাকা সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েসনের একবার সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৯১ সালে সাতক্ষীরার তালা থানা থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তখন সংসদের ভিতরে ও বাহিরে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

সমাজ সেবা

তিনি নিজ গ্রাম উখালীতে উখালী সরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন তাহলো–তালা আল আমীন এতিমখানা, ইসলাম কাঠী ইউনিয়ন সমাজ কল্যাণ সমিতি, উখালী শেখ পাড়া মসজিদ ইত্যাদি।

সাহিত্য কর্ম

ইসলামী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তার অবদান রয়েছে। তিনি কয়েকটি বই লিখেছেন। সেগুলো হলো ঃ ১. নামায কি শিখায়, ২. রোযা কি শিখায়, ৩. যাকাত কি শিখায়, ৪. ছোটদের মওদূদী, ৫. ইসলামী আন্দোলনে প্রশজীবী মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য। এছাড়া তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ ও নিবন্ধ লিখে থাকেন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৬৮ সালে খুলনার মরহুম রেজাউল হক সিকদারের বড় মেয়ে বেগম রোকেয়া কে বিবাহ করেন। তার স্ত্রী বেগম রোকেয়া বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যা ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্যা এবং এমপি। তাদের ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

অধ্যাপক মোঃ ফজলুর রহমান

—নীরব এক কর্মী ও বিশিষ্ট সমাজসেবী

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক ফজলুর রহমান ১৯৪৫ সালের ১৯ জানুয়ারী সিলেট জেলার বিয়ানীবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আঃ মান্নান, মাতার নাম মুহতারামা কামারুন্নিসা। তিনি আওরঙ্গবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর সিলেট সরকারী হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৬২ সালে এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর ১৯৬৪ সালে সিলেট এম.সি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি, ১৯৬৬ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ. পাস করেন।

কর্মজীবন

১৯৭০ সালে আগস্ট মাসে ফেঞ্চুগঞ্জ কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনায় নিয়োজিত থাকেন। অতপর বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত হন এবং ইসলামী আন্দোলনের কাজে নিজেকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপক ফজলুর রহমান জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় তদানিন্তন ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ঢাকা মহানগরী ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য তখন শহীদ আবদুল মালেক ভাই ছিলেন ঢাকা মহানগরী ইসলামী ছাত্র সংঘের সেক্রেটারী। অতপর ১৯৬৯ সালে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সমাজসেবা বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে তিনি কলেজে অধ্যাপনা নিয়ে নিজ জেলা সিলেটে গমন করেন এবং সিলেট জেলায় দীনের কাজ সম্প্রসারণের জন্য দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন।

১৯৮১ সাল থেকে সিলেট জেলার আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সাল থেকে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং ২০০৫ সাল

www.pathagar.com

থেকে সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ১৯৮৬ ও ১৯৯১ সালে ২বার সিলেটের বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জ এলাকা থেকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

সমাজসেবা

অধ্যাপক ফজলুর রহমান যখন ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সমাজ সেবা বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন তখনই ঢাকার মীর হাজীরবাগ এলাকায় একটি ডোবা জায়গা ভরাট করে একটি টিনের ঘর নির্মাণ করে মাত্র ১০জন ছাত্র নিয়ে তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা শুরু করেন। মূলত ১৯৬৩ সালে অধ্যাপক গোলাম আযমের তত্ত্বাবধানে ও পরিকল্পনায় তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সূত্রপাত হয়েছিল। উল্লেখ্য ঐ ডোবা জায়গাটি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের মরহুম নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের শ্বশুরের পরিবার দান করেছিলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের মামা শ্বশুর কাজী আবু আখতার ঐ মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা কামিল মাদরাসায় উন্নীত হয়েছে, এ মাদরাসার ৩টি শাখা রয়েছে এবং রয়েছে এতিমখানা। এ মাদরাসা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। অধ্যাপক ফজলুর রহমান বর্তমানে সিলেট ইসলামিক সোসাইটির চেয়ারম্যান। এ সোসাইটির মাধ্যমে সিলেটে বহু মাদরাসা, স্কুল, মসজিদ, কলেজ ও এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া শাহজালাল জামেয়া ইসলামীয়া স্কুল এন্ড কলেজের তিনি দীর্ঘদিন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে আল আমিন জামেয়া স্কুলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। নিজ গ্রাম বিয়ানীবাজারে জিলালিল কুরআন সোসাইটির তিনি একজন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং বিয়ানীবাজার জামেয়া ইসলামীয়ারও তিনি সভাপতি।

বিদেশ ভ্রমণ

তিনি ২বার বিলাত এবং বেশ কয়েকবার সৌদী আরব সফর করেছেন। এবং হজ্জব্রত পালন করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৭৪ সালে তিনি মুহতারামা খায়রুন্নিসাকে বিবাহ করেন। তার স্ত্রী একজন উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা এবং জামায়াতের রুকন। দীর্ঘ ৩৪ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তাদের কোন ছেলেমেয়ে নেই। উল্লেখ্য নিজস্ব ৪ তলা

www.pathagar.com

বাড়ীটি সিলেট ইসলামিক সোসাইটির নামে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিলেটের বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে এ দম্পতি আল্লাহর দ্বীন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত রেখে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা তাদের উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আমীন।।

❐

www.pathagar.com

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

—মজবুত সংগঠন ও দ্বীন কায়েম যার জীবনের লক্ষ্য

দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে মুক্ত, অল্পে তুষ্ট, শুধুমাত্র সংগঠনের ব্যাপ্তি, দ্বীন কায়েম ও পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যার জীবনের লক্ষ্য তিনি হলেন জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ফরিদপুর শহরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মাওলানা আবদুল আলী বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার মাতার নাম নূরজাহান বেগম। মরহুম মাওলানা আবদুল আলীকে ফরিদপুর জিলার জনগণ এখনও তাদের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়ে রেখেছে। উল্লেখ্য জনাব মুজাহিদের মাতাও ছিলেন একজন বিদুষী, আল্লাহ ভক্ত এবং আদর্শ মহিলা। বাবা-মা দু'জনই তাদের সন্তানদের গড়ে তুলেছেন আদর্শরূপে।

জনাব মুজাহিদ তাঁর পিতার মতই সহজ সরল জীবন যাপনের চেষ্টা করেন। বৈষয়িক উন্নতি সাধন, প্রাচুর্য, বিলাস ইত্যাদির প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ নেই। ভীষণ পরিশ্রমী জনাব মুজাহিদ কখনো সংগঠনের কোন কিছু ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেন না। পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকেন তিনি।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব মুজাহিদ প্রাথমিক শিক্ষা তার পিতার কাছ থেকেই লাভ করেন। অতপর তিনি ফরিদপুর শহরে ময়েজউদ্দিন হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ফরিদপুর জেলা স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে এস.এস.সি এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও বি.এ. পাস করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত হন। তিনি ফরিদপুরে ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করেন। অতপর ঢাকা জেলার সেক্রেটারী হিসাবে এবং পরিশেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

অতপর জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন এবং জামায়াতের রুকন (সদস্য) পদ লাভ করেন। তিনি কয়েক বছর নারায়ণগঞ্জ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালের ৮ ডিসেম্বর থেকে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

জনাব মুজাহিদ ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ একজন সংগ্রামী নেতা। ১৯৬৫ সালে কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কলেজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় আইয়ুব শাহীর বিরুদ্ধে মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে কাজ করতে গিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৭০ সালে সামরিক শাসক ইয়াহিয়ার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং দ্বিতীয়বারের মত কারাবরণ করেন। ১৯৮৭ সালে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। তিনি ১৯৯৪ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে পরিচালিত আন্দোলনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং ৪ দলীয় জোট গঠনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন এবং দেশব্যাপী ব্যাপক গণসংযোগ করেন। আওয়ামী লীগ সরকার তার জনপ্রিয়তা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে ২০০০ সালে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠায়। এক মাস কারাভোগের পর হাইকোর্টের নির্দেশে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কুমিল্লা কারাগারের গেটে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করে। কিন্তু উপস্থিত জনরোষের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২০০১ সাল থেকে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রীসভায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। তিনি সততা, যোগ্যতা, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার সাথে অত্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং ইতিমধ্যেই দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। উল্লেখ্য তিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আসার পর থেকে এ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জনগণের ধারণা পাল্টাতে শুরু করেছে। এটা শুধু ইয়াতিমদের মন্ত্রণালয় বলে মানুষ আর মনে করে

www.pathagar.com

না। প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষিত ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ, ইয়াতিমদের তদারকী, পরিদর্শন ও মানোন্নয়ন সব দিকেই উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। টঙ্গীস্থ "মুক্তি নামে বিশুদ্ধ পানি তৈরী করণ" সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের একটি আয়বর্দ্ধক প্রকল্প।

সমাজ সেবা

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সমাজ কর্মী হিসেবে ফরিদপুর জেলাবাসীর নিকট সুপরিচিত। তিনি অনেক মসজিদ, মাদরাসা, স্কুল ও ইয়াতিমখানা স্থাপন করেছেন।

দেশ ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক কর্মতৎপরতা

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন ফ্রান্স, তুরস্ক, থাইল্যান্ড, সৌদী আরব, কুয়েত, আরব আমীরাত, কাতার, ওমান, বাহরাইন, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান এবং সিংগাপুর ভ্রমণ করেছেন। এ সব দেশ সফরকালে তিনি বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিভিন্ন সংস্থার সভা সম্মেলনে যোগদান করে বক্তব্য পেশ করেন। ২০০১ সাল থেকে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকালেও তিনি সরকারীভাবে বিভিন্ন দেশে সফর করেছেন এবং অনেক সমেলনে বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং সুনাম কুঁড়িয়েছে। তিনি যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে দেখা করেছেন তারা হচ্ছেন—ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারী জেনারেল, কাতারের আমীর, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ও ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জনপপ পোল, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ মোহাম্মদ আলী, ড. ওমর নাসিফ, সৌদি বাদশা ফাহাদ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

বৈবাহিক জীবন

জনাব মুজাহিদ ১৯৭৪ সালে বেগম তামান্না-ই-জাহানকে বিবাহ করেন। বেগম তামান্না-ই-জাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাস করেন। এছাড়া তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের মহিলা বিভাগের মজলিসে শূরার সদস্যা। তাদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে।

www.pathagar.com

অধ্যাপক ফকির মোহাম্মদ শাহেদ আলী

—একজন সাদাসিদে ও হাস্যোজ্বল ব্যক্তি

জন্ম ও শিক্ষা

ফকির মুহাম্মদ শাহেদ আলী। জন্ম তারিখ ও স্থানঃ ১ জুন ১৯৪৭ইং, ফরিদপুর জিলার ভাঙ্গা থানার পূর্ব সদরদী গ্রামে। পিতার নাম ফকির আঃ ওয়াহেদ, মধ্যবিত্ত পরিবার, ৭ ভাই ২ বোন। বড় ভাই জিলা পাবলিসিটি অফিসার (অবসর প্রাপ্ত), অন্যান্য ভাইয়েরা ব্যবসা করেন।, মাতা ফুলজা বেগম।

পূর্ব সদরদী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুর্ব সদরদী, ভাঙ্গা, ১৯৫৪ সালে ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। অতপর ভাঙ্গা পাইলট হাইস্কুল, ভাঙ্গা, ফরিদপুর ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬৪ সালে ২য় বিভাগে এস.এস.সি. পাস করেন। রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, ১৯৬৫ সনে-একাদশ শ্রেণী বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৬ সালে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

অতপর বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৬৮ সালে ২য় বিভাগে ডিগ্রি পাস করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি বিষয়ে ১৯৭০ সালে ২য় শ্রেণীতে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন এবং '৭৩ সালের নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত উক্ত কলেজে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য, মাঝে মধ্যে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে তাঁকে। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসের ১৬ তারিখ থেকে কে.এম. কলেজ, ভাঙ্গা ফরিদপুরে কর্মরত আছেন।

ছাত্র ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

অধ্যাপক শাহেদ আলী ১৯৬৫ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সালে রাজেন্দ্র কলেজ সংসদ নির্বাচনে জি.এস. প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

ভর্তি হওয়ার পর থেকে মূলত ছাত্র রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে আরম্ভ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় তদানিন্তন ছাত্র সংঘের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা শামসুল হকের সক্রিয় সহযোগিতায় ও তদারকীতে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে মহসিন হলের সেক্রেটারী অতপর সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং ফরিদপুর জেলা সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

'৭৯-এর সংসদ নির্বাচনে ভাঙ্গা-সদরপুর নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। জিলা আমীর হাফেজ মাওলানা মৃধা ইছহাকের অসুস্থতার কারণে '৮১ সাল থেকেই ভারপ্রাপ্ত জিলা আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। '৮২ সাল থেকে বৃহত্তর ফরিদপুর জিলা আমীর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি '৮৬, '৯১ এবং '৯৬-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভাঙ্গা নির্বাচনী এলাকা থেকে অংশগ্রহণ করেন।

এরশাদ বিরোধী ভূমিকা পালনের জন্য গ্রেফতার হন এবং ফরিদপুর জেলে ১ মাস কারাবাস করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সেক্রেটারী হিসাবে বেশ কয়েক বছর দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সমাজ সেবা

চাকুরীর জীবনের ১ম মাসের বেতনের টাকার একাংশ দিয়ে '৭৩ সালে নিজ গ্রামের মসজিদের কাজ সম্পন্ন করেন এবং উক্ত মসজিদের সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ভাঙ্গা দারিয়ার মাঠ মাদরাসা বিল্ডিং উন্নয়নে ভূমিকা পালন করেন। ফরিদপুর শহরস্থিত বায়তুল মুকাদ্দেস ট্রাস্ট মসজিদ, টেপা খোলা মসজিদ, ফরিদপুর আদর্শ স্কুলস্থিত মসজিদ, স্বীয় বাসার পার্শ্বস্থ মসজিদ তৈরীতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন।

বর্তমানে তিনি নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে জড়িত রয়েছেন- সভাপতি আদর্শ স্কুল, পশ্চিমখাবাসপুর, ফরিদপুর, সেক্রেটারী, দারুস্ সালাম মসজিদ খাবাসপুর, ফরিদপুর, সহ-সভাপতি-সাবজান্নেছা মহিলা মাদরাসা, ফরিদপুর, সহ-সভাপতি-মুসলিম মিশন দাখিল মাদরাসা, সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুল আলী ট্রাস্ট, ফরিদপুর, সদস্য, বায়তুল মুকাদ্দেস ট্রাস্ট, ফরিদপুর, সদস্য, চকবাজার মসজিদ, ফরিদপুর, সদস্য, মুসলিম মিশন ইয়াতীমখানা, ফরিদপুর, সদস্য, ডায়াবেটিক্স হাসপাতাল, ফরিদপুর, সদস্য, ক্যান্সার হাসপাতাল, ফরিদপুর।

www.pathagar.com

পারিবারিক জীবন

১৯৭৩ সালের ১ম দিকে বিবাহ করেন। ২ ছেলে ৪ মেয়ে। স্ত্রী জামায়াতের রুকন, ছেলেমেয়েরা সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত।

❐

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের

—পরোপকারী ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তিত্ব

দ্বিধাহীন চিত্তে যিনি নিজের চিন্তা যে কোন পরিবেশ পরিস্থিতিতে অকপটে প্রকাশ করতে পারেন, হক্ক প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে যিনি অত্যন্ত দৃঢ়, যে কোন জটিল পরিস্থিতিতেও যিনি ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, কঠোরতা ও কোমলতা যার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করে তুলেছে, পরোপকারী, স্পষ্টভাষী এবং আধুনিক প্রশাসনেও যিনি একজন দক্ষ ব্যক্তি, তিনি হলেন ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুজ্জাহের ১৯৪৮ সালে ১ জুলাই নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব মৌলভী আহম্মদ উল্লাহ, মাতার নাম মরহুমা জয়নাবুন্নিসা। তিনি ১৯৬৪ সালে এস.এস.সি, ১৯৬৬ সালে ফেনী কলেজ থেকে এইচ.এস.সি ও ১৯৬৮ সালে বি.এ পাস করেন এবং ১৯৭০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সাথে এম.এ পাস করেন।

কর্মজীবন

জনাব নাসের কয়েক বছর পর্যন্ত যশোহর জেলার মোশাররফ হোসেন ডিগ্রি কলেজে অধ্যাপনা করেন। পরবর্তীতে ১৯৭৭-১৯৮৯ পর্যন্ত ঢাকাস্থ সৌদী রাজকীয় দূতাবাসের 'বাংলাদেশ ও নেপাল' এর সেক্রেটারী হিসেবে সুদীর্ঘ ১৩ বছর যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর থেকে বর্তমান অবধি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এ সুবাদে তিনি ব্যবসায়ী মহলেও এবং দেশের শিল্প ক্ষেত্রেও অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। নিসন্দেহে বলা যায় তিনি দ্বীনি আন্দোলনে, অধ্যাপনায়, কূটনৈতিক সার্ভিসে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় একজন সফল ব্যক্তি।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

স্কুলের ছাত্র অবস্থায় তিনি ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সংগে জড়িয়ে পড়েন এবং ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অতপর ১৯৬৪-৬৬ সাল পর্যন্ত ফেনী মহকুমা ইসলামী ছাত্র সংঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬-৭১ পর্যন্ত তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শূরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসেবে ছাত্র অঙ্গনে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখেন এবং বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র অঙ্গন থেকে বিদায় নেন। অতপর বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য। বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগীয় কমিটির চেয়ারম্যান। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলোর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মুসলিম বিজনেসম্যান এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এসোসিয়েশন-এর সভাপতি। এর আগে প্রায় ১৯৮২ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২১ বছর তিনি জামায়াতে ইসলামীর বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে

জনাব আবু নাসের মোঃ আবদুজ্জাহের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন এবং আন্তর্জাতিক ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ করে মতবিনিময় করেছেন। তিনি যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করেছেন—তারা হলেন ঃ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (র), মহামান্য বাদশাহ ফয়সল বিন আবদুল আজিজ, যুবরাজ সুলতান বিন আবদুল আজিজ, ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাৎশির, তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর নেকমত্তিন আরবাকান ও প্রধানমন্ত্রী তাইয়েফ এরদোগান, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুল্লাহ গুল, নেপালের রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ, যুবরাজ সালমান বিন আব্দুল আজিজ, যুবরাজ সৌদ আল ফয়সল, যুবরাজ তালাল বিন আবদুল আজিজ, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুর্শিদে আম জনাব মামুন আল হুদাইবী ও শেখ মেহেদী আকিফ, ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডঃ হাবিবী, শেখ আলী আল হারাকান, ইসলামী ডেভলপমেন্ট ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডঃ আহম্মদ মোহাম্মদ আলী এবং মালয়েশিয়ার প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ডঃ আনোয়ার ইব্রাহীমসহ প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। তিনি

www.pathagar.com

সৌদী আরব, কুয়েত, আরব আমীরাত, বাহরাইন, সিরিয়া, মিশর, আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, ডেনমার্ক, গ্রীস, মুজাম্বিক, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, পাকিস্তান, নেপাল, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশ সফর করেছেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইটালী, জাপান, সৌদী আরব, কুয়েত ও আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন ও বক্তব্য প্রদান করেন।

সমাজ সেবা

অধ্যাপক নাসের একজন পরোপকারী ও জনদরদী ব্যক্তিত্ব। দেশের দরিদ্র লোকের বিভিন্নমুখী সাহায্যসহ কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাদের কন্যার বিবাহের জন্য অকাতরে দান করে থাকেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে সাহায্য সহযোগিতা করে চলছেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ইব্‌নে সিনা ট্রাস্ট, দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশন লিঃ, মানারাত স্কুল এন্ড কলেজ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাদশাহ ফয়সাল ট্রাস্ট, এ ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান হিসেবে অত্যন্ত সফলতার সাথে দায়িত্ব এবং ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এই দরদী ব্যক্তি হিসেবে এদেশে কয়েকশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে, স্বাস্থ্য সেবায়, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও রোগীর চিকিৎসায় সাহায্য, এদেশের বেকার কয়েক হাজার যুবকের দেশ ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, অনেক দরিদ্র মানুষের গৃহনির্মাণে সহায়তা, কয়েকশত ছেলেমেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান এবং বহু গরীব ছাত্র-ছাত্রীর লেখা পড়ার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

বৈবাহিক জীবন

তিনি বিবাহিত। জনাব নাসের এবং বেগম নাসেরের ৩ মেয়ে ও ৩ ছেলে। সকলেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

www.pathagar.com

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা

—প্রাণখোলা, সাহসী ও সংবেদনশীল মানুষ

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা একজন মানব দরদী, অমায়িক, প্রাণখোলা ও সংবেদনশীল অন্তরের মানুষ। জনাব মোল্লা অপরের সেবায় নিবেদিত প্রাণ একজন ব্যক্তি। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, লেখক সর্বোপরি একজন রাজনীতিবিদ। নিসন্দেহে বলা যায়, ধনে সমৃদ্ধ না হলেও জ্ঞানে তিনি একজন সমৃদ্ধ ব্যক্তি।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা ফরিদপুর জিলার সদরপুর উপজেলার জরিপের ডাঙ্গী গ্রামে ১৯৪৮ সালে ১৩ আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রাম জরিপের ডাঙ্গীতে তার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সালে প্রাথমিক এবং ১৯৬১ সালে রেসিডেন্সিয়ালে জুনিয়র বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে ফরিদপুর জিলার আমিরাবাদ ফজলুল হক ইনস্টিটিউট হতে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক এবং ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৬৬ সালে কৃতিত্বের সাথে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। ১৯৬৮ সালে তিনি একই কলেজ থেকে বি.এস.সি পাস করেন।

১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধীনে পদার্থ বিজ্ঞানে এম.এস.সি-তে ভর্তি হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ জনিত কারণে এম. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ১৯৭৫ সনে তিনি শিক্ষা ডিপ্লোমা কোর্সে অতীত রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৭৭ সনে শিক্ষা প্রশাসনে এম. এড. প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন।

কর্মজীবন

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা তার ছাত্র জীবন থেকেই শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ সনে ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত বিখ্যাত উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এম. এড. পাসের পর তিনি বাংলাদেশ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে একজন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

শিক্ষকতা পেশা থেকে অব্যাহতি নিয়ে তিনি ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৭৯ সন পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে "মানারাত আন্তর্জাতিক স্কুল এন্ড কলেজের" তিনি প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী এবং প্রশাসক ছিলেন। ১৯৮১ সনে জনাব মোল্লা দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন এবং একজন কলামিস্ট হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও দেশে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি দুবার ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে কমিউনিজমের প্রতি মুগ্ধ হয়ে ছাত্র ইউনিয়নে যোগদান করেন। ১৯৬৬ সন পর্যন্ত তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের পর তিনি মাওলানা মওদূদী কর্তৃক রচিত 'তাফহীমুল কুরআন'-এর সাথে পরিচিত হন। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬৬ সনে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন। ১৯৭০ সনে তিনি সংগঠনের শপথ বাক্য পাঠের মাধ্যমে সদস্য পদ লাভ করেন। এরপর থেকে তিনি ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি শহীদুল্লাহ হল ইউনিটের ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তারপর ঢাকা মহানগরী শাখার সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

ছাত্র জীবন শেষ করে বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং রুকনিয়াত (সদস্য পদ) লাভ করেন। অতপর তিনি সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযমের একান্ত সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের শূরা ও কর্মপরিষদের সদস্য এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮২ সনে ঢাকা মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী হন।

১৯৮৭ সনে জনাব মোল্লা ঢাকা মহানগরী জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন এবং ১৯৯১ সনে জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন।

www.pathagar.com

২০০০ সনে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হন। উপরোক্ত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি ৪ দলীয় ঐক্য জোটের পক্ষে স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৪ সনে জনাব মোল্লা স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য প্রথমে কারাবরণ করেন। অতপর ১৯৭২ সনে বেআইনীভাবে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয় এবং স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে তাঁকে তৎকালীন মুজিব সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদ সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য আটক হন। প্রায় চার মাস পর হাইকোর্ট আটকাদেশকে অবৈধ ঘোষণা করায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৯৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবীর আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা পালনের জন্য বিএনপি সরকার পুনরায় তাঁকে আটক করে।

সমাজসেবা

জনাব আবদুল কাদের মোল্লা একজন বলিষ্ঠ সমাজকর্মী। ১৯৮২ সন থেকে ১৯৮৩ সন পর্যন্ত দুবার ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন—সেগুলো হলো ঃ বাদশা ফায়সাল ইনস্টিটিউট, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, সদরপুর মাদরাসা এবং ইয়াতিমখানা, হাজীডাঙ্গী খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা, এতিমখানা এবং ঢাকাস্থ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী ইত্যাদি।

তিনি বাদশাহ ফায়সাল ইনস্টিটিউট ও ট্রাস্টের তিনবার সেক্রেটারী ছিলেন এবং মানারাত আন্তর্জাতিক স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী।

সাংবাদিকতা ও সাহিত্য কর্ম

জনাব মোল্লা দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনার উপর পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করেন। এছাড়া ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের উপরও লেখেন। তার চিন্তাশীল বিভিন্ন ধরনের লেখা ইতিমধ্যেই দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

দেশ ভ্রমণ

জনাব মোল্লা অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, জাপান, সিংগাপুর, পাকিস্তান এবং ভারত।

বৈবাহিক জীবন

১৯৭৭ সনের ৮ সেপ্টেম্বর জনাব মোল্লা বেগম ছানোয়ার জাহানকে বিবাহ করেন। তাদের ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে। বেগম ছানোয়ার জাহান জামায়াতের কেন্দ্রীয় ইউনিটের একজন রুকন।

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক

—মার্জিত ও অমায়িক এক ব্যক্তিত্ব

আধুনিক উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত বিলেত ফেরত ব্যক্তি হয়েও যিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য লালন-পালনে আন্তরিক ও দৃঢ়মনা, মার্জিত ও অমায়িক যার ব্যবহার, যিনি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় কথা বলতে অভ্যস্ত এবং সমাজের উচ্চমহলের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তিনি হলেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক।

জন্ম ও শিক্ষা

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ১৯৪৯ সালের ৬ মার্চ সিলেট জিলার বিয়ানীবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম সিদ্দিক আলী, মাতার নাম মরহুমা মুশতারা বিবি।

তিনি ১৯৬৫ সালে বিয়ানীবাজার পি.এইচ.জি. হাইস্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ১৯৬৭ সালে সিলেট এম.সি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাস করেন। অতপর তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে বি.এ. অনার্স এবং ১৯৭১ সালে এম.এ পাস করেন। এরপর তিনি আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্য বিলাত গমণ করেন এবং বিলাতে লিংকন্স ইন থেকে কৃতিত্বের সাথে বার-এট-ল' ডিগ্রি অর্জন করেন।

কর্মজীবন

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক ১৯৮২ সালে আইনজীবি হিসাবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের 'বারে' যোগদান করেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের উচ্চতর আদালতে দক্ষতার সাথে প্র্যাকটিস করেন। এ সময় তিনি আইন পেশায় যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। তিনি যে সমস্ত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর মামলা পরিচালনা করতেন অনেক সময় সেগুলো গুরুত্বের সাথে বিলেত-এর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। উল্লেখ্য যে, তিনি বিলেতে আইন ব্যবসায় সুনাম অর্জন করার পরেও দেশের টানে ১৯৮৫ সালে স্বদেশে ফিরে আসেন এবং ঢাকা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে আইন পেশায় নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে তিনি এদেশেও আইন পেশায় যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি বাস্তব জীবনে কথা বলেন কম, কাজ করেন বেশী। আইন পেশাতেও তিনি অযথা কথা

www.pathagar.com

না বলে আইনের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নিয়ে কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব মামলায় ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক সাহেব অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাবে আইনের বিষয়গুলো উত্থাপন করেন, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লেখ্য যে মহামান্য হাইকোর্টের সম্মানিত বিচারকগণ সর্বসম্মত রায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেন। এছাড়া জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেবকে আওয়ামী লীগ সরকার বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে যে রীট পিটিশন করা হয়, সেটারও মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক এবং হাইকোর্টের রায়ে খতীব সাহেব তার স্বপদে পুনর্বহাল হন। এছাড়া ভারতে পাইপ লাইন দিয়ে গ্যাস রপ্তানি করা এবং অবৈধভাবে ই.টি.ভি. পরিচালনার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যে দুটি মামলা হয় সেগুলোও তিনি পরিচালনা করেন। মহামান্য হাইকোর্ট তার রায়ে গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং ই.টি.ভি'র লাইসেন্স অবৈধ ঘোষণা করে তা বন্ধ করতে নির্দেশ দেয়। ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক সফলতার সাথে এ দুটি মামলা পরিচালনা করে দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেন। জনগণ তাঁকে মোবারকবাদ জানায়।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক একজন ইংরেজী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এবং দীর্ঘদিন বিলেতে অধ্যয়ন করেও ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য থেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত হননি। বাস্তব জীবন তথা যাবতীয় কর্মকাণ্ডে তিনি ইসলামী আদর্শকে ধারণ এবং প্রতিপালন করে জীবন যাপন করেন। শুধু তাই নয় আইন পেশার মত জটিল পেশাতেও তিনি তার লালিত আদর্শ এবং নীতি-নৈতিকতার মানদণ্ড পালন করেই পেশা পরিচালনার চেষ্টা করেন। এর মাধ্যমে নৈতিকভাবেও তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আইনজীবী মহলে প্রশংসিত হচ্ছে। উল্লেখ্য তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত রয়েছেন। ১৯৬৭ সালে তিনি তদানিন্তন ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯৭০ সালে এ সংগঠনের সদস্য পদ লাভ করেন। অতপর একই বছর তিনি সিলেট জেলা ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে এবং ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতপর বিলেতে যাওয়ার পর ১৯৭৯-৮৫ সাল পর্যন্ত দাওয়াতুল ইসলাম লন্ডন শাখার সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, দাওয়াতুল ইসলাম এবং দাওয়াতুল ইসলামের যুব সংগঠন 'ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং এ দুটো প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

উল্লেখ্য দাওয়াতুল ইসলাম যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে এবং 'ইয়ং মুসলিম অর্গানাইজেশন' মুসলমান যুবকদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের কাজ করে। অতপর স্বদেশে ফিরে আসার পরে ১৯৮৮ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরী শাখার সদস্য (রুকন) হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১৯৯০-৯৭ পর্যন্ত জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৭ সালে তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য এবং ২০০৩ সালে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে মনোনীত হন। অদ্যাবধি তিনি এ দায়িত্ব পালন করে চলছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ইসলামিক ল-ইয়ার্স কাউন্সিলের জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্র

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, সৌদি আরব, কুয়েত, আবুধাবী, লেবানন, নেদারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, চীন, জার্মানীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। এ সব সফরকালে তিনি আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেছেন। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদান ও বক্তব্য প্রদান করেছেন।

সমাজ সেবা

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক পেশাগত কারণেই একজন ব্যস্ত মানুষ তদুপরি ইসলামী আন্দোলনের নানাবিধ দায়িত্ব একই সাথে পালন করে যাচ্ছেন। এরপরও তিনি মানুষের সেবায় বিভিন্নভাবে অবদান রাখার চেষ্টা করেন। হাইকোর্টে-সুপ্রিমকোর্টে কোন মামলা মোকাদ্দমা করা মানেই অজস্র টাকা খরচের প্রশ্ন। কিন্তু ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক এখানেও মানবতার সেবার মনোভাব নিয়ে মামলা পরিচালনা করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি বিলেতে থাকাকালেও ইস্ট লন্ডন মসজিদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং এখনও তিনি ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের একজন ট্রাস্টি।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য ব্যারিস্টার রাজ্জাক ব্যস্ততার মধ্যেও লেখালেখি করেন। তার লেখা বেশ কিছু বিভিন্ন নিবন্ধ ও প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি একজন আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি অথচ যখনই ইসলামের উপর কোন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় তাতে তিনি জ্ঞানগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার দেয়া দারসুল কুরআন ও দারসুল হাদীস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি একজন অমায়িক ও মার্জিত স্বভাবের লোক। জনসভাগুলোতেও তাঁর যুক্তি নির্ভর, পরিশীলিত ও পরিমিত বক্তৃতাও শ্রোতাদের আকৃষ্ট করে।

বৈবাহিক জীবন

ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক বিবাহিত। তাদের ২ ছেলে ও ১ মেয়ে। উল্লেখ্য তার দুই ছেলেও ব্যারিস্টার এবং তাঁর সাথেই তারা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করছেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনে যোগ্য লোকের সংখ্যা তুলনামূলক-ভাবে কম। বিশেষত হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টে তথা আইন পেশায় আরও কম। এমনি অবস্থায় নিসন্দেহে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামী দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের জন্য আন্তরিকতার সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

আল্লাহ তাআলা তার ঈমানী শক্তিকে আরও বাড়িয়ে দিন। তাঁর পেশাগত দক্ষতা, যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিন। সর্বোপরি ইসলামী আন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাকে তাওফিক দান করুন। আমীন।।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের

—এক সাদাসিধে জীবন

অতি সাদাসিধে ও সহজ সরল জীবন যাপন এবং দ্বীন কায়েমের সংগ্রামে সদা তৎপর যে ব্যক্তিটি তিনি হলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের। কিশোর বয়স থেকে দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন নিয়ে তিলে তিলে নিজেকে গড়ে তুলেছেন এক আদর্শ মানুষ তথা আল্লাহর পথের একজন মুজাহিদ হিসেবে। জীবনকে ওয়াকফ করেছেন এ পথে। পার্থিব কোন লোভ-লালসা তথা বিলাসিতাপূর্ণ জীবন তো দূরের কথা সম্পদের মায়া যাকে স্পর্শ করতে পারেনি তিনি হলেন অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের।

জন্ম ও শিক্ষা

চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানাধীন উত্তর পরুয়াপারায় ১৯৪৯ সালের ২৩ নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মাওলানা আবু তাহের তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেন। অতপর চট্টগ্রাম জিলার আনোয়ারা থানায় চুন্নাপাড়া মনিরুল ইসলাম সিনিয়র মাদরাসা থেকে ১৯৬২ সালে কৃতিত্বের সাথে দাখিল পাস করেন। অতপর ১৯৬৬ সালে আলিম, ১৯৬৮ সালে ফাজিল এবং ১৯৭০ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদীস বিভাগে) পাস করেন। ১৯৭৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.এস অনার্স এবং ১৯৭৮ সাল এম.এ পাস করেন।

কর্মজীবন

ছাত্রজীবন শেষে তিনি ১৯৮১ সালে রিসার্চ অফিসার হিসেবে ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটিতে চাকুরীতে যোগদান করেন। তারপর তিনি ১৯৮৩ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৫ সালের জুন পর্যন্ত চট্টগ্রাম আল জাবের ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবনে মাওলানা আবু তাহের তৎকালীন ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের দাওয়াত পেয়ে ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০ সেশনের জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারী জেনারেল

www.pathagar.com

এবং (১৯৮০-৮১ ও ১৯৮১-৮২) দুই সেশনের জন্য সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮০ সালে তিনি ডাকসু সহ-সভাপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ছাত্রজীবন শেষ করার পর মাওলানা আবু তাহের বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সাল হতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

মাওলানা আবু তাহের স্বভাবতই একজন আদর্শবাদী সংগ্রামী নেতা। এরশাদ সরকারের শাসন আমলে ১৯৮৭ সালের ২৫ অক্টোবর কারাবরণ করেন এবং ডিসেম্বর ৪ তারিখ পর্যন্ত কারা ভোগ করেন।

দেশ ভ্রমণ

মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। সেগুলো হলোঃ মালয়েশিয়া, সউদী আরব, ইরান, পাকিস্তান, সিংগাপুর, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, নেপাল, ভারত, কাতার, কুয়েত, আরব আমীরাত, বাহরাইন, মিশর, তুরস্ক, বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সময় তিনি বিভিন্ন দেশের যেসব নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করেন। তাঁরা হলেন ঃ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, ফারুক আহম্মদ লেগারী, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী দাতুক হাসান অন, তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত, মরহুম সৈয়দ আবুল আ'লা মওদূদী, শাইখুল আজ্‌হার, ডঃ আলী তান্‌তাবী, শেখ ইউসুফ আল কার্‌যাভী এবং মরহুম আবুল হাসান নদ্‌ভী।

সমাজ সেবা

মাওলানা আবু তাহের অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। দৈনিক কর্ণফুলী পত্রিকা এবং আনোয়ারা ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী একাডেমীর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মেম্বার ও সিন্ডিকেট সদস্য। উপকূল আইডিয়াল লাইব্রেরী এবং ঢাকা তামান্না ফাউন্ডেশন-এর প্রধান এডভাইজার। তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,

www.pathagar.com

বাংলাদেশ মসজিদ মিশন এবং সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর নির্বাহী কমিটির সদস্য। তিনি মুসলিম এইড এর এডভাইজারি কাউন্সিল-এর সদস্য। উল্লেখ্য যে, তিনি একজন প্রচার বিমুখ ব্যক্তিত্ব।

বৈবাহিক জীবন

জনাব আবু তাহের ১৯৮১ সালে বেগম ফজিলাকে বিবাহ করেন। বেগম তাহের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। তিনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতের রুকন এবং জামায়াতের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের শূরা সদস্যা। তাদের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম

—তারুণ্যের উদ্দীপনা যাকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি

আবু তোরাব মুহাম্মদ আজহারুল ইসলাম বাংলাদেশের রাজনীতিতে একজন উদীয়মান নেতা। তরুণ বয়স থেকেই তিনি ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তারুণ্যের উদ্দামতা তাঁকে মুহূর্তের জন্য দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। বাবা-মায়ের তত্ত্বাবধানে বাল্যকাল থেকেই নিজেকে গড়ে তুলেছেন একজন সুন্দর মানুষ হিসাবে। ছাত্র ইসলামী আন্দোলন থেকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে এসে তিনি এখন বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল।

জন্ম, শিক্ষা ও ছাত্র ইসলামী আন্দোলন

১৯৫০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীতে রংপুর জিলার বদরগঞ্জ থানার বাতাসন গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জনাব আজহারুল ইসলাম ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সভাপতি হিসেবে সাধারণ ছাত্রদের কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরেন। তাঁরই নেতৃত্বে ব্যাপক দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে ছাত্র সমাজের ভেতর একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। জনাব আজহারুল ইসলাম ঢাকা মহানগরী ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন। সরকারী বা বেসরকারী কোন চাকুরী করার পরিবর্তে জামায়াতে ইসলামীর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য তিনি তার সকল মেধা ও কর্মশক্তিকে কাজে লাগান।

১৯৮১ সালে তিনি রুকন (সদস্য) হন। অতপর এটিএম আজহারুল ইসলামকে ঢাকা মহানগরী শাখার সহকারী সেক্রেটারী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়। ১৯৮৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৯ সালে তিনি মহানগরীর নায়েবে আমীর হিসেবে নিযুক্ত হন

www.pathagar.com

এবং ১৯৯২ থেকে ২০০৩-এর জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা মহানগরী শাখার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলন তথা চারদলীয় ঐক্যজোট গঠন এবং আওয়ামী স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে যোগ্য ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ২০০৩ সাল থেকে তিনি জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব আজহারুল ইসলাম রংপুর জিলার তাঁর নির্বাচনী এলাকা বদরগঞ্জ এবং তারাগঞ্জ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালে দুইবার জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৪ সালে ঢাকা পৌর মেয়র নির্বাচনেও অংশ গ্রহণ করেন।

সমাজ সেবা

এটিএম আজহারুল ইসলাম অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে তিনি রংপুরের আল-আমীন ট্রাস্টের সহ-সভাপতি, ঢাকা মারুফ ফাউন্ডেশনের সভাপতি, তা'মীরুল মিল্লাত ট্রাস্টের সেক্রেটারী, ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি এবং ইসলামিক এইডের সদস্য। এছাড়াও তিনি দৈনিক সংগ্রামের ডাইরেক্টর এবং সাপ্তাহিক সোনার বাংলার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব আজহারুল ইসলাম পাকিস্তান, সউদী আরব, ইংল্যান্ড, জাপান, কাতার এবং সিংগাপুর ভ্রমণ করেছেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর তিনি শামছুন্নাহারকে বিবাহ করেন। তাদের ৪ মেয়ে এবং ১ ছেলে। উল্লেখ্য, তাঁর স্ত্রী একজন রুকন।

❐

www.pathagar.com

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান

—অমায়িক ভদ্র-নম্র যার প্রকৃতিগত স্বভাব

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান একজন নরম, ভদ্র স্বভাবের মানুষ। সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি থাকেন ধীর-স্থির। চিন্তাশীল ও বিশ্লেষণ ধর্মী লেখক ও সাংবাদিক হিসাবে তিনি দেশে-বিদেশে পরিচিত। জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব কামারুজ্জামান ১৯৫২ সালের ৪ঠা জুলাই শেরপুর জিলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের মুদিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আলহাজ্ব ইনসান আলী সরকার (মরহুম) ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। কুমরী কালীউলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। স্কুল জীবনে তিনি সকল ক্লাশেই প্রথম স্থান অধিকার করতেন। তিনি শেরপুর জিলার জি.কে.এম. ইনস্টিটিউট থেকে অষ্টম শ্রেণীতে আবাসিক বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় ৪টা লেটারসহ উক্ত স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে পাস করেন। অতপর তিনি জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। ১৯৭২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করার ফলে তার লেখা-পড়ার বিঘ্ন ঘটে। তিনি ১৯৭৪ সালে ঢাকা আইডিয়াল কলেজ থেকে বি.এ. পাস করেন এবং ১৯৭৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণসংযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে এম.এ. পাস করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নকালে বিতর্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন।

কর্মজীবন

১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি মাসিক বাংলা ঢাকা ডাইজেস্টের নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন এবং এখনও তিনি এ দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৮৩ সাল

www.pathagar.com

থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত দৈনিক সংগ্রামের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান জামায়াতের সাবেক মহিলা এম.পি. রাশেদা খাতুনের পিতা মরহুম কাজী ফজলুর রহমান সাহেবের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত লাভ করেন এবং ইসলামী আন্দোলনে শামিল হন। তিনি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শেরপুর, জামালপুর ও মোমেনশাহীতে ছাত্র ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা লাভের পরও তিনি ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখেন। তিনি ঢাকা মহানগরী ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্বশীল হিসাবে ছাত্র অঙ্গনে কাজ করেন।

১৯৭৭ সালে তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং একই বছর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে মনোনীত হন। ১৯৭৮-৭৯ সেশনে তিনি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭৯ সালে ঢাকার মৌচাক স্কাউট ক্যাম্পে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক যুবক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। ১৬টি দেশের প্রতিনিধিসহ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উক্ত ক্যাম্পে যোগদান করেন। জনাব কামারুজ্জামান উক্ত ক্যাম্পে প্রধান সংগঠক হিসেবে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সকলের প্রশংসা লাভ করেন।

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ১৯৭৯ সালের অক্টোবর মাসে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন এবং এই বছরেই ১৬ ডিসেম্বরে জামায়াতের রুকন হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৮১-৮২ সালে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯২ সাল থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং ১৯৯৩-৯৫ সাল পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি চার দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম নেতা।

www.pathagar.com

জনাব কামারুজ্জামান দু'বার কারাবরণ করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ৯ (নয়) মাস বিনাবিচারে আটক রাখা হয়। ১৯৭৩ সালে আওয়ামী শাসনামলে তাঁকে ইসলামী আন্দোলনের কারণে গ্রেফতার করে ৯ মাস কারাগারে আটক রাখা হয়। সরকার তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৭৪ সালের ২২ মার্চে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য তিনি ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

দেশ ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান

জনাব মুহাম্মদ কামারুজ্জামান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার, ওয়ার্কশপে প্রতিনিধি ও অতিথি বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি যেসব দেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন তাহলো সৌদি আরব, আরব আমিরাত, ইরান, নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, হংকং, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিংগাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইতালী, জার্মানী, সুইডেন, তুরস্ক, ইয়েমেন, ব্রুনাই, বাহরাইন, কুয়েত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অনেক নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমিকার্টার, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ওরালটার মডেল ও আলগোর, কংগ্রেসম্যান মিঃ জোসেফ ক্রাউলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটির সদস্য কংগ্রেসম্যান মিস বেটি ম্যাক কলাম, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপায়ী ও আইকে গুজরাল, পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক, গোলাম ইসহাক খান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজীর ভূট্টো ও নেওয়াজ শরীফ, ইরানের নেতা হুজ্জাতুল ইসলাম আলী খামেনী ও হাশেমী রাফজান জানী, মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান ওহিদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাসের, ওআইসির সাবেক মহাসচিব হাবিব সাত্তী, আবদুল করিম গায়ে, ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট কাউন্সিলের সদস্য শেখ আবদুল মজিদ আল জিন্দানী, তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ নাজমুদ্দিন এরবাকান। ১৯৭৬ সালে তিনি পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন।

সাহিত্য কর্ম

জনাব কামারুজ্জামান দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চলমান অবস্থার উপর অনেক বিশ্লেষণ ধর্মী

www.pathagar.com

নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লিখছেন। এগুলো জাতীয় ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং দেশী-বিদেশী পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছে। তিনি বেশ কিছু বইও লিখেছেন—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

(১) আধুনিক যুগে ইসলামী বিপ্লব (২) বিশ্ব পরিস্থিতি ও ইসলামী আন্দোলন (৩) পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (৪) সংগ্রামী জননেতা অধ্যাপক গোলাম আযম (৫) স্থিতিশীল গণতন্ত্র ঃ সমানুপাতিক পদ্ধতির নির্বাচন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম খুররম মুরাদের The way to the Quran বইটি তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বইটি হলো 'আল কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা'।

সমাজ সেবা

জনাব কামারুজ্জামান একজন জনদরদী নেতা ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী। শেরপুর জিলার দারুচ্ছালাম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি মাদরাসা, এতিমখানা, ক্লিনিক, লাইব্রেরী এবং মকতব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত রয়েছেন।

তিনি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও জাতীয় প্রেসক্লাবের একজন সদস্য।

বৈবাহিক জীবন

তিনি ১৯৭৭ সালে বেগম নুরুন্নাহারকে বিবাহ করেন। তাদের ৫ ছেলে।

❐

www.pathagar.com

জনাব মীর কাসেম আলী

—শত ব্যস্ততার মাঝেও একজন সংস্কৃতি সেবী

একাধারে যিনি বিভিন্নমুখী কাজ করতে সক্ষম, একই সাথে একাধিক দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে চলছেন, বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালন করছেন, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজসেবা-সকল অঙ্গনে যার সফল বিচরণ সর্বোপরী এসব ব্যস্ততার মধ্যেও যিনি একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতি সেবী তিনি হলেন এদেশের ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা জনাব মীর কাসেম আলী।

জন্ম ও শিক্ষা

জনাব মীর কাসেম আলী ১৯৫২ সালে ৩১ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মীর তাইয়েব আলী। মাতার নাম মুহতারামা ডলি বেগম। তিনি বরিশাল শহরের আদর্শ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ফরিদপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৬৭ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস বিভাগ থেকে দশম স্থান অধিকার করেন। অতপর চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ থেকে পদার্থ বিদ্যায় অনার্স এবং পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। উল্লেখ্য তিনি বরাবরই একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন।

কর্মজীবন

১৯৭৮ সালে তিনি ঢাকাস্থ রাবেতা আলমে আল ইসলামীতে কো-অর্ডিনেটর হিসাবে নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে তিনি কান্ট্রি ডাইরেক্টর হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং অদ্যাবধি সফলতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। সাথে সাথে তিনি একাধিক প্রতিষ্ঠানও যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া তিনি ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব, ইসলামিক ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিচার্স একাডেমীর চেয়ারম্যান, ইবনে সিনা ট্রাস্টের সদস্য প্রশাসন, ফুয়াদ আল

www.pathagar.com

খতিব ফাউন্ডেশনের সদস্য প্রশাসন, ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ-এর ডিরেক্টর মার্কেটিং ও ডিরেক্টর অর্থ, এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রাস্ট-এর চেয়ারম্যান, কেয়ারি লিঃ এর চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের সদস্য, বাংলাদেশ ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর সদস্য, আল্লামা ইকবাল সংসদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব চিটাগাং এর গভর্ণিং বডির সদস্য, দারুল ইহ্সান ইসলামিক ইউনিভার্সিটির গভর্ণিং বডির সদস্য, সেন্টার ফর স্ট্রাটেজি এন্ড পিস স্টাডিজ-এর সদস্য, ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ-এর গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান, রাবেতা মডেল কলেজ এর গভর্ণিং বডির চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

জনাব মীর কাসেম আলী ছাত্র জীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন। তিনি ১৯৬৫ সালে প্রথম ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত পান এবং ১৯৬৭ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথী এবং ১৯৬৯ সালে সদস্য পদ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম কলেজের ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং একই বছর চট্টগ্রাম মহানগরী শাখার সভাপতি এবং ১৯৭১ সাল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব লাভ করেন।

উল্লেখ্য যে, জনাব মীর কাসেম আলী ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

ছাত্র জীবন শেষ করে তিনি বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য ১৯৮৬ সালে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর নায়েবে আমীরের দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সেক্রেটারীর দায়িত্বও পালন করেন।

সমাজসেবামূলক কাজ

জনাব মীর কাসেম আলী শুধু একজন সাবেক ছাত্র নেতা, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসকই নন, তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সেবী ও সংস্কৃতিমনা মানুষ। ১৯৭৮ সালে রোহিংগা শরণার্থীদের ত্রাণ ও চিকিৎসার জন্য মক্কা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ইসলামী সমাজকল্যাণ সংস্থা রাবেতা আলমে আল ইসলামী তাঁকে বাংলাদেশস্থ কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ করে।

www.pathagar.com

এর মাধ্যমেই তিনি সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন। তিনি বায়তুস সালাম জামে মসজিদ, দক্ষিণ মণিপুর, মিরপুর, ঢাকা-এর মাধ্যমে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ কল্যাণের সাথে জড়িত। তিনি ইবনে সিনা ট্রাস্টের উদ্যোক্তাদের অন্যতম। এছাড়া তাঁর কর্মক্ষেত্রের সাথে যে সকল প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবগুলোই সমাজ সেবারই অংশ। এ হিসাবে তিনি বিরাট পরিসরে সমাজ সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছেন।

দেশ ভ্রমণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র

তিনি ইসলামী দাওয়াত ও কার্য উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন এবং আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। সৌদী আরব, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, সোমালিয়া; মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, জাপান, সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, বার্মা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালী, লেবানন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক সফর করেন।

যাদের সাথে দেখা করে মতবিনিময় করেন তারা হলেন

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও ইসলামী সাহিত্য লেখক, সাইয়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী (র) (১৯৬৯) সাল ; মালয়েশিয়ার বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আনোয়ার ইব্রাহিম (১৯৯৭) ; তুরস্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ইসলামী দলের নেতা আরবাকান; ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব ডঃ হাবিবী ; দক্ষিণ আফ্রিকার ইসলামী ব্যক্তিত্ব সাইয়েদ আহমদ দিদাত ; রাবেতা আলমে আল ইসলামীর প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ।

সংস্কৃতিসেবী ব্যক্তিত্ব

জনাব মীর কাসেম আলী একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি। তিনি একজন সংস্কৃতি সেবী ব্যক্তিত্বও। এ দেশের সাহিত্য অঙ্গনে একটি পরিচিত প্রতিষ্ঠান 'প্রত্যাশা'র তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক। জাতীয় জীবনে ইসলামী ভাবধারা জাগরুক রাখা, সেই সাথে কবিতা, সঙ্গিত, নাটক বিভিন্ন শিল্প সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে তার কর্মতৎপরতা উল্লেখযোগ্য। জাতীয়ভাবে নজরুল জয়ন্তী পালন ও সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের আয়োজন, পৃষ্ঠ-পোষকতা ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান-এগুলো তারই প্রমাণ বহন করে।

www.pathagar.com

বৈবাহিক জীবন

জনাব মীর কাসেম আলী ১৯৭৮ সালে মুহতারাম খন্দকার আয়েশা খাতুনকে বিবাহ করেন। তাঁর স্ত্রী একজন উচ্চ শিক্ষিতা এবং ঢাকা মহানগরী জামায়াতের মহিলা বিভাগের সহাকরী সেক্রেটারী। উল্লেখ্য তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন। তাদের ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে। এছাড়া জনাব মীর কাসেম আলীর মাতাও একজন রুকন ছিলেন (ইত্তেকাল ২৪ আগস্ট-২০০৫)। উল্লেখ্য তাদের পরিবারে জামায়াতের ৮জন রুকন রয়েছেন।

❐

www.pathagar.com

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

—দুনিয়া বিমুখ এক পরহেজগার ব্যক্তি

বিসিএস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েও এবং লোভনীয় সরকারী চাকুরী পেয়েও যিনি যোগদান করেননি। বরং সমস্ত ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে নিজেকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত রেখেছেন। অধ্যাপক মজিবুর রহমান, একজন উদীয়মান সংগ্রামী জননেতা। বর্তমানে তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি।

জন্ম ও শিক্ষা

অধ্যাপক মজিবুর রহমান ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারীতে রাজশাহী জিলার গোদাগাড়ী থানার আলাতুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে রাজশাহী জিলার গোদাগাড়ী থানার আলাতুলী গ্রামে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭০ সালে রাজশাহী বোর্ডের অধীনে এস.এস. সি পরীক্ষায় মানবিক বিভাগে মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেন এবং ১৯৭২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী বিষয়ে অনার্স ও এম,এ পাস করেন। এছাড়া একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মডার্ন এরাবিক এবং মডার্ন পারসিয়ান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

কর্মজীবন

শিক্ষা জীবন শেষে তিনি শিক্ষকতা পেশায় কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। কর্মজীবনে তিনি রাজশাহী জিলার প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ, বগুড়া জিলার শিবগঞ্জ কলেজ এবং নন্দীগ্রাম ডিগ্রি কলেজের ইংরেজী বিষয়ে বেশ কয়েক বছর অধ্যাপনা করেন।

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবন

তিনি এস.এস.সি. পরীক্ষা পাসের পরপরই স্থানীয়ভাবে আঞ্জুমানে ইসলাম নামে নিজ এলাকায় একটি সংগঠন গড়ে তুলে ইসলামের দাওয়াত যুব সমাজের কাছে পৌছাতে থাকেন। উল্লেখ্য যে, সংগঠনটি ৫/

www.pathagar.com

৬টি শাখা স্থাপনের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। পরে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে সাথী ও সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশ ছাত্র ইসলামিক মিশনে রাজশাহী জিলার সভাপতি ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সদস্য ছিলেন এবং রাজশাহী জিলার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি আঞ্জুমানে সুববানে আহলে হাদীসেরও প্রথম কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন।

১৯৭৯ সালে অধ্যাপক মুজিব জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮১-তে রুকন (সদস্য) হন এবং ১৯৮৪-১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাজশাহী জেলা আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) নির্বাচনী এলাকা থেকে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী হিসাবে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হিসেবে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। সেই সময়ই সর্বপ্রথম জামায়াতের সংসদীয় দলের দাবীতে জাতীয় সংসদে নামাযের বিরতি চালু হয়। জামায়াতের ১০ জন এমপি তার নেতৃত্বে বাংলাদেশের সংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করে 'কেয়ারটেকার সরকার' প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আশির দশকে অধ্যাপক মুজিব গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। এ জন্য তাঁকে কারাবরণও করতে হয়। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বই নন, তিনি একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখক। তিনি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য।

সমাজসেবা

তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে জড়িত আছেন। তিনি যে সব প্রতিঠানসমূহ স্থাপন করেন তাহলো ঃ দারুল উলুম মহিলা আলিম মাদরাসা, আল ইসলাহ ইসলামী একাডেমী, প্রেমতলী আদর্শ স্কুল এবং তানোর মাদরাসাতুল ইসলাহীয়া ইত্যাদি। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নির্বাচিত সিনেট সদস্য।

সাহিত্য কর্ম

অধ্যাপক মুজিব একজন সুলেখক। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২০টি বই লিখেছেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বইগুলো হলো ঃ জাতীয়

www.pathagar.com

সংসদের ইতিহাস, আল্লাহর পথে খরচ, কারাগার থেকে আদালতে, ইসলামী আচরণ, নির্বাচিত এক হাজার হাদিস, সহজ কথায় ইসলামী আন্দোলন, ওশর, ইউরোপে একমাস, আরব ভূখণ্ডে কিছুক্ষণ, আখিরাতের প্রস্তুতি এবং দৌড়াও আল্লাহর দিকে।

দেশ ভ্রমণ

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সৌদী আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালী, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও আরব আমীরাত ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন।

বৈবাহিক জীবন

১৯৭৮ সালে তিনি শরীফা বেগমকে বিবাহ করেন। তাদের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে।

❐

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের পরিচয়

অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজিলার প্রাণকেন্দ্র শ্রীবরদী বাজারের উত্তর পার্শ্বে তাতিহাটি গ্রামে ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মফিজ উদ্দিন আহমদ এবং মাতার নাম আলহাজ্ব আলেছা খাতুন। তাঁর পিতা ছিলেন সহজ সরল, নিরীহ একজন ধর্মপরায়ণ মানুষ। তিনি এলাকার অনেকের ওস্তাদ ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীবরদী আম-গোরস্থানের একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ঈদগাহের আজীবন ইমাম।

জনাব মাযহারুল ইসলাম ১৯৬২ সালে শ্রীবরদী আকবরীয়া পাবলিক ইনস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতপর জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে এইচ.এস.সি এবং ১৯৬৬ সালে বি.এ পাস করেন এবং ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ঢাকাস্থ জামালপুর সমিতির সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে এম.এ পরীক্ষা শেষ করে নিজ এলাকায় ফিরে তিনি সর্বপ্রথম শ্রীবরদীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন এবং বন্ধু-বান্ধব তথা শ্রীবরদীবাসী ও স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ১৯৬৯ সালে উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কর্মজীবনে তিনি শ্রীবরদী কলেজ, মধুপুর ডিগ্রি কলেজ, ঘাটাইল ডিগ্রি কলেজ ও ঢাকার মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি কয়েক বছর দৈনিক সংগ্রামের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর জনাব মাযহারুল ইসলাম ছাত্র ইসলামী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। অতপর ছাত্র অবস্থাতেই স্থানীয় প্রবীণ জামায়াত নেতা ডাঃ আবদুল মোমিনের আহ্বানে ১৯৬৭ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে তরুণ বয়সেই তিনি জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী হিসেবে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, রাজনৈতিক কারণে তিনি কারাবরণ করেন।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তিনি রুকন (সদস্য) হিসাবে কেন্দ্রীয় ইউনিট ভুক্ত হন এবং অদ্যাবধি বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এক সময় তিনি প্রচার সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে দপ্তর সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

জনাব মাযহারুল ইসলাম ছাত্র জীবন থেকেই বিভিন্ন জনসেবামূলক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজে জড়িত আছেন। তিনি শ্রীবরদী পৌরসভায় নিজ গ্রাম তাতিহাটিতে ভাই-বোন মিলে পিতার এক বিঘা জমিতে ট্রাস্ট, মসজিদ, মাদরাসা ও পিতার নামে ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, তার মাও উক্ত ইয়াতীমখানায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। এছাড়া জনাব ইসলাম তার নিজের দান করা জমিতে তাতিহাটি আইডিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, রাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন ও বাংলা একাডেমীর সদস্য। শ্রীবরদী সরকারী কলেজ ও শ্রীবরদী কামিল মাদরাসার গভর্নিং বডিরও তিনি সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি আইডিয়াল স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, আল-ইসলাম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ও মুন্সি মফিজ উদ্দিন আহমদ ইয়াতীমখানার উপদেষ্টা।

তিনি কয়েকটি বই রচনা করেছেন এবং সৌদি আরব, পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য, ইটালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইরাক সফর করেছেন।

তিনি বিবাহিত। তার স্ত্রী খুরশিদ আরা ইসলাম জামায়াতের রুকন এবং রমনা থানা জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী। তাদের ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে।

–প্রকাশক

www.pathagar.com

স্মৃতি থেকে স্মরণীয় কিছু ঘটনা

১

শেরপুর জেলার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি মরহুম কাজী ফজলুর রহমান। শেরপুরের শেরী পাড়ার বিখ্যাত খান্দানী পরিবার মিয়া বাড়ীর সন্তান। ৬০-এর দশক। দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরেছেন। 'জাহানে নও' বিলি করেছেন। জামায়াতের দাওয়াত দিয়েছেন। সব দলের সব মতের মানুষের কথা, এমন লোক হয়না। ধর্ম দল মত নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ইন্তেকালে করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

২

১৯৮০ সাল। আমি কেন্দ্রীয় অফিসে বসে আছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবী, সাদা টুপী পরিহিত এক মুরুব্বী। আমার চেয়ে ৩০ বছর বড়। বললেন, দীর্ঘ দিন থেকে আপনাকে দেখিনা বলে আপনাকে শুধু দেখার জন্য এসেছি। আমার মনে হলো একজন ফেরেশতা তুল্য মানুষ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি উক্ত কাজী ফজলুর রহমান। মহব্বতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। জামাতা নূরুজ্জামান সাহেবের মুগদাপাড়া বাসা থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে। (সাবেক কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী বেগম রাশেদা খাতুন এম. পি-এবং বর্তমান ঢাকা মহানগরী মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী হাস্‌না হেনা জামানের পিতা)

৩

"১৯৭০ সাল। ইসলামী ছাত্র সংঘের একজন কর্মী। মাঘ মাসের প্রচন্ড শীতেও সারারাত সাইকেলের হ্যান্ডেলে মাইক বেঁধে ফুঁকিয়ে বেড়াচ্ছে- "অমুককে দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিন।" শুধু শার্ট গায়ে, পরনে লুঙ্গি। পা একদম খালি। তবুও তাকে শীত কাবু করতে পারেনি। এমনি দ্বীন কায়েমের জজবা নিয়ে কাজ করেছে মরহুম আমিনুল ইসলাম।"

www.pathagar.com

৪

"নির্বাচনের কাজ করতে বেরিয়েছি। দুর্গম রাস্তা ঘাট, মাঝে পাহাড়ী ঝরণা প্রবাহিত নদী। এক কাঁধে আমাকে আর এক কাঁধে সাইকেল নিয়ে নদী পার হয়ে গেছে।"

জামায়াতে ইসলামী কিংবা ইসলামী ছাত্র সংঘের সভা। ডাক পড়েছে আমিনুলের। সব কাজ ফেলে, না খেয়েই চলে এসেছে। একাই লেগে গেছে কাজে। একাই ১০০। কত কথা মনে পড়ে। ইয়া আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

৫

"তিনদিন পিছনে হাত মোড়া দিয়ে চোখ মুখ বেঁধে গোয়াল ঘরে রাখা হলো। নানা রকম নির্যাতন-নিপীড়ন চালানোর পরে এক বিলের কিনারায় নিয়ে গুলী করতে উদ্যত হলো। দৌড়ে এসে এক জেলে বললো, বাবা এখানে ওকে গুলী করো না। তাহলে বিলের মাছগুলো আমরা খেতে পারবো না। তাকে গুলী না করে ছেড়ে দিল। রাখে আল্লাহ মারে কে। এখনো আল্লাহ তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বেড়ান সকলকে। নাম তার ডাঃ আব্দুল মোমিন, বয়স-৭৫। (শ্রীবরদী উপজেলার ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি)।

৬

শ্রীবরদীতে জামায়াতের একটি প্রোগ্রাম। শেরপুর পৌঁছে দেখলেন গাড়ী চলাচল বন্ধ। প্রোগ্রামে হাজির হতে হবে। হেঁটেই গেলেন ১২ মাইল। ঠিকমত পৌঁছলেন প্রোগ্রামে। তিনি মাওলানা আবদুল জব্বার। (তদানীন্তন মোমেনশাহী জেলা আমীর।)

৭

রাত তিনটা। মুষলধারে শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি হচ্ছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার, ঘর থেকে বেরুনোর যো' নেই। মেলান্দহ যেতে হবে প্রোগ্রামে। ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, বৃষ্টিতে ভিজে হাঁটলেন। তারপর মোমেনশাহী ষ্টেশনে পৌঁছে ট্রেন ধরলেন। এভাবে প্রোগ্রামে পৌঁছলেন ঠিকমত। তিনি হলেন হাজী আবদুর রহমান। (মোমেনশাহী জেলা জামায়াতের তদানীন্তন সেক্রেটারী)

www.pathagar.com

৮

মোমেনশাহী শহরে জামায়াতের প্রোগ্রাম। সেদিন হরতাল। কোন কিছু পথে চলছে না। প্রফেসর আবদুল খালেক সুদূর টাঙ্গাইল থেকে ৬০ মাইল সাইকেল চালিয়ে ঠিক সময়ে এসে হাজির হলেন জেলা বৈঠকে। তদানীন্তন টাঙ্গাইল জেলা আমীর। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

৯

একজন স্কুল শিক্ষক ইসলামী আন্দোলনের কাজের জন্য চাকুরীচ্যুত হয়েছেন। বেকার জীবন কাটিয়েছেন। দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। তবুও ইসলামী আন্দোলনের কাজ থেকে বিরত হননি। এরপরও শেরপুর শহরে নিজ বাড়ীর সামান্য জমি থেকে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ ইসলামী আন্দোলনের কাজে দান করে গেছেন। তিনি হলেন শেরপুর ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি মরহুম মাস্টার মুসলিম উদ্দীন।

১০

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী আবদুল খালেক। সুদূর ২৫ মাইল সাইকেল চালিয়ে পৌঁছলেন শ্রীবরদী আমার বাড়ীতে। উদ্দেশ্য ১ সেট তাফহীমুল কুরআন সংগ্রহ করা। তিনি ইন্তেকালে করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

১১

'৭০ সালের জাতীয় নির্বাচন। রমযান মাস। সারাদিন জামায়াত ও ছাত্র কর্মীরা পায়ে হেঁটে গ্রাম থেকে গ্রামে কাজ করেছে। বিকেলে আবার জনসভার আয়োজন করেছে। ইফতারের সময় শুধুমাত্র শুকনো মুড়ি আর টিউবওয়েলের পানি দিয়ে ইফতার করেছে। এভাবে তারা করেছে দ্বীন কায়েমের কাজ।

www.pathagar.com

১২

জেলায় সফরে যেতে হবে। কোন যানবাহন নেই। ট্রেনে বা বাসেও কোন সিট পাওয়া গেল না। অগত্যা কেন্দ্রীয় একজন নেতা বাসের ছাদে বসে সফরে রওয়ানা হলেন। এমনিভাবে দাওয়াতের কাজ করেছেন। (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক)

১৩

রাত ১১ টায় জেলা জামায়াত নেতৃবৃন্দ এক দীনী ভাইয়ের বাড়ীতে গেলেন। যা পাওয়া গেল তাই খেলেন। থাকার জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ায় হাসিমুখে মাটিতে কাঁথা বিছিয়ে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন।

১৪

কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মোমেনশাহী সফরে গেলেন। রুকন সম্মেলন চলছে। শুধু আলু ভর্তা আর ডাল দিয়ে সকলকে খাওয়ানো হলো। এতেই সকলে তৃপ্তি ভরে খেল এবং আনন্দ পেলো।

১৫

"একজন 'দায়ী ইলাল্লাহ'। দীনের পথে আহ্বানকারী এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এক সময় যশোর জেলার গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটেছেন। ফেরী করে বেরিয়েছেন নিজ কাঁধে এলোমেনিয়ামের বাসন-পত্র নিয়ে। তা বিক্রি করে জীবন চালিয়েছেন–সাথে সাথে দীনের দাওয়াতের কাজও করেছেন।"

❐

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের

প্রথম কর্মপরিষদ-ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সাল

অধ্যাপক গোলাম আযম, আমীরে জামায়াত

১. জনাব আব্বাস আলী খান, ভারপ্রাপ্ত আমীর (মরহুম)
২. জনাব শামসুর রহমান, সেক্রেটারী জেনারেল
৩. মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ, নায়েবে আমীর
৪. জনাব মকবুল আহমদ, সাংগঠনিক সেক্রেটারী
৫. অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী (মরহুম)
৬. জনাব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ (মরহুম)
৭. জনাব বদরে আলম
৮. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (মরহুম)
৯. মাওলানা আবদুল জব্বার
১০. জনাব এ.কে.এম. নাযীর আহমদ
১১. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের

প্রথম নির্বাচিত শূরা সদস্য ছিলেন যারা

ডিসেম্বর ১৯৭৯

নং শূরা সদস্যদের নাম

অধ্যাপক গোলাম আযম, আমীরে জামায়াত
১. জনাব আব্বাস আলী খান
২. মাওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ
৩. জনাব শামসুর রহমান
৪. জনাব মুহাম্মদ শফিক উল্লাহ (মরহুম)
৫. জনাব মকবুল আহমদ
৬. অধ্যাপক মাওলানা সাইয়েদ মোহাম্মদ আলী
৭. মাওলানা আবদুল জব্বার
৮. জনাব বদরে আলম
৯. জনাব এ.কে.এম. নাযীর আহমদ

www.pathagar.com

১০. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
১১. মাওলানা সরদার আবদুস সালাম
১২. অধ্যাপক মাওলানা হেলাল উদ্দিন (মরহুম)
১৩. জনাব মুহাম্মদ আবদুল গাফ্‌ফার (মরহুম)
১৪. অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী (মরহুম)
১৫. জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ
১৬. ডাক্তার আই.এ.খান (মরহুম)–দিনাজপুর
১৭. অধ্যক্ষ শাহ্ মোহাম্মদ রুহুল ইসলাম–রংপুর
১৮. মাওলানা আবদুল গফুর (মরহুম)–গাইবান্ধা
১৯. মাওলানা আবদুর রহমান ফকির–বগুড়া
২০. মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ–রাজশাহী জেলা
২১. এডভোকেট আশরাফুজ্জামান চৌধুরী (মরহুম)–রাজশাহী শহর
২২. অধ্যাপক আবদুল খালেক–ঢাকা
২৩. ডাক্তার আনিছুর রহমান–কুষ্টিয়া
২৪. জনাব মোজাম্মেল হক এম.পি. (মরহুম)–যশোর
২৫. মাষ্টার আবদুল ওয়াহেদ (মরহুম)–যশোহর
২৬. মাওলানা আবদুস সাত্তার–খুলনা শহর
২৭. কাজী শামসুর রহমান–খুলনা জেলা
২৮. মাওলানা আশরাফ আলী খান–পটুয়াখালী
২৯. এডভোকেট আবদুল হামিদ–ভোলা
৩০. মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন (মরহুম)–বরিশাল
৩১. অধ্যাপক মাওলানা আবদুল হামিদ–টাঙ্গাইল
৩২. জনাব ইসমাঈল হুসাইন–জামালপুর
৩৩. মাওলানা আবদুস সাত্তার–মোমেনশাহী
৩৪. জনাব ফজলুল করীম–নেত্রকোণা
৩৫. ডাক্তার আজিজুল হক (মরহুম)–কিশোরগঞ্জ
৩৬. হাফেজ মোহাম্মদ ইসহাক–ফরিদপুর
৩৭. অধ্যাপক ফজলুর রহমান–সিলেট
৩৮. অধ্যাপক হাবিবুর রহমান–কুমিল্লা
৩৯. মাওলানা রফীউদ্দিন আহমদ–নোয়াখালী
৪০. মাওলানা শামছুদ্দিন–চট্টগ্রাম শহর
৪১. মাওলানা মুমিনুল হক চৌধুরী–চট্টগ্রাম জেলা
৪২. এডভোকেট সালামত উল্লাহ–কক্সবাজার
৪৩. ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসিম (মরহুম)–পার্বত্য চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের
১৯৭৯ সালে জিলা আমীর ছিলেন যারা

নং	জিলা আমীরদের নাম	জিলার নাম
১.	ডাঃ আই.এ. খান (মরহুম)	দিনাজপুর
২.	মাওলানা আবদুল গফুর (মরহুম)	রংপুর
৩.	মাওলানা আবদুর রহমান ফকির	বগুড়া
৪.	অধ্যাপক নজরুল ইসলাম	রাজশাহী শহর
৫.	মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ	রাজশাহী জেলা
৬.	অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন	পাবনা
৭.	ডাঃ আনিসুর রহমান	কুষ্টিয়া
৮.	জনাব মোহাম্মদ ইবরাহীম	যশোহর
৯.	মাওলানা হাবিবুর রহমান	খুলনা শহর
১০.	কাজী শামছুর রহমান	খুলনা জেলা
১১.	মাওলানা আশরাফ আলী খান	পটুয়াখালী
১২.	অধ্যাপক মুনীরুজ্জামান ফরিদী	বরিশাল
১৩.	অধ্যাপক শরীফ হুসাইন	টাঙ্গাইল
১৪.	মাওলানা আবদুল জব্বার	মোমেনশাহী
১৫.	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	ঢাকা শহর
১৬.	অধ্যাপক আবদুল খালেক (মরহুম)	ঢাকা জেলা
১৭.	জনাব শাহ মোহাম্মদ জাকারিয়া	ফরিদপুর
১৮.	জনাব শামছুল হক (মরহুম)	সিলেট
১৯.	অধ্যাপক হাবিবুর রহমান	কুমিল্লা
২০.	জনাব মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	নোয়াখালী
২১.	জনাব মাওলানা মমিনুল হক চৌধুরী	চট্টগ্রাম জেলা
২২.	মাওলানা শামছুদ্দীন	চট্টগ্রাম শহর

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের
১৯৮০ সালের জানুয়ারী থেকে জিলা আমীর ছিলেন যারা

নং	জিলা আমীরদের নাম	জিলার নাম
১.	ডাঃ আই.এ. খান (মরহুম)	দিনাজপুর
২.	মাওলানা আবদুল গফুর (মরহুম)	গাইবান্ধা সাংগঠনিক জিলা

www.pathagar.com

৩. অধ্যক্ষ মাওলানা শাহ রুহুল ইসলাম রংপুর
৪. মাওলানা আবদুর রহমান ফকির বগুড়া
৫. জনাব আশরাফুজ্জামান চৌধুরী (মরহুম) রাজশাহী শহর
৬. মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ রাজশাহী জিলা
৭. জনাব আবদুস সাত্তার পাবনা
৮. ডাঃ আনিসুর রহমান কুষ্টিয়া
৯. জনাব আবদুল ওয়াহেদ (মরহুম) যশোহর
১০. জনাব কাজী শামসুর রহমান খুলনা জিলা
১১. মাওলানা আবদুস সাত্তার খুলনা শহর
১২. মাওলানা মাহমুদ হুসাইন আল মামুন (মরহুম)–বরিশাল
১৩. এডভোকেট আবদুল হামিদ ভোলা সাংগঠনিক জিলা
১৪. মাওলানা আশরাফ আলী খান পটুয়াখালী
১৫. অধ্যাপক ইউসুফ আলী (মরহুম) ঢাকা জিলা
১৬. এডভোকেট নজরুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জ সাংগঠনিক জিলা
১৭. জনাব মতিউর রহমান নিজামী ঢাকা মহানগরী
১৮. মাওলানা আবদুস সাত্তার মোমেনশাহী
১৯. জনাব ইসমাঈল হুসাইন জামালপুর
২০. জনাব ফজলুল করীম নেত্রকোণা সাংগঠনিক জিলা
২১. ডাঃ আযীযুল হক (মরহুম) কিশোরগঞ্জ সাংগঠনিক জিলা
২২. জনাব শামসুল হক (মরহুম) সিলেট
২৩. অধ্যাপক হাবীবুর রহমান কুমিল্লা
২৪. মাওলানা রফিউদ্দীন আহমদ নোয়াখালী
২৫. মাওলানা শামছুদ্দিন আহমদ চট্টগ্রাম শহর
২৬. মাওলানা মোমিনুল হক চৌধুরী চট্টগ্রাম জিলা
২৭. মাওলানা মোখতার আহমদ (মরহুম) কক্সবাজার
২৮. ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ নাসিম (মরহুম) পার্বত্য চট্টগ্রাম
২৯. অধ্যাপক আবদুল হামিদ টাঙ্গাইল

১৯৬২ সালে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত এমএনএ ছিলেন যারা

১৯৬২ সালে ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে চারজন MNA (Member of The National Assembly) নির্বাচিত হন। তাঁরা হলেন ঃ

www.pathagar.com

১। জনাব আব্বাস আলী খান-বগুড়া
২। জনাব শামসুর রহমান-খুলনা
৩। মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ-বাগেরহাট
৪। ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দীন-ঝালকাঠি

১৯৬২ সালে MPA (Member of Provincial Assembly) হিসেবে দুইজন নির্বাচিত হন, তাঁরা হলেন ঃ

১। মাওলানা আবদুল আলী-ফরিদপুর
২। মাওলানা আবদুস সুবহান-পাবনা

১৯৭০ সালে MPA হিসেবে একজন নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৮৬ সালেও জাতীয় সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তিনি হলেন বগুড়ার মাওলানা আবদুর রহমান ফকির।

১৯৭৯ সালে আই.ডি.এল এর মাধ্যমে নির্বাচিত এমপি ছিলেন যারা

১। মাওলানা আবদুর রহীম, এম.এম (বরিশাল)
২। অধ্যাপক সিরাজুল হক, এম.এ (কুড়িগ্রাম)
৩। মাওলানা নুরুন্নবী ছামদানী, এম.এম (ঝিনাইদহ)
৪। মাষ্টার মোঃ শফিক উল্লাহ, বি.এ বিএড (লক্ষ্মীপুর)
৫। এএসএম মোজাম্মেল হক, আলিম (ঝিনাইদহ)
৬। অধ্যাপক রেজাউল করিম, এম.এ (গাইবান্ধা)

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ মনোনীত যে ১০ জন প্রার্থী

১৯৮৬ সালে এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন তারা হলেন ঃ

১। জনাব জবান উদ্দিন আহমদ, (মরহুম) নীলফামারী-৩
২। জনাব মাওলানা আবদুর রহমান ফকির, বগুড়া-৬
৩। জনাব মাওলানা মীম ওবায়েদ উল্লাহ, নবাবগঞ্জ-২
৪। জনাব লতিফুর রহমান, নবাবগঞ্জ-৩
৫। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, রাজশাহী-১
৬। জনাব আবদুল ওয়াহেদ, কুষ্টিয়া-২

www.pathagar.com

৭। জনাব এএসএম মোজাম্মেল হক, (মরহুম) ঝিনাইদহ-৩
৮। জনাব এডভোকেট নূর হোসাইন, যশোর-১
৯। জনাব মকবুল হোসাইন, যশোর
১০। জনাব কাজী শামসুর রহমান, সাতক্ষীরা-২

১৯৯১ সালে জামায়াত মনোনীত নির্বাচিত এমপি ছিলেন যারা

১। জনাব মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী, দিনাজপুর-৬
২। জনাব মাওলানা শাহাদাতুজ্জামান, বগুড়া-২
৩। জনাব লতিফুর রহমান, নবাবগঞ্জ-৩
৪। মাওলানা নাছির উদ্দিন, নওগাঁ-৪
৫। মাওলানা আবুবকর শেরকলী, (মরহুম) নাটোর-৩
৬। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, পাবনা-১
৭। মাওলানা আবদুস সুবহান, পাবনা-৫
৮। মাওলানা হাবিবুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা-২
৯। মাওলানা শাখাওয়াত হোসাইন, যশোর-৪
১০। মুফতী মাওলানা আব্দুস সাত্তার, বাগেরহাট-৪
১১। অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস, খুলনা-৬
১২। এডভোকেট শেখ আনসার আলী, সাতক্ষীরা-১
১৩। জনাব কাজী শামসুর রহমান, সাতক্ষীরা-২
১৪। মাওলানা এএসএম রিয়াছত আলী, সাতক্ষীরা-৩
১৫। জনাব গাজী নজরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা-৫
১৬। ডাঃ একেএম আসজাদ, (মরহুম) রাজবাড়ী-২
১৭। জনাব শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১৪
১৮। জনাব এনামুল হক, কক্সবাজার-১

মহিলা এমপি

১৯। বেগম হাফেজা আসমা খাতুন
২০। বেগম খন্দকার রাশিদা খাতুন

www.pathagar.com

১৯৯৬ সালে জামায়াত মনোনীত তিনজন নির্বাচিত এমপি

১। জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, নীলফামারী-৩
২। জনাব কাজী শামসুর রহমান, সাতক্ষীরা-২
৩। মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, পিরোজপুর-১

২০০১ সালে জামায়াত মনোনীত যে ১৭ জন প্রার্থী এমপি হিসেবে নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন ঃ

১. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল কাফি, দিনাজপুর-১ (মরহুম)
২. অধ্যক্ষ মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী, দিনাজপুর-৬
৩. মিজানুর রহমান চৌধুরী, নীলফামারী-৩
৪. মাওলানা আবদুল আজিজ, গাইবান্ধা-১
৫. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, পাবনা-১
৬. মাওলানা আবদুস সুবহান, পাবনা-৫
৭. অধ্যক্ষ মাওলানা এএসএম শাহাদাত হোসাইন, যশোহর-২
৮. মুফতী মাওলানা আবদুস সাত্তার, বাগেরহাট-৪
৯. অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, খুলনা-৫
১০. অধ্যক্ষ শাহ মুহাম্মাদ রুহুল কুদ্দুস, খুলনা-৬
১১. অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল খালেক, সাতক্ষীরা-২
১২. মাওলানা এএসএম রিয়াছত আলী, সাতক্ষীরা-৩
১৩. গাজী নজরুল ইসলাম, সাতক্ষীরা-৫
১৪. মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, পিরোজপুর-১
১৫. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন চৌধুরী, সিলেট-৫
১৬. ডাঃ সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের, কুমিল্লা-১২
১৭. শাহজাহান চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১৪

জামায়াত মনোনীত মহিলা এম. পি. ৪জন

১৮. সুলতানা রাজিয়া–জামালপুর (বর্তমানে ঢাকা)
১৯. ডাঃ আমিনা শফিক–সিলেট
২০. শাহানারা বেগম–রাজশাহী
২১. বেগম রোকেয়া আনসার–সাতক্ষীরা (বর্তমানে ঢাকা)

www.pathagar.com

কৈফিয়ত

একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তথ্য সংগ্রহ করতে না পারার কারণে ইসলামী আন্দোলনে অনেক অগ্রপথিকের জীবনী লিখতে পারলাম না। যে সব প্রবীণ নেতৃবৃন্দ এদেশে ইসলামী আন্দোলনের কাজ সর্বপ্রথম শুরু করেছেন সহৃদয় কোন পাঠক তাদের সম্পর্কে তথ্য পেলে শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া প্রোফর্মা মোতাবেক আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। পরবর্তীতে আমি তাদের জীবনী ২য় খণ্ডে লিখবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মহিলা অঙ্গনে এবং ছাত্রী অঙ্গনে যারা কাজ শুরু করেছেন তারাও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়াও অনেক প্রখ্যাত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন যারা ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করে গেছেন এবং এখনও করছেন। তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে তাদের জীবনীও লিখবো ইনশাআল্লাহ। এ ব্যাপারে আপনারা তথ্য দিয়ে সাহায্য করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করি যে, ইসলামী আন্দোলনে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করছেন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে কবুল করুন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন।

পরিশেষে সকল পাঠকদের কাছে দোয়া চেয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।

বিনীত
মাযহরুল ইসলাম
অক্টোবর ২০০৫ ইং
আশ্বিন ১৪১২ বাংলা
রমযান ১৪২৬ হিজরী

www.pathagar.com

লেখকের অন্যান্য বই

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. পর্দা প্রগতির সোপান
৩. সন্তানের চরিত্র গঠনে পরিবার ও পরিবেশ
৪. স্মৃতির পাতায় জননেতা আব্বাস আলী খান
৫. টেমস নদীর তীরে
৬. কলকাতায় ১০দিন (পাণ্ডুলিপি)

www.pathagar.com

প্রোফর্মা

নাম ঃ .....

পিতার নাম ঃ .....

মাতার নাম ঃ .....

জন্মস্থান ঃ .....

সন ও তারিখ ঃ .....

শিক্ষাগত যোগ্যতার পূর্ণ বিবরণ ঃ .....

কর্ম জীবনের পূর্ণ বিবরণ ঃ .....

ইসলামী আন্দোলন ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণ বিবরণ ঃ .....

.....

পদসহ দায়িত্ব পালনের বিবরণ ঃ .....

সমাজসেবা মূলক কাজের বিবরণ ঃ .....

সাহিত্য কর্ম যদি থাকে তার বিবরণ ঃ .....

বৈবাহিক জীবন ঃ .....

ইন্তেকাল ঃ সন ও তারিখ ঃ .....

.....

স্বাক্ষর

বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করে পূর্ণ তথ্য জমা দিবেন।

প্রেরণের ঠিকানা ঃ
অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম
৫০৫ এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।

www.pathagar.com